

প্রথম অরুণা সংস্করণ

ভাদ্র ১৩৬৪

প্রকাশিকা

অরুণা বাগচী

অরুণা প্রকাশনী

৭ যুগলকিশোর দাস লেন

কলকাতা ৬

মুদ্রক

বিশ্বনাথ কবিরাজ

গঙ্গা মুদ্রণ

৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলকাতা ৪

প্রচ্ছদপট

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্‌স্‌ আণ্ডার দি সী

ষ্টীম হাউস

গডক্রে মরগান

১

অকূল পাথার

ঝড়ের রাতে

১৮৬০ সাল, তারিখ ৯ই মার্চ।

সেদিন রাত এগারোটার সময় সীমাহারা এক মহাসমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়বাদল চলছিল। একে দুর্যোগের রাতের ভয়ানক অন্ধকার, তার উপর অমন ঝড়বৃষ্টি আর রাজ্যের যত কুয়াশা! সে এমন নিরেট অন্ধকার যে মনে হয় যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে; মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ না চমকালে তাকে কোনো কালো দেয়াল ব'লেই বুঝি ভুল হ'তো। সেই অন্ধকারে এমনকি দু-হাত দূরের কোনো জিনিশ পর্যন্ত চোখে পড়ে না। আর সেই অন্ধকারের মধ্যেই ঢেউ উঠছে উদ্দাম ও পর্বতপ্রমাণ, গর্জে উঠছে রাগে কতকগুলো প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মতো। একেকটা ঢেউ উঠছে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অন্যের উপর, তার পর সহস্রচির হ'য়ে চারদিকে ফেটে পড়ছে।

আর এই ভয়ংকর দুর্যোগের মধ্য দিয়েই একটা নিতান্ত ছোটো জাহাজ স্রোতের মুখে সামান্য কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল। মস্ত সব ঢেউ এসে জাহাজের উপর ভেঙে পড়ছে, তবু কেমন ক'রে যে জাহাজটি ভেসে আছে, সেটাই পরম আশ্চর্য। ঝড়ের দাপটে জাহাজখানা একবার ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে, আবার পরক্ষণেই তীব্র স্রোতের মুখে প'ড়ে তীরের মতো ছুটে চলে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি একরত্তি জাহাজটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভেঙে যাবে।

সত্যি, জাহাজটা একরত্তি একটা দু-মাস্তুলওলা স্কুনার। এ-রকম স্কুনার কখনও মহাসমুদ্রে পাড়ি জমায় না, ছোটো-ছোটো সমুদ্রের উপকূল ধ'রেই চলাফেরা করে। কেমন ক'রে যে এটা এই সুদূর মহাসাগরে এসে পড়েছে তা এই জাহাজের আরোহীরা পর্যন্ত ভালো ক'রে জানে না। আর আরোহীরাও বেশ একটু অসাধারণ: জাহাজটা যেমন ছোটো, তেমনি এর আরোহীরাও নিতান্তই ছেলেমানুষ।

জাহাজের পিছনের দিকে একান্ত অসহায়ের মতো চুপ ক'রে বসে ছিলো তিনটি ছেলে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়ো তারই বয়েস মাত্র চোদ্দ বছর। অন্য দু'জনের বয়েস আরো কম—বোধ করি তেরো হবে। এই তিনজন ছাড়া জাহাজের চাকার কাছে বসে ছিলো আরেকজন; সে নিউজীল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মাওরিদের ছেলে। তারও বয়েস মাত্র তেরো বছর। এই চারটি ছেলে মিলে প্রাণপণে জাহাজটিকে ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলো। প্রতি মিনিটেই একেকটি পর্বতপ্রমাণ ঢেউ এসে জাহাজের উপর আছড়ে পড়ে, আর সেই সাহসী মাওরি ছেলেটি অসীম চেষ্টার সঙ্গে ঠিকভাবে হাল ধ'রে থেকে ঢেউ কেটে চলতে থাকে। হালখানা যে কেন এখনও খুলে গেল না, তা-ই আশ্চর্য!

রাত দুটোর পর থেকে ঝড়, জল আর ঢেউয়ের প্রতাপ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো। একেকটা ঢেউ এসে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ে, আর ছেলেরাও হুড়মুড় ক'রে ডেকের উপর শুয়ে পড়ে। ছেলেদের মনে অপরিসীম সাহস বলতে হবে। নইলে সাধারণ ছেলে হ'লে এতক্ষণে হয়তো ভয়েই ম'রে যেতো। তাছাড়া যদি ঠিকভাবে ধ'রে থাকতে না পারতো তো এতক্ষণে জাহাজ সোজা সমুদ্রের নিচে চ'লে যেতো।

এখানে ছেলে ক-টির নাম ব'লে নেওয়া ভালো। প্রথম তিনটির ছেলের নাম যথাক্রমে ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান। মাওরি ছেলেটির নাম মোকো।

ছেলেদের মুখে অনেকক্ষণ ধ'রে কোনো কথা নেই। হতবাক হ'য়ে তারা ঝড়ের সেই তাণ্ডব দেখছিলো। আচমকা কোনো আঘাত পেলে যেমন প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই অনুধাবন ক'রে দেখার অবস্থা থাকে না, এদের দশাও এখন ঠিক তেমনি। ভিতরটা যেন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে—এখনও যে ঝড়ের সঙ্গে তারা যুদ্ধ ক'রে চলেছে, তা কিন্তু কোনো-কিছু অনুধাবন না ক'রেই—কেবল যেন অভ্যাসবশত, হাত-পাগুলো নড়ছে যেন কলের পুতুলের মতো।

অনেকক্ষণ পরে প্রথম কথা বললো গরডন। ব্রিয়াঁকে সে শুধু জিগেস করলে, 'জাহাজ চলছে না থেমে আছে, কিছুই যে বুঝতে পারছি না, ব্রিয়াঁ!'

ব্রিয়াঁর বয়েস চোদ্দ বছর—সে-ই সকলের চেয়ে বড়ো। গম্ভীরভাবে সে গরডনের কথার উত্তর দিলে, 'জাহাজ চলছে ব'লেই তো মনে হচ্ছে—এ কেবল ঢেউয়ের দুলুনিই নয়। ডোনাগান, খুব সাবধান, সামনে কিন্তু প্রকাণ্ড এক ঢেউ! মোকো, মোকো—দেখো—জাহাজের মুখ যেন ঠিক থাকে!'

ব্রিয়াঁর কথা শেষ হবার আগেই মস্ত একটা ঢেউ জাহাজের উপর এসে

ক্ষ। সারেঙের চাকা ধ'রে বসে ছিলো মোকো—কেমন ক'রে যে সে ঢেউয়ের আঘাত সামলে উঠলো, তা এরা কেউ জানে না—নিজেই হয়তো তা জানে না মোকো—কিন্তু তারই দক্ষতায় জাহাজ সেই ঢেউ কেটে ভেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই ডেকের একটা কামরার দরজা খুলে দুটি নতুন মুখ বেরিয়ে এলো। তারাও বয়সে নিতান্তই ছেলেমানুষ—সত্যি বলতে, বরং এদের চেয়েও ছোটো। তাদের সঙ্গে আবার একটা কুকুর ছিলো, ভয়ে সে ল্যাজটাকে পিছনের পায়ের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে একবার কেবল ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডেকে উঠলো। তাদের দেখেই ব্রিয়াঁ চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'ইভারসন। ডোল! তোমরা বাইরে এসেছো কেন? যাও, শিগগির ঘরের ভেতর চ'লে যাও! ডোল, বাড়ে যেয়ো না, কোনো ভয় নেই। যাও, চোখ বুজে ভেতরে ব'সে থাকো গে, যাও।'

ব্রিয়াঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল একটা ঢেউ সশব্দে জাহাজের পাশে এসে ভেঙে পড়লো। একবার কাত হ'য়েই জাহাজটা আবার সোজা হ'য়ে উঠলো, আর অমনি আবার ঘরের দরজা খুলে আর একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। ছেলেটির নাম বাক্সটার: বয়েসে আগের ছেলেটির চেয়ে একটু বড়ো বটে, কিন্তু ব্রিয়াঁ আর গবডনের চেয়ে সে ছোটো। বাক্সটার বাইরে এসে অন্ধকারের মধ্যে চীৎকার ক'রে জিগেস করলো, 'ব্রিয়াঁ, আমি কি খামকা ভেতরে ব'সে না-থেকে তোমাদের ওখানে গিয়ে সাহায্য করবো?'

ব্রিয়াঁ চেঁচিয়ে উত্তর দিলে, 'না বাক্সটার, তুমি ভেতরেই যাও, তোমার সাহায্যের এখন কোনো দরকার নেই। আর ক্রস, ওয়েব, সার্বভিস, উইলকক্স—তোমরা সব ভেতরে ব'সে কী করছো? ছোটোরা যে ভয়ে কাঁদছে! তোমরা কি ওদের একটু থামিয়েও রাখতে পারছো না?'

ভেতর থেকে অবিশ্যি কোনো উত্তর এলো না, এবং বাক্সটারও কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে আবার কামরার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

আশ্চর্য! এই সুদূর মহাসমুদ্রে, এই ঝড়-গর্জানো অন্ধকার মধ্যরাতে এতগুলো ছেলেমানুষ কোত্থেকে এলো? জাহাজের যাত্রীরা যে সবাই এমনকি বালকও নয়—কেউ কেউ যে আরো ছোটো!

আরোহীদের সংখ্যা সবসুদ্ধ পনেরো: বাইরে চারজন, আর কামরার ভিতরে এগারো। এই পনেরোজন ছোটো ছেলে ছাড়া জাহাজে আর কোনো পুরুষ বা অন্য কোনো নাবিক নেই। তার উপর আরো আপসোসের কথা এই যে,

ছেলেদের মধ্যে একজনও জাহাজ চালানোর অ-আ-ক-খ-ও জানে না। অথচ জাহাজটি নিয়ে তারা কিনা একেবারে সীমাহারা মহাসমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছে! তার উপরে তারা আবার আদৌ জানেই না পৃথিবীর কোন অংশে এখন তাদের জাহাজ চলছে। শুধু এইটুকুই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা এক মহাসমুদ্রের উপর এসে পড়েছে—তাও আবার যে-সে সমুদ্র নয়, একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর!

প্রশান্ত মহাসাগর। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের এক উপকূল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আরেক উপকূল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই ছয় হাজার মাইলব্যাপী নীলকান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে কেমন ক'রে এসে পড়লো এই অদ্ভুত জাহাজটা? জাহাজের অন্যসব লোকজন ও নাবিকদেরই বা কী হ'লো? তারা কি ঢেউয়ের মুখে পড়ে ভেসে গেছে? না কি কোনো জলদস্যুর হাতে প'ড়ে এদের এমন দুর্দশা হয়েছে? আর, এই জাহাজটা বা কোন দেশের? জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে তখন হয়তো অস্ট্রেলিয়ার কোন বন্দর থেকে এসেছে। শুধু অস্ট্রেলিয়াই কেন, প্রশান্ত মহাসাগরে তো জানা-অজানা দ্বীপের কোনো অভাব নেই—তাদেরই কোনো-একটা বন্দর থেকে যে জাহাজটা আসে-নি, তাই বা কে বলতে পারে? তাছাড়া, এমনিভাবে কদিন ধ'রে সমুদ্রের উপর ভাসছে জাহাজটা?

সমুদ্রের এই অংশটা অত্যন্ত নিরালা—বোধহয় এখান দিয়ে কোনো জাহাজ যায় না। অন্তত কোনো দিকেই তো কোনো জাহাজ, স্টীমার বা জনমানবের চিহ্নটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। তাই ব্রিয়াঁ আর বন্ধুরা জাহাজটিকে প্রাণপণে সামনের দিকেই চালিয়ে নিচ্ছিলো, আরো কিছুদূর গেলে যদি কোনো ডাঙার চিহ্ন মেলে।

রাত্রি ক্রমশ গভীর হ'তে লাগলো আর এরই মধ্যে অকস্মাৎ সেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে আরেকটি তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডোনাগান চীৎকার ক'রে উঠলো, 'জাহাজের সামনের মাস্তুলটা ভেঙে পড়লো!'

তার কথার প্রতিবাদ করলো মোকো। বললে, 'মাস্তুল ভাঙেনি, মাস্তুলের বড়ো পালটা ফেঁশে গিয়েছে!'

তৎক্ষণাৎ ব্রিয়াঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'গরডন, তুমি শক্ত ক'রে হাল ধ'রে থাকো। আর মোকো ও ডোনাগান—তোমরা দু'জনেই শিগগির আমার সঙ্গে এসো। পাল ফেঁশে যাওয়ায় জাহাজ হয়তো এক্ষুনি বানচাল হ'য়ে যাবে। দেখো, অন্ধকারে ঢেউয়ে ভেসে যেয়ো না—সাবধান, ধ'রে-ধ'রে এসো।'

ব্রিয়াঁ আর মোকো ছাড়া এদের মধ্যে আর কেউই সমুদ্র সম্পর্কে কিছুই জানে না। ভরসা যা-কিছু তা কেবল এই দু'জনেরই উপর। ব্রিয়াঁ আর মোকো কুড়ুল দিয়ে ভাঙা মাস্তুলটাকে কেটে নামিয়ে ফেললো। অন্ধকারের মধ্যেই পালগুলো আর লোহার তারগুলো তারা কোনোরকমে একদিকে সরিয়ে রাখলো। বড়ো মাস্তুলদুটি অনেক জায়গাতেই ভেঙে গিয়েছিলো—এখন যা রইলো, তা নিতান্তই ছোটো। কিন্তু তাতেই কোনোরকমে পাল খাটিয়ে তারা জাহাজের গতি ঠিক রাখবার চেষ্টা করলে।

এতক্ষণ মনে অন্তত যেটুকুও আশা ছিলো, বড়ো মাস্তুলদুটির অকেজো দশা দেখে ব্রিয়াঁর মনে এখন আর তার লেশমাত্রও রইলো না। কিন্তু সে-ই যেহেতু বয়েসে সকলের চেয়ে বড়ো, সেইজন্য ছোটোদের নির্ভয়ে রাখার দায়িত্বটা স্বভাবতই তার উপরেই এসে বর্তেছিলো—ভয়ে সবাই কেমন জুজু হ'য়ে গিয়েছে দেখে সে নিজেই কাঁধের উপর সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলো। তাই ব্রিয়াঁ আর তার আশঙ্কার কথা প্রকাশ না-ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে ছোটো মাস্তুলগুলোয় পাল খাটাবার ব্যবস্থা করলে।

আর সেই ভাঙা মাস্তুল আর ছেঁড়া পাল নিয়েই জাহাজটা ঝড়ের মুখে তীরের মতো পুবদিকে ছুটে চললো। 'তবু রক্ষা, স্কুনারটা খুবই মজবুত ছিলো,' মনে-মনে ভাবলে ব্রিয়াঁ, 'না-হ'লে এতক্ষণে যে কী হ'তো ···' ব্রিয়াঁ আর-কিছু ভাবতে চাইলো না। অন্ধকার একটুও কমেনি। আকাশও মেঘলা হ'য়ে আছে। ঝড় যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে—কস্মিনকালেও যে এই তাণ্ডব থামবে, তার কোনো লক্ষণ পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কখনও-কখনও শোনা যাচ্ছে সামুদ্রিক পাখির তীক্ষ্ণ আর্ত স্বর। পাখির ডাক যখন শোনা যাচ্ছে তখন ডাঙা কি কাছেই? না, সেইটাও অনুমানও করা যায় না। কারণ ব্রিয়াঁ তার জ্ঞানবুদ্ধি ও অধ্যয়ন দিয়ে জানে যে এই সব সামুদ্রিক পাখিদের অনেক সময় ডাঙা থেকে কয়েকশো মাইল দূরের সমুদ্রেও দেখা যায়।

ছোটো মাস্তুলে পাল খাটিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার জোরে একটা শব্দ হ'লো। বাকি পালগুলোও বুঝি ফেঁশে গেলো!

ডোনাগান হতাশ গলায় বললে, 'যাক, আপদ গেলো! আর কোনো পালও আস্ত নেই, আর রক্ষাও নেই!'

'ভয়ের কিছু নেই, ডোনাগান,' বললে ব্রিয়াঁ। সে যে নিজে ভয় পায়নি তা, কিন্তু তবু সে তাকে আশ্বাস দিতে চাইলো—আসলে বোধহয় নিজেকেই

তার আশ্বস্ত করার দরকার ছিলো। বললে, 'ঝড়ের যেমন বেগ আর সমুদ্রের যেমন স্রোত, তাতে আমাদের জাহাজ এখনও বেশ জোরেই চলবে। তবে আগের মতো জোরে নয়, এই যা।'

এমন সময় মোকো চেঁচিয়ে উঠে তিনজনকে সাবধান ক'রে দিলো: 'সাবধান! খুব সাবধান! ঢেউ আসছে!'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তক্ষুনি সবাই শুয়ে প'ড়ে হাতের কাছে যে যা শক্ত জিনিস পেলো তাই প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাকলো। সব লণ্ডভণ্ড ক'রে ঢেউ চ'লে গেলে পরে দেখা গেলো, জাহাজের ভাঙা মাস্তলের অংশ ও অন্যান্য কাঠ সমস্তই ঢেউয়ের মুখে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে আরেকটি জিনিশও অদৃশ্য হয়েছে—সে মোকো। মোকোকে আর ডেকের উপর দেখা গেল না।

ব্রিয়াঁর হৃৎপিণ্ড যেন ধ্বক ক'রে লাফিয়ে উঠলো! 'মোকো! মোকো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক দিলে সে।

ডোনাগানও লাফিয়ে উঠলো, 'কী সর্বনাশ! মোকো কোথায় গেলো?'

পাগলের মতো চ্যাঁচাতে লাগলো তিনজনে। কিন্তু কোনো দিক থেকে মোকোর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। 'গরডন,' ব্রিয়াঁর গলার স্বর ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, 'যেমন ক'রেই হোক ওকে আমাদের বাঁচাতেই হবে! শিগগির সমুদ্রে একটা লাইফ-বেল্ট ফেলে দাও! আর ডোনাগান, তুমি একটা লম্বা দড়ি ফেলে দাও সমুদ্রে।'

ভীত ও উত্তেজিত গলায় তারা ডাকতে লাগলো, 'মোকো! মোকো!'

এমন সময় হাওয়া আর ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে অতি ক্ষীণ একটি আর্ত স্বর ভেসে এলো: 'বাঁচাও—বাঁচাও!'

আর্তনাদ শুনে ব্রিয়াঁ তক্ষুনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! কিন্তু গরডন তাকে আটকালো;—বাধা দিয়ে বললে, 'কোথায় মোকো? ও-শব্দ তো সমুদ্র থেকে আসছে না!'

কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো ব্রিয়াঁ: স্পষ্ট মোকোর গলার স্বর: 'বাঁচাও, বাঁচাও!' ঝড়ের আর ঢেউয়ের শব্দ যে-রকম ভীষণ, তাতে মোকো যে কোত্থেকে ডাকছে, তা সহজে বোঝা গেলো না। আন্দাজে ভর ক'রে ব্রিয়াঁ কোনোরকমে জাহাজের সুমুখদিকে এগোতে থাকলো। শেষে দেখা গেলো, জাহাজের সামনের দিকে এক গলুইয়ের ভিতর মোকো আটকে রয়েছে ঢেউয়ের ঘায়ে শেষটায় সে নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে পড়তো, কিন্তু জাগিয়ে গর্তে

আটকে গিয়েছিলো—ঠিক আটকে অবিশ্যি যায়নি, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলো বরং বলা যায়—হাত ফসকে গেলে যে কী সর্বনাশ হ'তো তা ব্রিয়াঁ কল্পনাও করতে চাইলো না।

ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হ'লো। দেখা গেলো, একটা প্রকাণ্ড পিপে সেই গলুইয়ের মধ্যে ঢুকে মোকোকে চেপ্টে ধরেছে। তখন বহু কষ্টে সেই পিপেটাকে সরিয়ে তিনজনে মিলে টেনে-হিঁচড়ে তাকে গলুইয়ের ভিতর থেকে বার ক'রে আনলে। ঝোড়ো কাকের দশা তখন মোকোর, চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ, গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু যে হাঁফ ছাড়বে, তারই বা সময় কই? পিছনে তখন একটার পর একটা ঢেউ আসছে। তাই সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ফের হাল ধ'রে বসলো।

ভোর পাঁচটার সময়ে ঝোড়ো সমুদ্রে ফিকে একটু আলোর রেখা ফুটলো। আর তেমন অন্ধকার নেই বটে, কিন্তু চাপ-চাপ কুয়াশার দরুন তখনও আধ মাইলের বেশি দূরের জিনিশ চোখে দেখা যায় না। আস্তে-আস্তে বেলা যত বাড়লো, আলোর রেখাও ততই স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো। মেঘ তখনও আছে, তবে ঝড়ের প্রতাপ আর তেমন নেই। কিন্তু আকাশ আর সমুদ্র তখনও কেমন ঝাপশা আর নির্মম। চারজনে বসে অপলক নয়নে প্রকৃতির সেই ধূসর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ সারেঙের চাকার কাছ থেকে মোকো চেঁচিয়ে উঠলো, 'ডাঙা! ডাঙা! ওই ছাখো, ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

মোকোর চীৎকার শুনে তিনজনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হ্যাঁ, সত্যিই দূরে, পুবদিকে দিগন্তের প্রান্তে ক্ষীণ একটি ঘনশ্যামল রেখা ফুটে উঠেছে। আকাশ এত মেঘলা, আর চারদিকে কুয়াশাও এত চাপ বেঁধে আছে যে সত্যি-সত্যি বোঝা গেলো না ওই ঘনশ্যামল রেখাটা আসলে কী—ডাঙা, না মেঘ।

দুরবিন তুলে নিয়ে চোখে লাগালো ব্রিয়াঁ। ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে শেষকালে ব'লে উঠলো, 'হ্যাঁ, সত্যিই পুবদিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

মিনিট পনেরো পরে দিগন্তের সেই সবুজ রেখাটা আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, ততক্ষণে আস্তে-আস্তে সরতে শুরু করেছে কুয়াশা। জাহাজও হাওয়ার ধাক্কায় পুবদিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ততক্ষণে। ব্রিয়াঁ আবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে ঘোষণা করলো, 'ডাঙা! পুবদিকে স্পষ্টই ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

'ডাঙা যে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই,' গরডনও সায় দিলে, 'কিন্তু বড়ো নিচু জমি ব'লে মনে হচ্ছে।'

নিচুই হোক আর উঁচুই হোক, ওই শ্যামল রেখাটি যে ডাঙা, কালো মাটি ও সবুজ গাছপালার দেশ—এইটুকুই ওদের কাছে যথেষ্ট। প্রায় দু-মাইল দূরের এক স্থলভূমি তার ঘন বনানী নিয়ে ছেলেদের দিকে যেন সস্নেহে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। এতদিন তারা যেন জানতেই পারেনি মাটি, গাছপালা, আলো-হাওয়া কী অসীম সুন্দর! যেভাবে জাহাজটা ছুটছে, তাতে মনে হয় আর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সে সেই ডাঙার উপর গিয়ে পড়বে।

আধ ঘণ্টা পরে আরো স্পষ্ট ক'রে দেখা গেলো তীর। উপকূলের ঠিক পিছনেই সার বেঁধে উঠেছে পাহাড়—প্রায় দুশো ফুট উঁচু। আর সেই পাহাড়ের নিচেই শ্যামল সমতল ভূমি। আর তারই কোণ ঘেঁষে আবছা দেখা যায় বেলা-ভূমির হলুদ বালি। জাহাজ সোজা সেই বালির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এখন দ্বীপের সামনেটায় কোনো প্রবাল-প্রাচীর বা কোর‍্যালরীফ না-থাকলেই সর্ব রক্ষে।

গরডন, ডোনাগান আর মোকোকে জাহাজ সামলাবার ভার দিয়ে ব্রিয়াঁ গিয়ে জাহাজের সামনের দিকের ডেকের উপর দাঁড়ালো। চারদিকে তাকিয়ে সেই ডাঙার আশপাশে এমন একটা নিরাপদ জায়গা দেখা গেলো না যেখানে জাহাজ ভেড়ানো যায়। সুবিস্তৃত বালির রাজ্যের এদিকটায় সমুদ্র-জল থেকে মাথা তুলেছে মস্ত এক প্রবাল পর্বত। প্রবালের সেই দেয়ালের গায়ে গিয়ে তুমুল শব্দ ক'রে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সেই পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না—তক্ষুনি জাহাজ চুরমার হ'য়ে যাবে।

কিন্তু ভীতচকিত চোখে তাকিয়ে ব্রিয়াঁ আবিষ্কার করলো, কোন-এক অমোঘ টানে জাহাজ কেবল সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ মহাসমুদ্রে ঝড়ের সঙ্গে যুঝতে গিয়েও সে কিছুতেই আশা হারায়নি—কোথায় যেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে উদ্ধার তারা কখনও না কখনও পাবেই। কিন্তু এখন সেই ভয়ংকর প্রাচীর দেখে তার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে সে সবাইকে বললো ব্যাপারটা, তারপর সবাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করলো জাহাজের মুখ ফেরাতে। কিন্তু পবন আর বরুণ এই দুই আদি দেবতাই যেন বিমুখ তাদের উপর—ঢেউয়ের ধাক্কায় আর হাওয়ার তোড়ে জাহাজ সোজা সেই প্রবাল-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো—লোহাকে যখন চুম্বক টান দেয় তখন যেমন হয়, ঠিক তেমনি যেন ওই প্রবাল-প্রাচীর জাহাজটাকে টান দিয়েছে।

সেইজন্যই সকাল যখন ঠিক ছটা, তখন তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে প্রচণ্ড

নিনাদ ক'রে সেই পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে পড়লো জাহাজ। ভয়ে ওরা তখন কুঁকড়ে গিয়েছে, শিউরে উঠে আপনা থেকেই চোখ বুজে ফেলেছে—কে কোথায় ছিটকে পড়বে, কে জানে! কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! জাহাজ মোটেই চুরমার হ'য়ে গেলো না—প্রবাল-প্রাচীরের সামনেকার সেই ভয়ানক ঘূর্ণির মাঝখানে বোঁ ক'রে চর্কির মতো একবার ঘুরপাক খেয়েই হঠাৎ কেমন ক'রে যেন কিসের গায়ে আটকে গিয়েছে।

না, জাহাজ পাহাড়ের গায়ে আছাড় খায়নি, তলাকার বালির মধ্যে আটকে গিয়েছে। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জন্য, তারপরেই জাহাজটা আবার থর-থর ক'রে কেঁপে উঠলো একবার: পিছন থেকে আরেকটা বিশাল ঢেউ এসে জাহাজটাকে আরো কিছু দূরে ঠেলে নিয়ে গেলো। সেখানে নিরেট পাথরের শ্রেণীর মধ্যে জল ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে কেবল—জাহাজ সেই ঘূর্ণিজলে কাত হ'য়ে পড়লো।

সামনের বেলাভূমি তখন মাত্র সিকি মাইল দূরে। এটুকু পথ এখন পেরোতে পারলেই হয়। কিন্তু এই ঘূর্ণিজলের মধ্যে দিয়ে কী ক'রে তারা তীরে গিয়ে উঠবে?

ঢেউ এলো

কুয়াশার পর্দা আর নেই তখন, কিন্তু ঝড়ের বেগ ও সমুদ্রের উত্তালতা তখনও তেমন কমেনি। অল্প দূরেই সেই অজ্ঞাত রহস্যময় স্থলভূমি: প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সে কি কোনো দ্বীপ, না দেশ—তা কিছুই জানা নেই।

ব্রিয়াঁ আর গরডন জাহাজের নিচের ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিক পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো। ঘণ্টা দু-এক কেটে গেলে পর ব্রিয়াঁ হঠাৎ এক সময় বললে, 'আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই বোধহয় ঝড় থেমে যাবে, সমুদ্রের ঢেউও শান্ত হ'য়ে যাবে। তাছাড়া ভাঁটার টানে জলও সরে যাবে আস্তে-আস্তে। তখন আমরা সামনের ডাঙার দিকে যাবার চেষ্টা করবো।'

'অপেক্ষার আর দরকার কী?' ডোনাগান প্রতিবাদ ক'রে উঠলো, 'আমরা তো এখুনি তীরে যাবার উদ্যোগ করতে পারি।'

ডোনাগানের কথায় সায় দিয়ে উঠলো আরেকটি ছেলে: তার নাম

উইলকক্স, বয়েস বারো বছর। 'ঠিক কথা,' বললে সে, 'আবার ও-সব অপেক্ষা করা-টরা কেন? এখুনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।'

আসলে ছেলেদের মধ্যে ডোনাগানের তিনজন অনুচর ছিলো—তাদের নাম ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। ফরাশি ব'লে ব্রিয়াঁকে তারা দেখতেই পারতো না। এই চারজন ছাড়া জাহাজের অন্য সব ছেলেই কিন্তু ব্রিয়াঁকে বেশি পছন্দ করে। আসলে অন্য সবাই ব্রিয়াঁকে পছন্দ করে বলেই ডোনাগানের তীব্র ঈর্ষা—সেইজন্যই সে সব সময় ব্রিয়াঁর কথার প্রতিবাদ ক'রে থাকে—তাতে তার কথায় যুক্তি থাক বা না-থাক, সে তার পরোয়া করে না।

ব্রিয়াঁর যুক্তিসিদ্ধ কথা অগ্রাহ্য ক'রে ডোনাগান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জাহাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জাহাজ থেকে মূল ডাঙার দূরত্ব মাত্র সিকি মাইল বটে, কিন্তু যে-রকম প্রবল ঢেউ আর ঘূর্ণি, তার উপর কঠিন বন্ধুর প্রবালশ্রেণী তাদের চোখে পড়লো যে সে-সবের উপর দিয়ে নৌকো চালাতে তখন তাদের আর সাহসে কুলোলো না। তবে মুখে তারা সে-কথা আদৌ প্রকাশ করলে না, বরং এমন ব্যস্তসমস্ত ভাবভঙ্গি করতে লাগলো যে যেন তারা তক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়বে।

ব্রিয়াঁ ভালো মনে ক'রে আরেকবার তাদের বারণ করতেই ডোনাগান একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠলো। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, 'তুমি এত উপদেশ দেবার কে? আমরা যা ভালো বুঝি তাই করবো—তোমাকে কেউ ফোপরদালালি করতে ডাকেনি।'

ব্রিয়াঁর মুখচোখ অপমানে একটু রাঙা হ'য়ে উঠলো। কিন্তু নিজেকে সে সামলে রাখলো। সে-ই তো সকলের বড়ো—কথায়-কথায় মেজাজ খারাপ করলে তার চলবে কেন? তাছাড়া ডোনাগান তাকে মুখে দু-কথা শুনিয়ে দিলে বটে, কিন্তু যাবার কোনো লক্ষণই দেখালো না। তার ওই মিথ্যে অহংকার দেখে ব্রিয়াঁর বরং একটু হাসিই পেলো। হাসি চেপে সে একপাশে সরে গেলো। এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দেয়ার মতো অবসরও অবশ্য তার ছিল না। কারণ সামনের ওই স্থলভূমি আসলে কোনো ছোটো দ্বীপ না মহাদেশের অংশ, তা-ই এখনও জানা যায়নি।

স্থলভাগের দু-দিকে দুটো অন্তরীপের মতো। উত্তর ভাগ উঁচু, বন্ধুর ও পর্বতবহুল, দক্ষিণ ভাগ নিচু ও সমতল। যদি এটা সত্যিই কোনো দ্বীপ হয়, আর দ্বীপটা যদি একেবারে ঊষর মরুভূমির মতো মরা ধুলোয় ভরা থাকে, যদি পুরো দ্বীপটাই বন্ধ্যা ও অনুর্বর হয়, তাহ'লে এতগুলো ছেলে কী খেয়ে বাঁচবে?

দেশে ফিরবেই বা কেমন ক'রে? আর যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তবে অবিশ্যি অনেকটা নিরাপদ। এখানে না-হোক, কিছু দূরে নিশ্চয়ই লোকালয় পাওয়া যাবে। কিন্তু অঞ্চলটা মহাদেশের এমন কোনো অংশও তো হ'তে পারে যেখানে আশপাশে মানুষজনের বসতি নেই, আছে কেবল শত-শত বুনো জানোয়ারের ভয়াবহ বাসস্থান!

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। আপাতত ডাঙায় পৌঁছনো যায় কী ক'রে সেটাই প্রধান বিবেচ্য।

অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে চারদিকে নিরীক্ষণ করলো ব্রিয়ঁা। কিন্তু কোথাও মানুষের কোনো বসতি দেখা গেলো না, এমনকি একটা কুঁড়েঘর পর্যন্ত না। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ নিস্তেজ গলায় আপন মনেই সে বললে, 'কোথাও যে ধোঁয়াও দেখা যায় না একটুও!'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো মোকো। সে বললে, 'নদী রয়েছে, কিন্তু নদীতে কোনো নৌকো বা ভেলা নেই।'

'লোক না-থাকলে ধোঁয়াই বা উঠবে কোত্থেকে,' ডোনাগানের তির্যক মন্তব্য শোনা গেলো, 'আর নৌকোই বা আসবে কোন চুলো থেকে?'

লোক না-থাকার মানে যে কী, সেটা ডোনাগানের মাথায় ঢুকেছে কি না ব্রিয়ঁা বুঝতে পারলো না। হয়তো তাদের অবস্থার গুরুত্ব এখনও তার মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু ব্রিয়ঁা আর এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলো না।

আস্তে-আস্তে সমুদ্রে ভাঁটা দেখা দিলো। বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটে; ব্রিয়ঁা গোড়াতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো যে ভাঁটার সুযোগে ডাঙায় গিয়ে উঠবে। এবার জল সরতে শুরু করতেই গরডন, বাক্সটার প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে জাহাজের খোল থেকে দরকারি জিনিশপত্র সব বার ক'রে ডেকের উপর নিয়ে আসতে লাগলো। জাহাজে জিনিশও কম ছিলো না। হরেকরকমের খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিশপত্র একেবারে প্যাক-করা বাক্সে বন্ধ ছিলো। আগে সেগুলোকে সাবধানে ডাঙায় নিয়ে যেতে হবে: বাকি জিনিশপত্তর পরে নিলেও চলবে।

জাহাজে নৌকো ছিলো মাত্র একটা, বাকি সবগুলি ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছে। যেটা আছে সেটাও আবার নেহাতই ছোটো। একবারে পাঁচ-ছয়জনের বেশি লোক ধরবে না। এই নৌকোতেই দু-তিনবার যাওয়া-আসা করতে হবে আর কি!

যাহোক, নৌকোয় কিছু-কিছু জিনিশ বোঝাই ক'রে তারা সেটাকে জলে

নামালো। তারপর কী একটা কাজে ব্রিয়ঁা ও গরডনরা একবার ভিতরে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ছাখে, চমৎকার! ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স ততক্ষণে নৌকোয় চড়ে বসে নৌকো ছাড়বার আয়োজন করছে! দেখেই ব্রিয়ঁার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! ডোনাগানের মতলব মোটেই সুবিধের নয়: একবার তারা ডাঙায় উঠতে পারলেই হয়, তারপর জাহাজের অন্যান্য ছেলেদের দিকে হয়তো ফিরেও তাকাবে না।

তীব্র স্বরে ব্রিয়ঁা বলে উঠলো, 'ও কী হচ্ছে, ডোনাগান? সবাই পড়ে রইলো, আর তোমরা দিব্বি আগে চলে যাচ্ছো!'

'আমাদের যা খুশি করবো,' উত্তর দিলে ডোনাগান, 'তুমি বারণ করবার কে?'

'বটে? দেখি, তোমরা কী ক'রে যাও!' বলেই ব্রিয়ঁা লাফিয়ে উঠলো নৌকোয়।

এবার ওয়েব রুখে উঠলো। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে বললে, 'ওটার সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে কী বকছো? চলো ডোনাগান, আমরা বেরিয়ে পড়ি! ওহে ব্রিয়ঁা, তুমি চটপট স'রে যাও দেখি!' এই ব'লে ওয়েব সজোরে একটা ধাক্কা মারলে তাকে।

পড়তে-পড়তে সামলে নিলে ব্রিয়ঁা, নৌকো থেকে পাশের একটা পাথরের উপর লাফিয়ে পড়লো সে। দলের মধ্যে তার গায়েই সবচেয়ে বেশি জোর। পাথরের উপর পা রেখে নৌকোর গলুই দু-হাতে কঠিনভাবে ধরে বললে, 'যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে!'

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না ক'রে ওয়েব তৎক্ষণাৎ একটা দাঁড় তুলে নিয়ে ব্রিয়ঁার মাথায় মারবার উপক্রম করলে। ব্যাপার ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে দেখে গরডন চোখের নিমেষে নৌকোয় লাফিয়ে প'ড়ে ওয়েবের দু-হাত চেপে ধরলো। এদিকে অন্যান্য ছেলেরাও ততক্ষণে ব'সে নেই: ডোনাগানদের স্বার্থপরতায় তারা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত। বাক্সটার, সারভিস, ইভারসন প্রভৃতিরা নৌকোয় উঠে পড়ে যথোচিত উৎসাহের সঙ্গে মারামারি করার আয়োজন করলে। গরডন তখন আর-কোনো উপায়ান্তর না-দেখে মরীয়া হ'য়ে গিয়ে এই যুযুধান ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে চ্যাচাতে শুরু করলো: 'কী হচ্ছে তোমাদের? এই কি তোমাদের ঝগড়া করবার সময়? এদিকে এই বিপদ, কোথায় তোমরা সবাই এক হ'য়ে পরস্পরের সাহায্য করবে, না এই সময় করছো মারামারি? লজ্জা করে না তোমাদের? সব বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে?'

অবশেষে গরডনের ধমক খেয়ে তাদের কাণ্ডজ্ঞান হ'লো। শান্ত হ'য়ে সকলে একে একে নৌকো থেকে নেমে পড়লো। ডোনাগানও দ্বিরুক্তি না-করে নেমে এলো বটে, কিন্তু অন্য সকলের মতো তার মুখের ভাব আর স্বাভাবিক হ'লো না। গোমড়া মুখে সে ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগলো।

ভাঁটার টানে জল তখন অনেকটা ক'মে গেছে বটে, কিন্তু পাহাড়ের আশপাশে ঘূর্ণি দিয়ে ফেনিয়ে উঠছে সমুদ্র। শেষকালে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নৌকো চালিয়ে নেবার মতো একটা বেশ সংকীর্ণ প্রণালীও দেখা গেলো। কিন্তু সেখানটায় যে-রকম ঘূর্ণি আর স্রোত, তাতে নৌকো চালানো বিষম দুঃসাধ্য হবে। ভাঁটা শেষ হয়ে জল একেবারে শান্ত স্থির হ'তে একেবারে বিকেল হ'য়ে যাবে।

গরডন বললে, 'এসো, ততক্ষণে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই।'

এ-কথায় অবিশ্যি কারুরই কোনো আপত্তি দেখা গেলো না। সবাই মিলে টিন ভেঙে বিস্কুট, জ্যাম আর শুকনো মাংস খেয়ে নিলে।

কিন্তু ভাঁটার টান যেন আর শেষ হয় না! স্রোত তেমনি বিষম র'য়ে গেলো। গরডন চিন্তিত হ'য়ে ব্রিয়াঁকে বললে, 'কী হবে এখন? ভাঁটা তো এখনো কমলো না!'

'হুঁ, তাই তো ভাবছি,' বললে ব্রিয়াঁ, 'আবার জোয়ার এসে পড়লে আমাদের আর কোনো আশা নেই।'

'ঠিক বলেছো,' গরডন তখনও কী করবে ভাবছে, 'জোয়ার আসবার আগেই আমাদের জাহাজ ছেড়ে নেমে যেতে হবে, কারণ এই নতুন জোয়ারে পাথরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে!'

'সে তো বুঝি। কিন্তু এখন সবাই মিলে ডাঙায় পৌঁছোই কী ক'রে? ব্রিয়াঁ সব দেখেশুনে সত্যিই খানিকটা হতাশ হ'য়ে পড়েছিলো। 'একটা ভেলা বানাবারও উপায় নেই। জাহাজের ভাঙা কাঠকুটো সব জলে ভেসে গেছে। আর তাছাড়া হাতেও আমাদের তেমন সময় নেই!'

'তাহ'লে উপায়?' জিগেস করলে গরডন।

'উপায় শুধু আমাদের এই নৌকোখানা,' ব্রিয়াঁ উত্তর দিলে। 'কিন্তু এতে তো আর সবাই পেরোতে পারবো না! তাই ভাবছি আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়! জাহাজের এই মোটা দড়িটা কেউ যদি একবার ওই প্রবালগুলির ওদিকে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে আসতে পারে, তাহ'লে কোমরে লাইফবেল্ট পরে এই দড়ি ধ'রে-ধ'রে আমরা সকলেই এইটুকু পথ পেরিয়ে যেতে পারি।

এখানকার ঢেউ যদিও অত্যন্ত ভয়ানক, তবু জল বোধকরি এক-গলার বেশি হবে না। দড়ি ধ'রে যেতে পারলে পাথরের উপর প'ড়ে মরবারও ভয় থাকবে না।'

'কিন্তু প্রবালগুলোর ওপাশে গিয়ে দড়িটাকে বেঁধে আসবে কে?' গরডন জিগেস করলো, 'যে যাবে সে তো আর নাও ফিরতে পারে! জলে যে-রকম ঘূর্ণি দেখছি, তাতে ডুবে মরারই সম্ভাবনা বেশি।'

অকম্পিত স্বরে ব্রিয়ঁা বললে, 'আমি যাবো।'

'তুমি?' গরডন একেবারে অবাক। একটু থেমে তারপর সে বললে, 'ঠিক আছে। তাহ'লে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'না, আমি একাই যাবো।' গরডনের প্রস্তাবে কোনো কানই দিলে না ব্রিয়ঁা, 'তুমি বরং জাহাজে থেকে বাকি সব দিক সামলাও।'

একবার যখন মনস্থির ক'রে ফেলা গেছে, তখন আর থামকা দেরি ক'রে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। একটা মোটাশোটা শক্ত-গোছের দড়ি বেছে নিয়ে ব্রিয়ঁা খুব আঁটো ক'রে নিজের কোমরের সঙ্গে বাঁধলো। তারপর গরডনকে ডেকে বললো, 'গরডন, আমি এই দড়ি নিয়ে সমুদ্রে নামলুম। আমি যেমন সাঁতার কেটে এগুতে থাকবো, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছাড়বে। দেখো দড়ি ছাড়তে যেন দেরি কোরো না। কী রকম প্রবল ঘূর্ণি ও ডুবো পাথরের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে তা তো বুঝতেই পারছো!'

ছেলেরা সবাই ডেকের রেলিঙের ধারে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে ব্রিয়ঁা। বড়ো বড়ো ঢেউ সেই নিরেট পাথরের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চারদিকে ভয়ানক ঘূর্ণির সৃষ্টি করছিলো। সিন্ধুজলের সেই বিষম দাপট দেখে জাক তো ভয়েই অস্থির: কিছুতেই সে তার দাদাকে সমুদ্রে নামতে দেবে না—চোখ ছলছল ক'রে উঠছে, মুখ চোখ শুকনো ও আতঙ্কিত, শেষকালে হাপুস নয়নে কেঁদেই ফেললো। ভাইটিকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে আর দেরি না ক'রে চটপট সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো ব্রিয়ঁা। তারপর ওই বিষম ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে কোনোরকমে এগুতে লাগলো তীরের দিকে। ছেলেরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। উত্তেজনায় তাদের সমস্ত শরীর টান-টান হ'য়ে গিয়েছে—ব্রিয়ঁার দুঃসাহস দেখে কীরকম একটু সম্ভ্রম লাগলো তাদের, মাঝে-মাঝে নিজেরাই সজোরে রেলিঙ চেপে ধ'রে নিজেদের সামলাতে লাগলো।

হঠাৎ দেখা গেলো, সামনে একটা প্রবল ঘূর্ণি। এই বুঝি পাক খেতে-খেতে জল তাকে ডুবিয়ে ফ্যালে! ব্রিয়ঁা প্রাণপণে সেটা পেরোবার জন্য লড়াই করছে,

কিন্তু পারছে না। চক্ষের পলকে ব্রিয়াঁ সেই ঘূর্ণির মধ্যে ডুবে গেলো। শুধু শোনা গেলো একটা ক্ষীণ আর্তনাদ : 'গরডন !'

গরডন তৈরিই ছিলো। প্রাণপণে সে দড়ি ধ'রে টান দিলে—অন্য ছেলেরাও এসে তাকে সাহায্য করলে, তারাও গায়ের জোরে দড়ি ধ'রে টান দিতে লাগলো। ভাগ্যিশ দড়ি বাঁধা ছিলো কোমরে : কোনোরকমে হতচেতন ব্রিয়াঁকে জাহাজে টেনে তোলা হ'লো। আর এই পুরো ব্যাপারটা যখন ঘটছে, তখন জাক সজোরে রেলিঙ চেপে ধ'রে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

কিন্তু এখন উপায় কী হবে তাদের ? দড়ি তো বাঁধা হ'লো না, এখন কেমন ক'রে তারা ডাঙায় গিয়ে উঠবে ? দেখতে-দেখতে বেলা প'ড়ে এলো, আর ভাঁটা শেষ হ'য়ে ফের জোয়ার এসে পড়লো। ছেলেরা ডেকের উপর জড়ো হয়ে হতাশ, শূন্য চোখে নির্বাক হ'য়ে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস দেখতে লাগলো। কেমন ক'রে ঢেউ আরো বেড়ে উঠলো, জল ফুলে উঠলো, আর ফেনিল ধাবমান জলরাশি প্রবাল-প্রাচীর ঢেকে দিলো, সব দেখতে দেখতে তাদের সব আশা ভরসা ধীরে-ধীরে নির্মূল হ'য়ে গেলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই জোয়ারের টানে জাহাজ ফের জলে ভেসে উঠে ঢেউয়ের উপর দুলতে-দুলতে চারদিকের পাথরের গায়ে ঠোকা-ঠুকি করতে লাগলো আর তারা ক্লান্ত বিমর্ষ ও চুপচাপ ভাবে ডাঙার এত কাছে এসেও কেমন ক'রে ডাঙায় পৌছনো গেলো না তাই ভেবে-ভেবে আরো হতাশ হ'য়ে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ সবাই ভীষণ চীৎকার ক'রে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো। সামনেই পাহাড়ের সমান উঁচু এক মস্ত ঢেউ! কোনো অতিকায় জন্তুর মতো বিকট গর্জন করতে-করতে ঢেউটা একেবারে তাদের মাথার উপর এসে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজ প্রায় কুড়ি ফুট উপরে লাফিয়ে উঠলো এবং···

এবং মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ সেই সিকি মাইল জোড়া শিলাস্তৃত প্রবালশ্রেণী পেরিয়ে একেবারে উপলবন্ধুর বালুময় উপকূলে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

ঢেউ স'রে যেতেই দেখা গেলো জাহাজ শুকনো বেলাভূমিতে কাত হ'য়ে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেরা কেউ তেমন আহত হয়নি।

সামনেই সেই সুদূরবিস্তৃত স্থলভূমি।

গোড়ার কথা

আমাদের এই কাহিনী যখনকার, চারম্যান বোর্ডিং ইশকুল তখন নিউজীল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড শহরের বড়ো ইশকুলগুলোর অন্যতম। উপনিবেশের প্রায় সব সম্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই এই ইশকুলে পড়তো। ইয়োরোপের যে-কোনো সেরা পাবলিক ইশকুলের সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়। শুধু যে লেখাপড়ার মানই উঁচু ছিলো তা-নয়, পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত নানা বিষয়েও ছাত্রদের এমনভাবে উৎসাহ দেয়া হ'তো যে এখান থেকে পাশ ক'রে বেরুবার পর ছাত্ররা প্রায় সব অর্থেই মানুষ হয়ে যেতো।

ওলন্দাজ নাবিকেরা যখন প্রথম নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপে পদার্পণ করে, তখন তারাই এই সুন্দর নামটি দেয়, যার অর্থ হ'লো 'নব সিন্ধু-সৈকত'। নিউজী-ল্যাণ্ডের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অমন সুন্দর-সুন্দর বরফ-মোড়া সারি-সারি পাহাড়, মায়ালোকের মতো অমন অপূর্ব সব হ্রদ, অতীত হিম-যুগের সব বরফের নদী ও হিমবাহ, অমন উষ্ণ জলের প্রস্রবণ পৃথিবীর কটা দেশেই বা আছে? দেশের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আবার দুর্গম অরণ্য, তার মূল দ্বীপের চারদিকে আরো কত ছোটো-ছোটো সোনালি দ্বীপ।

১৮৬০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি একদল ছেলে আর তাদের আত্মীয়স্বজনরা হই-চই করতে-করতে ইশকুল থেকে বেরিয়ে পড়লো। ছুটি শুরু হ'লো কিনা: ছেলেদের হাতে এখন দু-মাসের স্বাধীনতা, আস্ত দুটি মাস জুড়ে অখণ্ড অবসর। কোনো-কোনো ছেলের আবার এই ছুটিতে সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা। কত মাস ধ'রে ক্লাসের মধ্যে পড়াশুনোর ফাঁকে-ফাঁকে এই সমুদ্র-পাড়ির প্রত্যাশায় উদাস হ'য়ে গিয়েছে তাদের চোখ, কতদিন তারা এরই প্রতীক্ষায় তন্ময় হ'য়ে রয়েছে ইশকুলে। অন্য ছেলেদের ঈর্ষার কারণ হ'য়ে উঠেছিলো: আহা, এই ছুটিতে ওরা নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপের চারধারে একটা ছোটো জাহাজে ক'রে ঘুরে দেখবে। ছেলেদের অভিভাবকেরা দেড় মাসের জন্য একটা স্কুনার ভাড়া করেছেন। স্কুনারটা ইশকুলেরই একটি ছেলের বাবার—ক্যাপটেন উইলিয়াম গারনেটের।

এই ভাগ্যবান ছেলেদের মধ্যে যেমন ইশকুলের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছেলে ছিলো, তেমনি ছিলো একেবারে নিচু ক্লাসের ছেলেও। বয়েস তাদের আট থেকে চোদ্দর মধ্যে। ব্রিয়াঁ আর জাক দুই ভাই, তারা আসলে ফরাশি, আর গরডন মারকিনি, এছাড়া আর সবাই ইংরেজ।

যে-জাহাজে ক'রে ছেলেরা ঘুরে বেড়াবে ব'লে ঠিক হয়েছিলো, সেটি একটি পালতোলা 'স্কুনার'-জাতীয় জাহাজ। একদা অবিশ্যি এই জাহাজ অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড আর তাসমানিয়া দ্বীপের চারদিকে অনেক টহল দিয়েছে, এমনকি টরেস প্রণালী পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। সেকেলে ধরনের হ'লেও জাহাজটি কিন্তু খুব মজবুত। জাহাজের জন্যে একজন কাপ্তেন, দু-জন মেট, ছ-জন নাবিক আর একজন বাবুর্চি ঠিক করা হয়েছিলো। আর ফাইফরমাস টুকিটাকি কাজ সারবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলো আমাদের পূর্বপরিচিত বালক ভৃত্য মাওরি মোকোকে।

সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে যাত্রার দিন ঠিক হ'লো ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ। সেদিন সকালবেলায় অকল্যাণ্ড থেকে জাহাজ ছাড়বে। তাই আগের দিন সন্ধেবেলায় জাহাজের কাপ্তেন, মেট আর নাবিকেরা বিশ্বস্ত মোকোর হাতে জাহাজের ভার রেখে শহরে গিয়েছিলো একটু আমোদপ্রমোদ ও ফুর্তি করতে। পরদিন ভোরবেলায় ফিরে এসে তারা জাহাজ ছাড়বে। এদিকে অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে ও কাপ্তেনের অনুমতি নিয়ে চোদ্দটি ছেলে আগের দিন বিকেল-বেলাতেই জাহাজে এসে চড়েছিলো। ঠিক হয়েছিলো, তাদের অভিভাবকেরা পরদিন ভোরবেলায় এসে অভিযানে যোগ দেবেন।

সঙ্গে কোনো বয়স্ক অভিভাবকও নেই, কাপ্তেনও নেই, তাই ছেলেরা প্রাণভ'রে জাহাজের উপর হই-হল্লা শুরু ক'রে দিলে। মোকো জাহাজের লোক হ'লে কী হবে, তারও তো বয়েস খুব-একটা বেশি নয়, মাত্র চোদ্দ বছর, তাই সেও তাদের হুল্লোড়ে ও শোরগোলে যোগ দিতে ছাড়লে না। তাছাড়া জাহাজটা তো একটা বয়ার সঙ্গে খুব মজবুত ক'রে বাঁধা আছে, কাজেই ভয়ের আর কী?

রাত দশটা অবধি ছেলেরা জাহাজের উপর নৃত্য, হট্টগোল, লম্ফঝম্প ও চীৎকার ক'রে অবশেষে নেহাতই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সেলুনের আলো নিভিয়ে যে-যার বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, আর ক্লান্তি ও উত্তেজনার দরুন যেমনি শোয়া অমনি ঘুম। মোকো কেবল একবার বাইরে এসে চারদিক ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুতে গেলো। যদিও বেশ একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছিলো, তবু আশঙ্কার কিছুই ছিলো না।

তারপরে যে কী হয়েছিলো, তা আর কেউ জানে না। কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ জাহাজের দড়ি ছিঁড়ে যায়, আর বাতাসের টানে জাহাজ বন্দরের বাইরে এসে পড়ে। গভীর অন্ধকার রাত্রি, তার উপর তীব্র ঝোড়ো হাওয়া,

এদিকে জোয়ারও তখন হু-হু ক'রে কমে যাচ্ছে : এমন সব অনুকূল অবস্থার আবেষ্টনে পড়ে যে জাহাজ সারারাত সমুদ্রে ভেসে চললো, তা তার ঘুমন্ত আরোহীরা জানতেও পারেনি।

প্রথমে ঘুম ভেঙেছিলো মোকোর। ব্যাপার দেখে তার তো চোখ প্রায় কপালে ওঠে আর কি! জাহাজ যে কোথায়, কতদূরে এসে পড়েছে, তা সে কিছুই হদিশ করে উঠতে পারলে না। কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষকালে সে ছেলেদের ডেকে তুললে। কিন্তু তারাই বা কী করে? সেই অন্ধকার রাত্রে ঝড়-ওঠা মাঝ-দরিয়ায় কে কোথায় আছে যে সাহায্য করবে? তখন তারা নিউজীল্যাণ্ড থেকে অনেক মাইল দূরে চলে এসেছে। হতভম্ব যাত্রীদের নিয়ে জাহাজ সোজা পুবদিকে ভেসে চললো অভিশপ্তের মতো।

আকাশে বেশ গাঢ় মেঘ জমে উঠেছে ততক্ষণে; ঝোড়ো হাওয়া পরিণত হয়েছে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে, চারদিকে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। দিনের বেলাতেও চারদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়ে গেলো : ঘন মেঘের আবরণে আকাশের মুখও ঢাকা পড়ে গেছে।

বিপদের সময়েই মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়, সময়ই উদ্ঘাটিত করে মুহূর্তের মানুষের পরিচয়। সবাই যখন ভীত ও হতভম্ব, তখন ব্রিয়াঁই চটপট কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলো। মুহ্যমান হয়ে বসে না-থেকে সে মোকোর সাহায্যে মাস্তলে পাল টাঙিয়ে জাহাজের গতি ঠিক করে রাখার চেষ্টা করলে। ব্রিয়াঁ বুদ্ধি করে এ-সব না-করলে জাহাজটা হয়তো ওই ঝড়ের পাল্লায় পড়ে একেবারে ডুবে যেতো।

কেবল যে হাল ধ'রে, পাল টাঙিয়ে, জাহাজ চালনার ব্যবস্থা করেই ব্রিয়াঁ ক্ষান্ত হ'লো তা নয়, কাগজে সমস্ত বিবরণ লিখে অনেকগুলো বোতলের মধ্যে ভরে ভালো করে ছিপি এঁটে জলে ভাসিয়ে দিলে। যদি একটা বোতল কারু হাতে গিয়ে পড়ে, যদি সেই খবর পেয়ে কোনো জাহাজ তাদের হদিশ পায় ও উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে আসে! কিন্তু সেই অথই অপার মহাসমুদ্রের মধ্যে ওইটুকু ছোটো বোতল আর কারই বা চোখে পড়বে!

এই ঝড়ের মধ্যেই এ-রকমভাবে সীমাহীন মহাসমুদ্রে তাদের দিন-রাত্রি কেটে গেলো।

ওদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় যখন জানা গেলো যে জাহাজখানা যেন কেমন ক'রে অকল্যাণ্ড ছেড়ে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়েছে, এবং জাহাজে

একজনও অভিজ্ঞ নাবিক বা বয়স্ক মানুষ নেই, তখন সেখানকার সকলের মনের অবস্থা কী রকম হ'য়ে উঠলো, তা বেশ সহজেই অনুমান করা যায়।

তক্ষুনি বেতারে চারিদিকে খবর পাঠানো হ'লো, কত জাহাজ নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের সন্ধানে সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়ালো, কিন্তু সব চেষ্টাই মিথ্যে হ'লো যখন একের পর এক দিন কেটে গেলেও কেউই সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কোনো খবর আনতে পারলে না। ছেলেদের অভিভাবকদের এটা বুঝতে আর বাকি রইলো না যে সমুদ্র নিশ্চয়ই এতদিনে তাদের গ্রাস ক'রে নিয়েছে।

দিনের পর দিন কেটে গেলো, তবুও কোনো দিক থেকে তাদের কোনো খবর এলো না। শেষকালে সকলেই তাদের আশা ছেড়ে দিলে। দু-মাস পরে যখন চারম্যান বোর্ডিং স্কুল আবার খুললো তখন সেই চোদ্দটি ছেলে আর ক্লাস-ঘরে ফিরে গেলো না।

ডাঙায়

ধু-ধু করে বালুরাশি।

ঝাঁকুনি সামলে উঠেই ছেলেরা হুড়মুড় করে সেই সুদূরবিস্তৃত বেলাভূমির উপর নেমে পড়লো। মাটিতে পা দিয়েই ছোটোরা তো প্রথমে ধেই-ধেই ক'রে উঠলো, এতো দিন জল দেখে-দেখে তারা রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো। একটু যারা বড়ো কেবল তারাই মাটির উপর নেমে চারদিক ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

কোনো দিকেই জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই—এমনকি জংলিদের কুঁড়েঘর পর্যন্ত দেখা গেলো না কোথাও। পাহাড়ের তলায় কিংবা গাছের নিচে—কেউ যে কোনোদিন এ-সব জায়গায় ছিলো, তা পর্যন্ত মনে হ'লো না। অনতিদূরেই দেখা গেলো একটি নদীর মোহানা, জোয়ারের জলে টইটুম্বুর ও আবর্তমান। কিন্তু সেখানেও না-আছে কোনো নৌকো, না বা কোনো ছোটো ডিঙি। এমনকি বেলাভূমির সোনালি বালির উপর কারু কোনো পায়ের ছাপ পর্যন্ত দেখা গেলো না। দূরে-কাছে কোথাও ধোঁয়ার চিহ্নটুকুও নেই—অন্তত যা দেখে বোঝা যেতো যে এখানে না হ'লে দূরে কোনোখানে নিশ্চয়ই মনুষ্যবসতি রয়েছে।

এই অবস্থায় তাদের কর্তব্য কী, ব্রিয়াঁ আর গরডন প্রথমে তাই নিরূপণ করার চেষ্টা করলে। পরামর্শ করে সব স্থির ক'রে নেয়া উচিত। গরডনকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখে ব্রিয়াঁ কিঞ্চিৎ ভরসা দেবার চেষ্টা করলে, 'না-হয় এ-অঞ্চল জনহীন, কিন্তু তাতে হয়েছে কী? এখানে আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট রসদ রয়েছে—আছে প্রচুর খাদ্য ও গুলিবারুদ। অতএব আপাতত এ-সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভাবনা নেই। বরং এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মাথা গোঁজবার মতন একটা আশ্রয় ঠিক করা। তারপর ধীরেসুস্থে সরেজমিন তদন্ত ক'রে না-হয় দেখা যাবে আমরা পৃথিবীর কোন জায়গায় এসে উঠেছি। যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তাহ'লে এখনও আমাদের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি এটা সত্যি-সত্যি একটা দ্বীপই হয় এবং এখানে যদি কোনো মনুষ্যবসতি না-থাকে, তাহ'লে তা নিয়ে আপাতত ভাবিত হওয়ার কিছু দেখছি না। উপর্যুপরি এতগুলো বিপদের হাত থেকে যখন রেহাই পেয়েছি, তখন এত শিগগির আমরা মরবো না নিশ্চয়ই—এ তো আর ভীষণ সমুদ্র নয়, ডাঙা, পায়ের তলায় অন্তত শক্ত মাটি আছে। একটা উদ্ধারের পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

সবাই মিলে আলোচনা ক'রে প্রথমে স্থির করা হ'লো—যতদিন না দ্বীপের উপর একটা কোনো ভালো আশ্রয় মিলছে, ততদিন তারা জাহাজেই থাকবে। জাহাজটা যদিও অল্প কাত হ'য়ে পড়েছে, তবু তাতে অসুবিধের কিছু নেই। ডেকের সামনের দিকটা উড়ে গেছে বটে, কিন্তু সেলুনের ভিতরটা তখনও রীতিমতো মজবুত ছিলো। জাহাজের মালপত্তরও আর কষ্ট ক'রে দ্বীপে ব'য়ে আনতে হবে না এখন। জাহাজে জিনিশ তো আর নেহাত কম ছিলো না! এতজন লোকের প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে যা-কিছু দরকার হ'তে পারে, সবই তাতে মজুত করা ছিলো। খাদ্য ছিলো যথেষ্ট পরিমাণ ও নানা ধরনের—টিনে-ভরা নোনা মাংস, বিস্কুট, কিছু ফলমূল, আরো কত কী। তাছাড়া জামা-কাপড়, আসবাবপত্র, বাসনকোশন, অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, বারুদ, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্তর প্রভৃতি কোনো জিনিসেরই অভাব নেই। শক্ত মাটিতে ঠোক্কর খেয়ে জাহাজটার এখন যে-দশা হয়েছে, তাতে তাকে আর সমুদ্রে ভাসানো যাবে না সত্যি, কিন্তু এখনও অনেকদিন এটা বাসের উপযোগী থাকবে। উঠতে-নামতে যাতে কোনো কষ্ট না-হয়, সেইজন্য একটা দড়ির মই তারা ব্যবহার করলো। মোকোর উপর দেয়া হ'লো রান্নাবান্নার ভার। আর চীফ-বাবুর্চি মোকোকে সাহায্য করার জন্য নিজে থেকেই এগিয়ে এলো বাক্সটার, বললে যে রান্নার

ব্যাপারে সে তাকে সাহায্য করতে পারবে। বাড়িতে সে দিদির কাছে হরেক রকম সৌখিন ও সুখাদ্য তৈরি করতে শিখেছিলো।

এইসব আলোচনার মধ্যে আস্তে-আস্তে সকলেরই মনের ভার হাল্কা হ'য়ে যাচ্ছিলো। আগের মতো ভয় আর উত্তেজনার সেই টান-টান ভাবটা আর ছিলো না, বরং সকলেই বেশ হাসিখুশি ও উল্লসিত। কে জানতো যে তারাই 'স্যুইস ফ্যামিলি রবিনসন' বা 'রবিনসন ক্রুসো'র মতো একটা দ্বীপে গিয়ে এমনভাবে দিন কাটাবে? কিন্তু এদের মধ্যে কেবল একজনের মুখেই কোনো হাসির রেখা ফুটলো না, সে ব্রিয়াঁর ছোটো ভাই, জাক।

আস্তে-আস্তে রাত ক'রে এলো। আজ কতদিন তারা নির্ভাবনায় ঘুমোতে পারেনি। আজ বেশ তাজা ও হালকা লাগছে, চটপট খেয়ে নিয়ে তারা যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে ঘুমোতে যেতে সাহস করলে না। ছোটোরা শুতে গেলে পর ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান পালা ক'রে রাত জেগে পাহারা দিতে লাগলো। কে জানে অজানা জায়গায় কখন কী বিপদ আসে!

রাতটা কিন্তু নির্বিঘ্নেই কেটে গেলো। ভোরের আলো দেখা দিতেই ঘুম ভেঙে গেলো সকলের। আর সকাল হ'তেই ওদের কাজকর্ম শুরু হ'য়ে গেলো: এখন ওদের কাজের আর অন্ত নেই। প্রথমে জাহাজের সব জিনিশের একটা তালিকা তৈরি ক'রে নেয়া উচিত—কী-কী আছে না আছে, তা জানা থাকা ভালো। কত জিনিশ রয়েছে জাহাজে, কত বিচিত্র যন্ত্রপাতি। আশা করা যায় সহজে কোনো কিছুর জন্যেই তাদের কষ্টে পড়তে হবে না। অভাব হবে শেষ পর্যন্ত শুধু খাদ্যের। ভাঁড়ারে যতই জমা থাক, তাতে নিশ্চয়ই খুব বেশি দিন চলবে না—অথচ এখানে যে কতদিন তাদের কাটাতে হবে কে জানে!

খাদ্যের প্রসঙ্গ উঠতেই গরডন একবার জাহাজের খাবার-দাবারের পুঁজি দেখে বললে, 'এ-সব খাবারে এখন আমাদের হাত দিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং পাহাড়ের ফাটলে একবার পাখির ডিমের সন্ধান ক'রে দেখলে মন্দ হয় না। এ-খাবার যতক্ষণ পারা যায় স্পর্শ না-করাই উচিত আমাদের—কখন কোন কাজে লাগবে কে জানে।'

গরডনের কথা শুনে ইভারসন একেবারে নৃত্য ক'রে উঠলো। 'ঠিক কথা! চলো, এক্ষুনি পাহাড়ে গিয়ে পাখির ডিম যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি।'

সারভিস আবার আরো সেয়ানা। সে বললে, 'নদীতে ছিপ ফেলে ব'সে

যাই বরং—কী বলো! জাহাজে তিন-চারটে ছিপ আছে, আমি দেখেছি। তোমাদের মধ্যে কে-কে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে বলো।'

সারভিসের কথায় ডোল, কোস্টার প্রভৃতি কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি যাবো, আমি যাবো!'

কিন্তু ব্রিয়াঁ সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'এখন অমন খেলা করতে গেলে চলবে না। যারা সত্যি-সত্যি মাছ ধরতে পারবে, তারাই শুধু মাছ ধরতে যাবে। আপাতত বরং সমুদ্রতীর থেকেই কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে আনা যাক। এই দ্বীপের ঝিনুকই আমাদের প্রথম খাদ্য হোক—ঝিনুক কুড়োতে হ্যাঙ্গামাও নেই বিশেষ, খেতেও খুব মুখরোচক।'

এ-কথা শুনে ছোটোরা হৈ-হৈ ক'রে সমুদ্রতীরে ঝিনুক কুড়োতে ছুটলো।

ইতিমধ্যে বড়োরা বসে-বসে জাহাজের জিনিশপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রে ফেললো। দরকার হ'লে যাতে চটপট খুঁজে পাওয়া যায়, সেইজন্য জিনিশগুলো কোথায়-কোথায় আছে, তাও পাশে লিখে রাখতে ভুললো না। ব্যারোমিটার, কম্পাস, স্টর্মগ্লাস প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছাড়া জাহাজে ছোটো-বড় পাল ছিল অনেকগুলি। তাছাড়া রশি ও দড়িরও কোনো অভাব ছিলো না। আর ছিলো লোহার কাঁটা-তার, নদীতে মাছ ধরার জন্যে তিনটে ছিপ, আর সমুদ্রের গভীর জলে মাছ ধরবার জন্যে সরু তার। আগ্নেয় অস্ত্রের মধ্যে ছিলো আটটা পাখি-মারা বন্দুক, বুনো জানোয়ার শিকার করার জন্যে একটা রাইফেল, তাছাড়া ছিলো বারোটা রিভলভার। টোটা ছিলো তিনশোরও বেশি, বারুদ ছিলো দুই পিপে; আর শিশের গুলি ছিলো অসংখ্য। এছাড়া রাতের অন্ধকারে বা কুয়াশায় নিশানা দেবার জন্য হাউইও ছিলো কতকগুলো।

আরো দুটি জিনিশ ছিলো—দুটো সুন্দর পেতলের কামান আর তাদের উপযোগী গোলা। ঝড়ের মধ্যে বা রাতের বেলায় সংকেত জানাবার জন্য ব্যবহার করা হ'তো কামানদুটি—কিন্তু এখন অবিশ্যি সে-সবের আর প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি এটা কোনো অজ্ঞাত দ্বীপ হয়, আর যদি এখানে জংলিদেরই বাস থাকে, তাহ'লে ভবিষ্যতে জংলিদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় হয়তো কামানদুটি কাজে লাগবে।

দুপুরবেলায় সারভিস, ডোল আর কোস্টার প্রচুর ঝিনুক কুড়িয়ে ফিরে এলো। এসেই উত্তেজিতভাবে হাত-পা নেড়ে তড়বড় ক'রে যা বললো, তার সারমর্ম হ'লো এই যে, ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে তারা অনেক বুনো পায়রা দেখে

এসেছে। তাদের কথা শুনে ব্রিয়াঁ বললে, 'বেশ ? একদিন গিয়ে দেখে আসা যাবে। এইসব পাহাড়ি কবুতরের ডিম খেতে মন্দ হবে না।'

ডোনাগান বললে, 'আর দু-চারটে কবুতর গুলি ক'রে মারলেই হবে।'

'কিন্তু,' বললে গরডন, 'তাদের বাসা থেকে ডিম আনা কী কষ্টকর হবে, সেটা কেউ ভেবে দেখেছো ? পাহাড়ে উঠে ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে তাই ধ'রে নেমে পাহাড়ের ফাটল থেকে ডিম আনতে হবে। এইসব পাখি থাকে পাহাড়ের মাঝামাঝি।'

'তা আমি জানি,' বললে ডোনাগান, 'তবু গোটা-কয়েক পাখি শিকার ক'রে আনলেই হয়। ক্রস, ওয়েব, আর উইলকক্স—তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে ?'

ওরা যাবার উদ্যোগ করতেই ব্রিয়াঁ বললে, 'ডোনাগান, বেশি গুলি নষ্ট কোরো না যেন। গোটা চারেক পাখি মারলেই হবে।'

এমন সময় মোকো এসে সংবাদ দিলে, 'রান্না তৈরি। তোমরা সবাই খাবে এসো।'

অগত্যা তখন পাখি মারার প্রস্তাব স্থগিত রেখে সবাই মিলে খেতে চললো। খেতে ব'সে সকলের কী খুশি, যেন পিকনিকে এসেছে। জাহাজের ডেকের উপর সার বেঁধে ব'সে নানা কথা বলতে-বলতে সবাই মিলে হল্লা করে খাওয়া শুরু করলো।

জাহাজের জিনিসপত্তর ঠিক ক'রে রাখতে-রাখতেই বিকেলটা কেটে গেলো। সারভিস, ইভারসন, ডোল আর কোস্টার ছিপ নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেলো। সন্ধ্যার আগেই তিনটে বড়ো-বড়ো মাছ নিয়ে জাহাজে ফিরলো ওরা। রাত্তিরে সবাই পেট ভরে সেই তাজা মাছভাজা খেয়ে বিছানায় শুতে গেলো। ওয়েব আর উইলকক্স দু'জনে পালা ক'রে সারারাত পাহারা দিলে—যদিও এ-যাবৎ ডাঙায় কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়নি, তবু কখন কী হয় বলা তো যায় না।

গরডন, ব্রিয়ঁা আর ডোনাগানের মনে এখন দিনরাত কেবল একটাই প্রশ্ন : এটা কি কোনো দ্বীপ, না মহাদেশ ?

বুদ্ধিতে ও বয়েসে এই তিনজনই দলের মধ্যে যা একটু বড়ো। তাই এই তিনজনই কেবল ভবিষ্যতের ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে থাকতো। গাছপালার চেহারা আর আবহাওয়ার রকমশকম দেখে তারা এটা বুঝেছিল যে দ্বীপই হোক আর মহাদেশই হোক—জায়গাটা যে আদৌ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত নয়, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকা উচিত নয়। সম্ভবত জায়গাটা নিউজীল্যাণ্ডের চেয়ে আরো নিচে দক্ষিণ মেরুর কাছে কোথাও অবস্থিত।

শেষকালে ব্রিয়ঁা একদিন পরামর্শ দিলে, 'চলো, একদিন আমরা তিনজনে পাহাড়ের উত্তর দিকটা ঘুরে আসি। ওদিকে একটা অন্তরীপের মতো আছে—জাহাজ থেকে আমি তা দেখতে পেয়েছিলুম। তখন মনে হয়েছিলো অন্তরীপের পাহাড়টা অন্তত তিনশো ফুট উঁচু হবে।'

কিন্তু বৃষ্টি আর কুয়াশার উৎপাতে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের আর এই পরিকল্পনা কাজে খাটানো হ'য়ে উঠলো না—বেশ কিছুদিন আর জাহাজ থেকে বেরুতে পারলে না তারা। অভিযানে না-বেরুলেও অবশ্য এদিকে তাদের এটা-ওটা কাজের অন্ত ছিলো না। এরই মধ্যে অবিশ্যি ফাঁক পেলেই বা মেঘ স'রে গেলেই ডোনাগান তার তিন শাগরেদকে নিয়ে দু-বেলা বন্দুক নিয়ে বুনো পাখি মারতে যেতো। দ্বীপের উপর প্রচুর বুনো পায়রা থাকে—খেতেও বেশ সুস্বাদু।

একদিন মাছ ধরতে গিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। ছেলেরা সেদিন মোহানার কাছে মাছ ধরতে গিয়েছিলো। সারা সকাল আর দুপুর ধ'রে একটানা বৃষ্টি হবার পরে বিকেলের দিকে আকাশ তখন দিব্বি পরিষ্কার। ডোনাগানের দল গেছে পায়রা শিকারে। জাহাজের কাজে ব্যস্ত শুধু ব্রিয়ঁা, গরডন, বাক্সটার আর মোকো।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে ছেলেদের শোরগোল ভেসে এলো। হঠাৎ অমন চ্যাচামেচি শুনে ব্যাপার কী দেখবার জন্যে ব্রিয়ঁারা নদীর দিকে ছুটে গেলো। ওদের দেখেই জেনকিন্স চীৎকার ক'রে উঠলো, শিগগির দেখবে

এসো, ইভারসন কেমন ঘোড়ায় চড়েছে! শিগগির ছুটে এসো, নইলে ঘোড়া এখুনি জলে পালাবে—সমুদ্দুরের ঘোড়া কিনা!'

কাছে এসে ব্রিয়াঁরা ছাখে, কোস্টার আর ইভারসন কী-একটা জানোয়ারের পিঠের উপর চেপে বসেছে, আর জানোয়ারটাও ধীরে-ধীরে সমুদ্রের দিকে যাবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। আরো কাছে এসেই ব্যাপারটা তাদের কাছে স্পষ্ট হ'লো। জানোয়ারটা আর কিছুই নয়—একটা অতিকায় সমুদ্দুরের কাছিম। ইভারসন আর কোস্টার তার পিঠে বসে শক্ত ক'রে তাকে আঁকড়ে আছে, আর অন্য ছেলেরা একটা মস্ত দড়ি কাছিমটার মুখের দু-পাশ দিয়ে লাগামের মতো ক'রে ওটাকে টেনে রাখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কার সাধ্যি ওটাকে থামায়! সেই অতিকায় কাছিম অনায়াসে ছেলেদের টেনে নিয়ে চললো।

ব্রিয়াঁর মনে হ'লো এই কাছিমটাকে পাকড়াও করলে মন্দ হয় না—অন্তত কয়েকদিনের জন্য আর-কোনো খাদ্যের ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এই অতিকায় সমুদ্দুরের ঘোড়াকে কী ক'রে ধরা যায়? গুলি ক'রে মারবার চেষ্টা করলেও তার কিছু হবে না। পাথরের মতো শক্ত আর নিরেট তার খোলা।

'কী করে কাছিমটাকে আটকানো যায়, গরডন?' ব্রিয়াঁ জিগেস করলো।

গরডনের মাথায় কিন্তু ততক্ষণে একটা মতলব খেলে গেছে। সে বললে, 'ওটাকে ধরবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওটাকে উল্টে চিত ক'রে ফেলা।'

'কিন্তু অত বড়ো দশাসই আর ভারি জন্তুকে উল্টে ফেলবেই বা কী ক'রে?' জিগেস করলো সারভিস, 'ওজনে এটা হয়তো দশ মণ হবে—যা বিরাট দেখতে!'

'উল্টে ফেলা হয়তো যাবে,' বললে ব্রিয়াঁ। 'শিগগির কতগুলো বাঁশ নিয়ে এসো। যাও, দেরি কোরো না।'

মোকো আর সারভিস জাহাজ থেকে বাঁশ আনতে ছুটলো। সমুদ্র তখন মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে। ব্রিয়াঁ আর দেরি না ক'রে চটপট ছুটে গিয়ে ইভারসন আর কোস্টারকে নামিয়ে নিলে—তারপর সবাই মিলে প্রাণপণে দড়ি ধ'রে টান লাগালে। অতগুলো ছেলে মিলে টান দিচ্ছে, তবু সেই কচ্ছপমশাই নির্বিকারচিত্তে অবলীলাক্রমে একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলো—এই অদ্ভুত টাগ-অভ-ওয়ারে তার যে আদৌ হারবার সম্ভাবনা আছে, তা মোটেই মনে হ'লো না, বরং সবাইকে টেনে নিয়ে সে চললো। আর বুঝি রাখা যায় না, কচ্ছপটা বুঝি জিতেই গেলো! এমন সময় মোকো আর সারভিস হাঁপাতে হাঁপাতে বাঁশ নিয়ে এসে হাজির। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় শেষকালে

অনেক কষ্টে তাকে চিত করা গেলো, আর চিত ক'রে ফেলতেই তার সব প্রতিরোধের অবসান হ'লো। চিতপাত কচ্ছপটা তার বেচারিমতো মুখ বার ক'রে চার পা শূন্যে তুলে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

মোকো বললে, 'এই কচ্ছপের মাংস ভারি মিষ্টি আর নরম। চলো, আজ তোমাদের রেঁধে খাওয়াবো।'

হাতে কুড়ুল ছিলো, কাজেই কচ্ছপ-শিকারে আর কোনো অসুবিধে হ'লো না।

ওরা ঠিক করলে, সবটুকু মাংসই নিয়ে যাবে। নুন মাখিয়ে রেখে দিলে ভবিষ্যতে খাবারের অভাব হবে না। কিন্তু অত বড়ো কচ্ছপটা তো আর আস্ত ব'য়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই সেটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে সবাই মিলে হই-হই করতে-করতে জাহাজে ফিরে এলো। সারভিস অবিশ্যি বেশি অতিরঞ্জন করেছিলো—দশ মণ নয়, মণ চারেক হবে হয়তো কচ্ছপটা। কিন্তু তাই বা নেহাত কম কী?

দেখতে-দেখতে এপ্রিল মাস এসে গেলো।

ঝড়বাদলও অনেকটা কমে এসেছে ইতিমধ্যে, আগের মতো আর একটানা দিবারাত্রি বর্ষণ নেই। ব্যারোমিটারের পারদও অনেকটা উঠেছে। আশা করা যায় এখন আর কিছুদিন তেমন প্রবলভাবে ঝড়বৃষ্টি হবে না। আর এটাই সুযোগ: এরই মধ্যে যেমন করেই হোক শীত আসবার আগে মাথা গোঁজবার মতো একটা আশ্রয় তাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

সেদিন ডোনাগান বললে, 'চলো ব্রিয়ঁা, কাল আমরা কজনে গিয়ে পুব-দিকটা নিরীক্ষণ ক'রে আসি। বনের মধ্য দিয়ে বেশ শর্টকাট ক'রে যাওয়া যাবে, অতটা ঘুরতে হবে না।'

ব্রিয়ঁা ঘাড় নাড়লে, 'বেশ, চলো।'

গরডন তাদের পরিকল্পনা শুনে বললে, 'তোমরা যদি কাল সকালে যাত্রা করো, তাহ'লে নিশ্চয়ই কাল সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরবে?'

'তা না-ফিরতেও পারি,' জানালে ব্রিয়ঁা, 'কোনো কারণে যদি দু-দিন দেরিও হয়, তাহ'লে তোমরা যেন খামকা ভেবে মোরো না।'

সঙ্গে দিন-চারেকের উপযোগী খাবার নিয়ে ব্রিয়ঁা, ডোনাগান, সারভিস আর উইলকক্স পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিলে। চারটে রিভলভার, কিছু গুলিগোলা, দুটি কুড়ুল—এইসব নিয়ে তারা রীতিমতো

সশস্ত্র হয়েই অভিযানে বেরোলো। সঙ্গে আরো নিলে একটা কম্পাস ও একটা শক্তিশালী দুরবিন। উপরন্তু সঙ্গে চললো কুকুর ফ্যান।

সেদিন আকাশ ছিলো স্বচ্ছ, নীল ; হালকা শাদা মেঘ ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছে মন্দমধুর বাতাসে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই এই চতুরঙ্গ বাহিনী সমুদ্র-তীরের পাথরগুলো পেরিয়ে সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মস্ত সব গাছের ডালপালা মাথার উপরে : কত রকমের পাখির কাকলি আর কত ধরনের ছোটো-ছোটো বুনো জানোয়ারের ভীত চকিত ও বিস্মিত চলাফেরার শব্দ। গোড়ার দিকে ফ্যান কোনো জানোয়ার দেখলেই নিশানের মতো ল্যাজ তুলে ঘেউ-ঘেউ ক'রে তাড়া ক'রে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু শিকার নয়, সেইজন্যে দেরি হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ফ্যানকে তারা নিরস্ত করলে। তাদের ইচ্ছে প্রথমে অন্তরীপের সেই পাহাডটার ওদিকে পৌঁছে পুব দিকে একেবারে সমুদ্রতীর অবধি যাওয়া। এতে অবিশ্যি অনেকটা ঘুরে যেতে হবে, কিন্তু সব মিলিয়ে তাতে এই অঞ্চলটার একটা স্পষ্ট ছবিও পাওয়া যাবে।

ডালপালা সরিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে অবশেষে তারা একটা ছোটো পাহাড়ের কাছে পৌঁছলো। ঘুরে পাহাড়টার পাশ কাটিয়ে না-গিয়ে তার উপরে ওঠাই তারা সমীচীন ব'লে স্থির করলে। কারণ সেখান থেকে চারদিকে তাকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে।

অনেক কষ্টে শেষকালে তারা পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠলো। ডোনাগান চোখে দুরবিন লাগিয়ে চারদিক নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে। কই, আশেপাশে কোথাও সমুদ্রের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—কেবল পিছন দিকে তাকালে প্রবাল-প্রাচীরের পাশে জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। উইলকক্সও দুরবিন লাগিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু না, কাছাকাছি কোথাও সমুদ্র আছে ব'লে মনে হ'লো না।

'কিন্তু এটা ঠিক যে কোনো মহাদেশের অংশ, তা আমার মনে হয় না, উইলকক্স। নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও সমুদ্র আছে—আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এটা একটা ছোটো দ্বীপ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশান্ত মহাসাগরে তো কত ছোটো দ্বীপ আছে, তার সবগুলিই যে মানচিত্র বা ভূগোল বইতে আছে, তা নয়। এটা হয়তো তেমনি কোনো অজ্ঞাত দ্বীপ।' ব্রিয়ঁা চিন্তিত স্বরে তার অভিমত ব্যক্ত করলে, 'বরং এসো, সামনের জঙ্গলটা পেরিয়ে যাই—সোজা পুবদিকে গেলে আমরা নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখতে পাবো। আমার তো অন্তত তাই বিশ্বাস।'

'সেই ভালো,' সারভিস এ-কথায় সায় দিলে, 'আরেকটু এগিয়ে গিয়ে

দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে বনের মধ্যে ঢোকবার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার, নইলে পা দুটো আর চলতে চাইবে না।'

তখন সবাই পাহাড় থেকে নেমে প্রথমে পেট ভ'রে সেই নুন-মাখানো কচ্ছপের মাংস খেয়ে নিলে, তারপর একটু বিশ্রাম ক'রেই আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এবার একেবারে সোজাসুজি পুব দিকে যেতে হবে।

এতক্ষণ পাহাড়ি রাস্তায় চলতে তাদের তেমন কষ্ট হয়নি, কিন্তু এখন বনের মধ্যে চলতে তাদের রীতিমতো কষ্ট হ'তে লাগলো। ঝোপঝাড় নিবিড় ও ঘন, কোনো রাস্তা নেই ব'লে এই বন্ধুর জমির উপর দিয়ে কখনো মাথা নুইয়ে, কখনো ডালপালা সরিয়ে, কখনো-বা কুড়ুল দিয়ে ঝোপঝাড় সাফ ক'রে যেতে তাদের কেবল অনেক সময়ই লাগলো না, বেশ অসুবিধেও হ'তে লাগলো।

শেষকালে সেই ঘন ঝোপ যখন পেরিয়ে এলো তখন সন্ধে ক'রে এসেছে। এখানে ঝোপঝাড় অনেক কম, গাছপালারও ততটা ঠেশাঠেশি ভিড় নেই; একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বেছে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে জড়ো ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে তারা। এই আগুনের কুণ্ডের পাশেই সারা রাত কাটাবে তারা—ভোরবেলায় আবার ছোটোহাজরি সেরে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবে।

পরদিন বেলা দুটোর সময় তারা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলো—সেখান দিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে। বড়জোর হাঁটু-জল নদীতে, কিন্তু স্বচ্ছ যেন কাঁচ—এত টলটলে! তাকালে নিচের নুড়ি-পাথর দেখা যায়। পাহাড়ি নদী ব'লেই হোক কিংবা নিচে রাশি-রাশি পাথর ব'লেই হোক, এইটুকু ছোটো নদীর স্রোত কিন্তু বেশ প্রখর।

নদীর পাড় ধ'রে তারা খুব সহজেই অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এলো। কিন্তু একটা জায়গায় এসে তারা যখন দেখলে যে কে যেন নদী পেরোবার জন্যে জলের মধ্যে সারি-সারি বড়ো পাথর সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে, তখন তারা সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হ'য়ে পড়লো। প্রকৃতি ঠাকরুনের কি এতই দয়া যে কবে কোন কালে একদল ছেলে এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নেবে বলে তাদের সুবিধের জন্যে এখানে এ-রকম ভাবে নদী পেরোবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন? না কি এটা মনুষ্য নামক বুদ্ধিমান জীবের কাণ্ড? তবে কি এখানে মানুষ থাকে?

হঠাৎ এই পাথরগুলো দেখে তারা আরো সাবধান হ'য়ে গেলো। চোখ কান খোলা রেখে ভালো ক'রে চারপাশ দেখে-দেখে এগুতে লাগলো তারা।

কিন্তু সেদিনও সারাদিন অবিরাম হণ্টনের পর না দেখা গেলো সমুদ্র, না-

বা কোনো মনুষ্যমূর্তি। সন্ধেবেলায় সারাদিনের পথশ্রমে ও ধকলে তারা আত ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত তখন। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়ার মতো একটা আশ্রয় খুঁজতে লাগলো তারা।

বেশিক্ষণ অবশ্য খুঁজতে হ'লো না তাদের। একটুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো একটা প্রকাণ্ড গাছ—তার একটা মস্ত ডাল প্রচুর শাখাপ্রশাখা লতাপাতা নিয়ে মাটি পর্যন্ত এমনভাবে নুয়ে পড়েছে যেন সেটা একটা কুঁড়ে বাড়ি। এখানেই তারা সে-রাত্রির মতো আশ্রয় নেবে ব'লে স্থির করলে।

সকালবেলাটা সোনালি হ'য়ে দেখা দিলো। আকাশ ঝলমল করছে, চারদিক জ্যোতির্ময়। সবচেয়ে আগে ঘুম ভাঙলো সারভিসের। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে বসলো সে চটপট, তারপর ম্যাজমেজে ভাবটা কাটাবার জন্যে আস্তে-আস্তে সেই কুঁড়েবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো।

তারপরেই শুরু হ'লো তার চিৎকার: 'ব্রিয়ঁা, ডোনাগান, উইলকক্স! শিগগির এদিকে এসো!'

সকলে তাড়াহুড়ো ক'রে বেরিয়ে আসতেই উত্তেজিত সারভিস হাত-পা নেড়ে বললে, 'ওই ছাখো, সারা রাত আমরা কীসের তলায় কাটিয়েছি!'

সবাই তখন তাকিয়ে যে-দৃশ্য দেখতে পেলে, তাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে কারু কোনো বাক্যস্ফূর্তি হ'লো না—কিয়ৎক্ষণ অন্তত সবাইকেই স্তম্ভিত হ'য়ে থাকতে হ'লো। যার তলায় তারা রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, সেটা কোনো শাখাবহুল গাছ নয়, একটা ছোট্ট কুটির। এই অদ্ভুত কুটিরের হ'লো এই যে এর কোনো দেয়াল নেই। গাছের গায়ে ঠেকানো চালটা চারধারে ঢালু হ'য়ে নেমে গিয়েছে। আমেরিকায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা এই ধরনের ঘরে বাস করে। এই ধরনের কুঁড়েবাড়িকে তাবা বলে 'অ্যাজুপা'।

অবশেষে প্রথম মন্তব্য করলে ডোনাগান, 'দ্বীপে তাহ'লে লোক আছে!'

'আপাতত না-থাকলেও,' বললে ব্রিয়ঁা, 'অতীতে যে কখনও ছিলো সে-বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।'

'এইবার বোঝা গেলো,' উইলকক্স মন্তব্য করলে, 'নদীর উপর কেন অমনভাবে পাথর সাজানো রয়েছে।'

দস্তুরমতো চাঞ্চল্য বোধ করা সত্ত্বেও সেখানে আর দেরি না-করে তক্ষুনি আবার তারা রওনা হ'য়ে পড়লো। কয়েক ঘণ্টা হাঁটবার পর দেখা গেলো বনের চেহারা একটু পালটে গেছে, এখন আর আগের মতো তেমন বড়ো-বড়ো গাছ চোখে পড়ে না—কেবল মাথা-সমান উঁচু ঝোপঝাড়। একটু পরেই

সেই ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে তারা একটা বালুচরে এসে পৌছোলো। বালুচরের অল্প দূরেই এক তরঙ্গময় উত্তাল সমুদ্র তার অজস্র ফেনা নিয়ে বেলাভূমির উপর আছড়ে পরছে।

ব্রিয়ঁার অনুমানই তবে সত্যি হ'লো! জায়গাটা তাহ'লে কোনো মহাদেশের অংশ নয়, সত্যি-সত্যিই একটা দ্বীপ!

এক অর্থে উদ্ধারের আশা অনেক ক'মে গেলো বটে, তবে অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তির হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেলো! অন্তত তারা কোথায় আছে সে-সম্বন্ধে তাদের আর কোনো বিভ্রম রইলো না। থাক, শেষ পর্যন্ত এটা তো জানা গেলো তারা কোথায় এসে উঠেছে—তাদের তদন্ত তো আর ব্যর্থ হয় নি, তবে আর খামকা দেরি ক'রে কী লাভ?

অল্প একটু জিরিয়ে নিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরে যাবে ব'লে স্থির করলো তারা। হঠাৎ এমন সময় ব্রিয়ঁার চোখ পড়লো ফ্যান-এর দিকে। কুকুরটা হঠাৎ কী মনে ক'রে যেন সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটে চলেছে। ব্রিয়ঁার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সারভিস ঘুরে তাকিয়ে ফ্যানের কাণ্ড দেখে চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লো, ফ্যান, ফ্যান, এদিকে আয়!'

ফ্যান কিন্তু আদৌ তার হাঁকডাকে পাত্তা দিলে না, একেবারে সোজা জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ফ্যান যে কাণ্ড করলে, তাতে তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না: ফ্যান তীরে দাঁড়িয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে চকচক ক'রে জল খাচ্ছে! সমুদ্রের জল তো নোনা, ফ্যান তা কী করে পান করছে?

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই চারজনে অবাক হ'য়ে তীরে ছুটে গেলো। উইলকক্স এক আঁজলা জল নিয়ে মুখে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: 'এ কী কাণ্ড! সমুদ্রের জল এত মিষ্টি, এত পরিষ্কার হ'লো কেমন ক'রে?'

তখন অন্যরাও সেই জল পান ক'রে দেখলো—অতি পরিষ্কার, টাটকা, মিষ্টি জল। যে-সুবিস্তৃত জলরাশিকে তারা এতক্ষণ সমুদ্র ব'লে মনে করেছিলো, তা তবে সমুদ্র নয়, একটি দিগন্তবিসারী হ্রদ!

সঙ্গে-সঙ্গেই আবার তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হ'লো। দ্বীপ, না মহাদেশ সে-সম্বন্ধে এখনও কোনোভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল না। তাহ'লে আরো কিছু অনুসন্ধান না-ক'রে ফিরে যাওয়ার মানে হয় না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার তারা অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে ব'লে ঠিক করলো।

রাত্তিরটা এক জায়গায় কাটিয়ে পরদিন ভোর থেকেই আবার তাদের চলা শুরু হ'য়ে গেলো।

অনেকক্ষণ পরে একটা পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌছোলো তারা; ছোটো একটা নদীর কিনারা ঘেঁষে উঠেছে পাহাড়টা। নদীর দক্ষিণ পাড়ে মস্ত জলাভূমি—সেটা এত বড়ো যে তার কোনো কূলকিনারা দেখা গেলো না। নদী এখানে যেমন চওড়া, তেমনি গভীর।

ওরা অবিশ্যি পাহাড়টায় ওঠবার চেষ্টা করলে না, বরং তার পাশ কাটিয়ে অল্পক্ষণ পরেই একটি সমতল ভূমির উপর গিয়ে পৌছোলো আর এমনসময়েই হঠাৎ কী-একটা জিনিশ দেখতে পেয়ে সারভিস বিস্মিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

সকলে তাকিয়ে দেখলে, কতগুলো বড়ো-বড়ো পাথরের আড়ালে একটা জীর্ণ নৌকো প'ড়ে আছে। নদীর তীর থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়। বছরের পর বছর একটানা রোদে-বৃষ্টিতে প'ড়ে থেকে নৌকোটার আর-কিছুই অবশিষ্ট নেই। শ্যাওলা-লাগা কাঠগুলো প'চে জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে, কতদিন আগে যে নৌকোটা ব্যবহার্য অবস্থায় ছিলো তা পর্যন্ত তার এই দশা দেখে বোঝবার উপায় নেই।

ওই ভাঙা নৌকোটা দেখে ওদের মনের অবস্থা কী-রকম হয়ে উঠলো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের মনে হ'লো, কাছেই কোথাও নিশ্চয়ই বুনোরা ওৎ পেতে আছে, এই বুঝি হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে।

এদিকে ফ্যানের রকমশকমও হঠাৎ কীরকম অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছে। ঝোলা কান-দুটো খাড়া-খাড়া, ল্যাজটা নিশানের মতো শূন্যে তোলা, সমস্ত শরীরটা টান-টান। গরর্ গরর্ ক'রে চাপা গর্জন ক'রে একটু ছুটে যায় সে সামনে, পরক্ষণেই যেন ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসে তাদের কাছে—গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। হঠাৎ কেন সে অমন অদ্ভুত ব্যবহার করছে, তা তারা বুঝতে পারলে না।

এমন সময়ে হঠাৎ কাছের একটা পুরোনো বীচ গাছের গুঁড়ির উপর চোখ পড়লো ডোনাগানের। সেই গাছের গায়ে কে যেন ছুরি দিয়ে পরিষ্কারভাবে দুটি ইংরেজি হরফ খোদাই ক'রে রেখেছে, যেন কারু নামের আদ্য অক্ষর, আর তারই নিচে রোমান হরফে কতগুলো সংখ্যা খোদাই করা—সম্ভবত সালটা লিখে রাখা:

F. B.

1827

ভূতে-পাওয়ার মতো চারজনে সেই হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। ফ্যান কিন্তু তখনও তেমনি অস্থির হ'য়ে আছে। তার ভাবভঙ্গিতে আশ্বস্ত হবার মতো কিছু নেই। রকমশকম দেখে ব্রিয়ঁা উদ্বিগ্ন গলায় বললে, 'খুব সাবধান, সামনে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ আছে! ফ্যানের ভাবগতিক দেখে ব্যাপার খুব সুবিধের ঠেকছে না।'

চারজনে তখন বন্দুক উঁচিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে ফ্যানের পিছন-পিছন এগুতে লাগলো। খানিক দূর এগিয়ে একটা ঘন ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্যান কেবল চাপা গর্জন করতে লাগলো। ব্রিয়ঁা একটু উঁকি মেরে দেখে বললে, 'ভিতরে কোনো গুহা আছে ব'লে মনে হয়!'

ডোনাগানও ভালো ক'রে দেখেশুনে চাপা গলায় বললে, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

তক্ষুনি ব্রিয়ঁা মনস্থির ক'রে ফেললে। বললে, 'ভিতরটা একবার দেখা যাক।'

তখন দু'জনে কুড়ুল নিয়ে ঝোপঝাপ সাফ ক'রে ভিতরে ঢোকবার পথ ক'রে নিলে, আর বাকি দু'জন বন্দুক হাতে তৈরি হ'য়ে রইলো। পথ ক'রে নিলেও তক্ষুনি ঝোপের মধ্যে না-ঢুকে ভিতরে কী আছে, তা তারা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল ফ্যানের চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে গরর্ গরর্। এখনও ফ্যান তেমনি চঞ্চল, ত্রস্ত ও উত্তেজিত। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষটায় সাহসে বুক বেঁধে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। খানিকটা গিয়ে সবাই আবার সেই পাহাড়ের তলদেশে এসে হাজির।

এসে ছাখে, পাহাড়ের গায়ে বেশ বড়ো একটা গুহা। তবে গুহার ভিতরে ঢোকবার পথটা নিতান্তই ছোটো ও সংকীর্ণ। গুহাটা দেখে চারজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। কী-রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছিলো সকলের, ভয়ও যে হয়নি তাও নয়। কিন্তু জুজুর ভয়ে ডরাবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া ভীতুর মতো জবুথবু হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই বা চলবে কেন? গুহার ভিতরটা পরীক্ষা ক'রে দেখা খুব দরকার; হয়তো এই গুহাই ওদের ভবিষ্যতের আশ্রয় হবে।

কিন্তু তাই ব'লে কোনো অন্ধকার বায়ুশূন্য গহ্বরে তো আর গোঁয়ার্তুমি করে ঢুকে পড়া যায় না! ভিতরটা যদি বিষাক্ত গ্যাসে ভরা থাকে, তাহ'লে যে একটুতেই প্রাণসংশয় হবে। অযথা বেপরোয়াভাবে শূন্যে ঝাঁপ খাওয়ার কোনো অর্থ নেই।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী করবে ভাবছে, এমন সময় ব্রিয়াঁর মাথায় একটা চমৎকার ফন্দি খেলে গেলো। চটপট কিছু শুকনো পাতা জড়ো ক'রে গুহার ভিতরে ফেলে দিলো সে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। সেই স্তূপীকৃত শুকনো পাতা আগুনের স্পর্শেই দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ব্রিয়াঁ : 'যাক, ভেতরটা তবে বিষাক্ত গ্যাসে ভরা নয়!'

উইলকক্স এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্রিয়াঁর কাণ্ডকারখানা দেখছিলো। এবার সে ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলে, 'এই অন্ধকার অজানা গহ্বরের মধ্যে এক্ষুনি ঢুকবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই,' ঘাড় নাড়লো ব্রিয়াঁ।

'কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস না থাকলেও ভিতরে তো কত বুনো জীবজন্তুও থাকতে পারে?' বললে ডোনাগান, 'আরেকটু অপেক্ষা ক'রে সব দেখেশুনে নিলে হয় না কি?'

'কী দরকার? ওই বড়ো ডালটায় আগুন ধরিয়ে মশাল বানিয়ে নিচ্ছি। সঙ্গে তো আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে—একেবারে খালি হাতে তো আর ভিতরে ঢুকছি না!' ব'লে ব্রিয়াঁ মস্ত একটা শুকনো ডাল জ্বালিয়ে নিয়ে মশালের মতো হাতে তুলে নিলে।

মুখে খুব বেপরোয়া ও ডাকাবুকো কথা বললে কি হয়, এটা ঠিক যে ব্রিয়াঁরও বেশ ভয় করছিলো। তবু সে গুহার মধ্যে মশাল হাতে ঢুকে পড়লো —অন্যরা চুপচাপ তাকে অনুসরণ করলে। ফ্যানও ল্যাজটাকে পায়ের ভিতর গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সঙ্গে চললো।

সকলেরই বুকে ভয়। কেমন একটা ছমছমে ভাব গুহাটার মধ্যে। বেশ বুক দুরুদুরু করছে। একেবারে অজানা একটা পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে কী তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে কে জানে। এটা আসলে তাদের মৃত্যুপুরী : অজস্র অচেনা ভয় ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে আচমকা।

গুহার প্রবেশ-পথটি চার ফুট উঁচু, ও দুই ফুট চওড়া। কিন্তু ভিতরটা বেশ সুপরিসর, একটা হলঘরের মতো বড়ো। উচ্চতায় বারো ফুট, আর লম্বায় চওড়ায় পঁচিশ ফুটেরও বেশি—প্রায় একটা বর্গক্ষেত্রের মতো। মেঝেটা বালি আর শক্ত পাথরে ঢাকা

মশালটা কিছুতেই ভালো জ্বলছিলো না। শিখাটা দপদপ ক'রে লাফাচ্ছিলো, আর সেইসঙ্গে মেঝেয় আর দেয়ালে তাদের ছায়াও। কিম্ভূত সব মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাদের ছায়াগুলো। হঠাৎ উইলকক্স সেই আবছায়ায় না-দেখতে পেয়ে

কীসের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো। অন্যরা আলো নিয়ে হেঁট হ'য়ে দেখলো উইলকক্স যার গায়ে ধাক্কা খেয়েছে সেটা একটা কাঠের বেঞ্চি। বেঞ্চিটাকে দেখে তাদের আর বাকস্ফূর্তি হ'লো না। এবার ভালো ক'রে আশপাশে তাকাতেই একটু দূরে একটা পুরোনো কাঠের টেবিল চোখে পড়লো তাদের। কাছে গিয়ে দেখলো টেবিলের উপরে রয়েছে একটা মাটির কলসি, দুটো থালা, একটা বড়ো ছুরি, একটা এনামেলের পেয়ালা, একটা পিতলের জগ ও মাছ ধরবার কিছু শরঞ্জাম। ওপাশের দেয়ালের কাছে একটা বড়ো কাঠের সিন্দুকও দেখা গেলো। টান দিতেই নড়বোড়ে ডালাটা খুলে গেলো, দেখা গেলো ভিতরে কয়েক প্রস্থ অতি জীর্ণ জামাকাপড় রয়েছে।

অতীতে কখনও যে এই গুহায় কোনো মানুষ থাকতো, তাতে আর কোনো সন্দেহই রইলো না। কিন্তু সে কত কাল আগের কথা? কে থাকতো এই গুহায়—কে বা কারা? সেই লোকটি বা লোকজনদেরই বা কী হ'লো?

প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর জানে না ব'লেই কেউ কোনো কথা বলছিলো না। চুপচাপ সব দেখতে-দেখতে হলঘরের অন্য প্রান্তে এসে পড়লো তারা। পাথরের দেয়ালের গায়ে কেউ সমুদ্রের শুকনো শ্যাওলা বিছিয়ে একটা শয্যা প্রস্তুত করেছিলো বোধহয়—শিয়রের কাছে একটা টুল, তার উপর একটা কাঠের বাতিদান, মোম গ'লে-গ'লে তলায় গিয়ে জমা হ'য়ে আছে।

বিছানার উপর একটা চাদর বিছানো। ব্রিয়াঁ হাত বাড়িয়ে চাদর সরাতে গিয়ে কী মনে ক'রে হঠাৎ থমকে গেলো। হয়তো চাদর সরালেই একটা মৃতদেহ চোখে পড়বে। পরক্ষণেই বুকে বল এনে টান মেরে সে ছেঁড়া চাদরটা তুলে ফেললো। না, বিছানার উপর কোনো মৃতদেহ প'ড়ে নেই।

এতক্ষণে হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'লো যে ফ্যান তাদের সঙ্গে নেই। গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সে সমানে চ্যাচামেচি ক'রে চলেছে। কোনো কথা না-ব'লে চারজনে এবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

সামনে কিছু দূরেই নদী। দুয়ার থেকে নদীর তীর অবধি একটা ঘন ঝোপের সারি। ঝোপজঙ্গল সাফ ক'রে-ক'রে নদীর দিকে এগুবার চেষ্টা করলে তারা। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, অমন সময় একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সবাই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেই পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

একটা মস্ত বীচ গাছের গোড়ায় একরাশ হাড়গোড় প'ড়ে আছে। অস্থিসংস্থান দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মানুষের কঙ্কাল!

সেই ভীষণ নরকঙ্কাল দেখে চারজন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ-রকম একটা আশঙ্কা যে তারা মনে-মনে করেনি, তা নয়—কিন্তু তবু তাদের আশঙ্কাকে সত্য হ'তে দেখে কিছুক্ষণ তারা কোনো কথা বলতে পারলে না। একটু পরে, ঘোর খানিকটা কমলে, ধীরে-ধীরে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে আরেকটু এগিয়ে দাঁড়ালো তারা। লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে চিত হ'য়ে শুয়ে মারা গিয়েছিলো, গোটা কঙ্কালটা এখনও তাই আস্ত আছে। তখনও ভয়ে তাদের বুক দুরুদুরু করছে।

কে এই হতভাগ্য যে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে এই নির্জন দ্বীপে মৃত্যু বরণ করেছে! সে কি কোনো ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিক? না কি কোনো সত্যান্বেষী অভিযাত্রী? কোন দেশের লোক সে? বয়েসই বা কত ছিলো তার তখন? কত দিন কত মাস কত বছর না জানি এই জনহীন অজ্ঞাত দ্বীপে সে কাটিয়েছিলো! হয়তো যৌবনে কোনো-একদিন এই দ্বীপে এসে উঠেছিলো সে, তারপর বছরের পর বছর একা কাটিয়ে একেবারে বুড়ো হ'য়ে ফেলেছে শেষ নিশ্বাস!

এই নরকঙ্কালটি দেখে ব্রিয়াঁর সন্দেহই সত্য ব'লে মনে হয়। সত্যিই যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তাহ'লে এই হতভাগ্য নাবিক কেন একই জায়গায় সারা জীবন কাটিয়েছিলো! কেন সে পুব দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো শহর বা জনপদে যাওয়ার চেষ্টা করেনি? সেদিকে যাওয়ার এমন কী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে যা সে অতিক্রম করতে পারেনি? না কি সে কোনো জায়গা থেকে পালিয়ে এসে এখানে লোকালয়ের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিলো? হয়তো মনুষ্য জাতির উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে মানুষের সংস্রব ত্যাগ ক'রে একা সারা জীবন কাটাবার সংকল্প নিয়ে সে এখানে এসে হাজির হয়েছিলো!

প্রশ্ন আরো অনেক ভিড় ক'রে আসছে মনের মধ্যে, কিন্তু কোনো সদুত্তর পেতে হ'লে সব-আগে বোধহয় সেই গুহার ভিতরটা খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। হয়তো সেখানে এমন কিছু নিদর্শন বা এমন-কোনো কাগজপত্র পাওয়া যাবে, যা থেকে এই হতভাগ্য নাবিক ও তার জীবন সম্পর্কে অনেক দরকারি খবর পাওয়া যাবে। সেইসব খবর তাদের পক্ষেও কম জরুরি

নয়। আর সামনে যে রকম প্রচণ্ড শীত আসন্ন, তাতে এই গুহাও তাদের ভবিষ্যতের আশ্রয় হ'তে পারে।

এইসব কথা ভেবে চারজনে ফের সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। অন্য-কোনো সময় হ'লে ডোনাগান হয়তো ব্রিয়াঁর কোনো নির্দেশই মান্য করতো না, কিন্তু এখন সব কিছু দেখেশুনে সে যেন কী-রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলো, তাই এই সংকটের সময় সে আর কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে ব্রিয়াঁর নির্দেশ মেনে চলতে লাগলো।

এবার তারা গুহার ভিতরটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে লাগলো। একদিকে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের শেলফ্, তার উপর অনেকগুলো মোমবাতি। মোমবাতিগুলো চর্বি আর মোম দিয়ে হাতে তৈরি—খুব সম্ভব ওই মৃত লোকটারই কাজ। সারভিস একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখলে।

গুহাটা বেশ বড়ো। প্রাচীর শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের, মেঝেও বেশ শুকনো খটখটে—মোটেই ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে নয়। বেরোবার দরজা কিন্তু সেই একটাই—নদীর দিকে মুখ। গুহার মধ্যে হাওয়া চলাচলের জন্যে আর একটি দুয়ার থাকলে ভালো হতো—ব্রিয়াঁ মনে মনে ভাবলে। তাহলে বিপদের সময়ে এই গুহাটিই তাদের নিরাপদ আশ্রয় হতে পারবে, তাতে পনের জনের এখানেই কুলিয়ে যাবে।

গুহার জিনিশপত্রের একটি তালিকা তৈরি করলো ব্রিয়াঁ। নিতান্তই সামান্য জিনিশপত্র। কী নিদারুণ অভাব আর দৈন্যের ভিতর এই হতভাগ্য লোকটিকে দিন কাটাতে হয়েছে! কতগুলি ভাঙা তক্তা, একটা কুড়ুল, একটা শাবল, একটা কোদাল, রান্নার দু-চারটে পাত্র, একটা হাতুড়ি—এই ছিলো তার সম্বল।

সব দেখে শুনে ব্রিয়াঁ মনে মনে সংকল্প স্থির ক'রে ফেললে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই গুহাই এখন থেকে আমাদের আশ্রয় হবে। একদা যখন এর মধ্যে লোক থাকতো তখন আমরাই বা পারবো না কেন?'

মুখে এ-কথা বললো বটে, কিন্তু তবু একবার তার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। বাইরের সেই নরকংকালটির ভয়ংকর করোটি যেন সেই গুহার আবছায়ার মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে এক ভীষণ শুভ্র মরা হাসিতে ভরে উঠেছে। সেই লোকটির মতো তারাও কি এই অজানা দেশে একে-একে মারা যাবে? শেষ অবধি যে বেঁচে থাকবে, তার তখন কী ভয়াবহভাবে দিন কাটবে!···আচ্ছা, লোকটা মরেছে কীভাবে? কতদিন আগে? নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে—

গাছপালার সেই শুকনো, শুভ্র, মরা হাড়গুলো তো স্পষ্টই সে-কথা বলে। হয়তো পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। কেননা গাছের গায়ে তো ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ করা আছে। এই পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে কেউ কি আর এই গুহায় পদার্পণ করেনি? এই তিরিশ বছরের মধ্যে কেউ কি আর দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়নি?

খুঁজতে-খুঁজতে আরেকটা বড়ো ছুরি পাওয়া গেলো। তারপর পাওয়া গেলো একটি বহু পুরনো কম্পাস। অবশেষে একটি চায়ের কেটলিও আবিষ্কার করা গেলো। কিন্তু জাহাজ চালাবার বা দিকনির্ণয় করবার আর-কোনো যন্ত্রই তারা সেখানে খুঁজে পেলে না। এমনকি একটা বন্দুক পর্যন্ত তাদের চোখে পড়লো না।

হঠাৎ ঘরের এক কোণে চোখ পড়তেই সারভিস চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভাখো, ভাখো, ওটা কী?'

সেই অদ্ভুত জিনিশটা যে কী তারা প্রথমটায় বুঝতে পারলে না। তার পাশেই আবার সেইরকমই আরেকটি জিনিশ। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা ক'রে দেখে ব্রিয়াঁ অবশ্যি শেষটায় জিনিশটা কী তা বুঝতে পারলে। প্রথম জিনিশটার নাম 'বোলা'। বইয়ে পড়েছিলো, আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই বোলার সাহায্যে নানা বুনো জানোয়ার ধরে থাকে। একটা প্রকাণ্ড লম্বা দড়ির দু-দিকে দুটো বল বাঁধা; সেটা ছুঁড়ে তারা যে-কোনো জানোয়ার ধরতে পারে। এমনি তাদের অভ্যস্ত ও ক্ষিপ্র হাত যে তা ছুঁড়ে কোনো জানোয়ারের উপর নিক্ষেপ করলে জানোয়ারটি তক্ষুনি মাটিতে প'ড়ে যায় ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিমেষের জন্যে অবশ হ'য়ে পড়ে। তখন কাছে গিয়ে তাকে আয়ত্তে আনা কিছুই নয়। অন্য জিনিশটার নাম 'ল্যাসো'। ল্যাসোর সাহায্যে এমনকি বড়ো-বড়ো বুনো ঘোড়া পর্যন্ত পাকড়ানো যায়। এইবারে বোঝা গেলো লোকটা কী ক'রে বনের জীবজন্তু শিকার করতো। এই বোলা আর ল্যাসোর সাহায্যে লোকটার বন্দুকের অভাব কিছুটা দূর হয়েছিলো নিশ্চয়ই।

বিছানার বালিশপত্র সরাতেই একটা ছোট্ট সুন্দর ঘড়ি দেখতে পেল তারা। রুপোর ঢাকনা ঘড়িটার, সঙ্গে রুপোর চেন আর রুপোর চাবি। অনেক কষ্টে ব্রিয়াঁ ঘড়িটার ঢাকনা খুলতে পারলো। ভিতরে সোনার কাঁটা—কোনো-এক তারিখে তিনটে কুড়ি মিনিটের সময় তার দম ফুরিয়েছে। ব্রিয়াঁ চাবি ঘুরিয়ে দম দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘড়ি তবু চললো না। ভিতরে কতদিন তেল পড়েনি কে জানে!

ডোনাগান বললে, 'ঘড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই ঘড়ি-নির্মাতার নাম লেখা আছে। ভাখো তো ভালো ক'রে!'

হ্যাঁ, ব্রিয়াঁ লক্ষ্য ক'রে দেখতে পেলে ঘড়ির ডালার উপর খুদে-খুদে হরফে লেখা রয়েছে, 'স্থলপঁশ, সঁ্যাৎ মালো'। ফরাশি নাম। বোঝা গেলো ফ্রান্সের কোনো কারখানায় ঘড়িটা তৈরি হয়েছিলো। লোকটি যে কোথাকার, তা কিন্তু তখনও অজ্ঞাত র'য়ে গেলো। সম্ভবত ফরাশি। স্বদেশি জিনিশ ছাড়া সে কি আর কোনো ভিনদেশি জিনিশ ব্যবহার করবে? কিন্তু এ-সম্বন্ধে—বলাই বাহুল্য—নিশ্চয় ক'রে কিছুই বলা যায় না।

অবশ্য তাদের সমস্ত সন্দেহ অল্পক্ষণের মধ্যেই দূর হ'লো। খুঁজতে-খুঁজতে শেষকালে তাদের হাতে পড়লো একটা নোটবই। ভিতরের কাগজগুলো একেবারে হলদে হ'য়ে গেছে। তাতে ফরাশি ভাষায় কী যেন লেখা। ব্রিয়াঁ প'ড়ে দেখলে, নোটবইয়ের প্রথম পাতায় নাম লেখা রয়েছে: 'ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ'। যাক, লোকটা যে ফরাশি ছিলো, এবং আমৃত্যু এই গুহাতেই বাস করেছিলো এ-বিষয়ে আর কোনো সংশয় নেই।

ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ! এই নামের আদি অক্ষর দুটিই তো তারা সেই গাছের গায়ে খোদিত দেখেছে।

খাতাটার পাতা উলটেপালটে ব্রিয়াঁ বুঝতে পারলে যে এটি আসলে বদোয়াঁর দিনলিপি। যে-দিন সে প্রথম দ্বীপে এসে উঠেছিলো, সেইদিন থেকে মৃত্যুর কয়েকদিন আগেকার ঘটনা পর্যন্ত সেই রোজনামচার পাতায় লেখা। তবে অনেকদিন আগেকার পেনসিলের লেখা ব'লে অনেক জায়গায় একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এক জায়গায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে একটা জাহাজের নাম: 'দুগুয়ে ক্রয়াঁ'। নিশ্চয়ই এই জাহাজে সে কাজ করতো, আর জাহাজটা ডুবে গিয়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে। খাতার গোড়ার দিকে আবার সেই ১৮২৭ সালের উল্লেখ দেখা গেলো, ঠিক যে-সাল গাছের গায়ে খোদাই করা আছে। অর্থাৎ প্রায় তেত্রিশ বছর আগে ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ এই দ্বীপে পদার্পণ করে। সেই জাহাজডুবির পর বেচারি বাইরে থেকে উদ্ধারের কোনো সাহায্যই আর পায়নি, তাই মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত এই দ্বীপে তাকে একা কাটাতে হয়েছিলো কোনো নতুন রবিনসন ক্রুসোর মতো। এইসব কথা জেনে তাদের মনেও রীতিমতো দুশ্চিন্তা ও হতাশা জেগে উঠলো। হয়তো তাদের জন্তও এই দুর্দশা ভবিষ্যতের বাক্সে তোলা আছে!

খাতাটা নাড়াচাড়া করতে ভিতর থেকে একটা মস্ত ভাঁজ-করা কাগজ মেঝের প'ড়ে গেলো। উইলকক্স সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো, হাতে-আঁকা একটা বিরাট মানচিত্র। অতি বিশ্রী জঘন্য কালিতে আঁকা, কিন্তু অনুপুঙ্খগুলো বেশ

স্পষ্ট। বদোয়াঁ নিশ্চয়ই দ্বীপে আসবার পর এখানকারই কোনো লতাপাতার রস দিয়ে এই কালি তৈরি করেছিলো।

উইলকক্স বললে, 'বদোয়াঁ যখন ম্যাপ তৈরি করতে পারতো, তখন সে তো নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ নাবিক ছিলো না। সম্ভবত জাহাজের কোনো উঁচু দরের অফিসার ছিলো সে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললে ডোনাগান। 'কিন্তু ম্যাপটা কোন দেশের, বুঝতে পারছো, ব্রিয়াঁ ?'

কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে ব্রিয়াঁ বললে, 'আমার তো মনে হচ্ছে এটা এখানকারই ম্যাপ। এই দ্যাখো, এখানটায় আমাদের জাহাজ আছে। এই সেই উপসাগর, এখানটায় দ্যাখো সেই প্রবালশ্রেণী। এই দ্যাখো সেই হ্রদটা, যাকে আমরা সমুদ্র ব'লে ভুল করেছিলুম। এটা হচ্ছে দ্বীপের মাঝখানকার সেই গভীর অরণ্য, যার মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি। হ্রদটা কিন্তু যতটা বড়ো ভেবেছিলুম, তেমন নয়। হ্রদের ওপারেই ভীষণ জঙ্গল আঁকা রয়েছে—আর তার ওপারেই এই দ্যাখো নীল রঙে সমুদ্র আঁকা।'

'তাহ'লে তো পুবদিকে আর বেশি এগুনো সম্ভব হবে না,' সব শুনে সারভিস বললে, 'আর এইবারে বেশ বোঝা যাচ্ছে ব্রিয়াঁর অনুমানই ঠিক—আমরা যার উপর উঠেছি সেটা একটা সামান্য দ্বীপ। মহাদেশ মহাদেশ ক'রে আমরা মিথ্যেই এতদিন কেবল মাথা ঘামালুম।'

ম্যাপ থেকে আরো-একটা জিনিশ স্পষ্ট হ'লো : দ্বীপটা বর্তুল নয়, আয়ত—ঠিক যেন একটা প্রজাপতি জলে ডানা ছড়িয়ে ভাসছে। দ্বীপের মাঝখানে এক গভীর অরণ্য—আর অরণ্যের ঠিক মাঝামাঝি সেই হ্রদটা। অর্থাৎ হ্রদের এপারেও যেমন গভীর বন, ওপারেও তেমনি। হ্রদটা নিতান্ত ছোটো নয়, দৈর্ঘ্যে পনেরো মাইল, চওড়ায় পাঁচ-ছ মাইলের মতো। এত বড়ো হ্রদকে সমুদ্র ব'লে ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

ম্যাপ দেখে আরো বোঝা গেলো, দ্বীপটা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ মাইল, আর পুব-পশ্চিমে ঠিক তার অর্ধেক। কিন্তু দ্বীপটা যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনখানে অবস্থিত, তা ম্যাপ থেকে বোঝা গেলো না। কোনো অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমা রেখার উল্লেখ নেই।

তবে সবকিছু দেখে-শুনে এটা তারা বেশ অনুধাবন করতে পারলে যে, এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দ্বীপের উপর এখনও অনেক দিন তাদের কাটাতে হবে। দ্বীপটা সম্ভবত সমুদ্রের এমন জায়গায় অবস্থিত যার কাছ দিয়ে কোনো জাহাজ

যাতায়াত করে না। এখন এই গুহার মধ্যে এসে সদলবলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া তাদের আর-কোনো উপায় নেই। সুতরাং অযথা আর কালক্ষেপ না-ক'রে জাহাজ থেকে সব জিনিশপত্র গুহার মধ্যে নিয়ে আসাই হবে তাদের প্রথম কর্তব্য।

আজ তিন দিন হ'লো ব্রিয়াঁরা জাহাজ ছেড়ে অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই গরডন ওদিকে এতক্ষণে তাদের জন্যে খুব চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং আর দেরি না-ক'রে এবারে সত্যি ফেরা উচিত।

ম্যাপটা দেখতে দেখতে ব্রিয়াঁ বললে, 'এখন আর বনের মধ্য দিয়ে গিয়ে কাজ নেই—কারণ ম্যাপে স্পষ্টই বলেছে এই নদীর তীর ধ'রে গেলে সবচেয়ে আগে আমরা সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌছবো। বড়োজোর সাত মাইল পথ হবে। এটুকু রাস্তা আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেরোতে পারবো। কিন্তু রওনা হওয়ার আগে আমাদের আরেকটা কর্তব্য আছে। যাঁর কল্যাণে আমরা এই দ্বীপ সম্বন্ধে এত তথ্য জানতে পারলুম, তাঁর আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করাই আমাদের আশু কর্তব্য।'

চারজনে মিলে সেই বীচ গাছের তলায় একটা কবর খুঁড়ে ফ্রাসোয়া বদোয়াঁর কঙ্কালটি টেনে এনে সমাহিত করলে। কবরের উপরে একটা কাঠের ক্রুস পুঁতে দিতেও তারা ত্রুটি করলো না। তারপর তারা গুহার সামনে ফিরে এসে গুহার দুয়ার ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে, যাতে কোনো বুনো জানোয়ার পথ খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে আস্তানা গাড়তে না পারে। এখন থেকে এই গুহাই তো হবে তাদের প্রধান আশ্রয়।

সেখান থেকে নদীর ধারে গিয়ে তারা নদীর ডান তীর ধরে পশ্চিমমুখো রওনা হ'য়ে পড়লো।

চলতে চলতে দিনের আলো নিভে গেলো, অন্ধকার ক'রে এলো চারদিক, রাত হ'লো। ক্রমে রাত বেড়ে চললো। চারদিকে বনের মধ্যে কত ভয়-ধরানো শব্দ। রাত্তিরে আবার সামান্য শব্দও অনেক ছমছমে সম্ভাবনা জাগিয়ে দেয়। ডোনাগানরা ব্রিয়াঁকে অনেক বারণ করেছিলো, কিন্তু ব্রিয়াঁ তাদের সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা ক'রে সোজা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো।

এখন আর বন তেমন নিবিড় নয়। চারদিক বেশ ফাঁকা, কিন্তু কী ভীষণ অন্ধকার! হঠাৎ ব্রিয়াঁর চোখে পড়লো, গাছপালার আড়ালে দূর দিগন্তে একটা আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। সেই নিরেট অন্ধকারের মধ্যে অমন টকটকে লাল আলো দেখে প্রথমে সে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

সারভিস রুদ্ধ স্বরে জিগেস করলে, 'ব্রিয়াঁ, ওটা কী?'

ফিশফিশ ক'রে চাপা গলায় ডোনাগান জানালে, 'আকাশের উল্কা ব'লে মনে হচ্ছে। দেখছো না কত উপরে জলছে!'

সত্যি আলোটা আকাশেই জলছিলো। ব্রিয়ঁা কিন্তু আদৌ বিচলিত হয়নি, ভালো ক'রে দেখে খুব সহজ গলায় বললে, 'তোমাদের এত ভয় কেন, ডোনাগান? ও আগুন তো জাহাজের ছেলেরা জেলেছে—নিশ্চয়ই গরডনের কাজ। আমাদের পথ দেখাবার জন্যে হাউই ছেড়েছে।'

ব্রিয়ঁার আন্দাজ যে মিথ্যে নয়, তা তারা একটু পরেই বুঝতে পারলে। তখন ডোনাগান সংকেত ক'রে বন্দুকের শব্দ করলে। এক মিনিট পরেই জাহাজ থেকে পাল্টা ফাঁকা আওয়াজ হ'লো সংকেতের উত্তর হিসেবে।

যাক, গরডন তবে বুঝতে পেরেছে যে ওরা এত রাতে ফিরছে। গরডনদের দুর্ভাবনা নিশ্চয়ই অনেকটা কমবে।

হনহন ক'রে চ'লে আর এক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজের কাছে এসে পৌছোলো তারা।

আশ্রয় বদল

চার মূর্তির পুনরাবির্ভাবে অবশেষে জাহাজের অন্য ছেলেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এই ক-দিন কী দুশ্চিন্তাতেই যে কেটেছে ওদের!

সকলেরই কৌতূহল চরিতার্থ করলো ব্রিয়ঁা। তদন্তের ফলাফল জানবার জন্যে তারা হাঁশফাঁশ করছিলো। ব্রিয়ঁা তাদের খুঁটিনাটি সমেত এ ক-দিনের পুরো বিবরণ শোনাল। তখন সবাই মিলে একটা পরামর্শসভা বসলো: কী ক'রে জাহাজের সব মালপত্র পাহাড়ের সেই গুহায় নিয়ে যাওয়া যায়, এটাই তাদের প্রধান আলোচ্য।

প্রথমেই গরডন বললে, 'দেরি-টেরি ক'রে আর কোনো লাভ নেই। চটপট আমাদের সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। এদিকে জাহাজের যা হাল হয়েছে, তাতে খুব-একটা ভরসা পাওয়ার কিছু নেই। একটানা বৃষ্টির জলে ভিজে আর এ-কদিন রোদে পুড়ে সমস্ত তক্তা একেবারে ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে গেছে—ঝড়ের পাল্লায় প'ড়েও বা যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো, এখন আর তাও নেই। শীতের সময় এখানে থাকলে কাউকে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। ওদিকে আবার জাহাজটা দিনের পর দিন আরো কাত হ'য়ে পড়ছে।'

'এখন একটা ঝড় উঠলে আর দেখতে হবে না,'—বললে গারনেট, জাহাজটার মালিক আসলে তারই বাবা, 'জাহাজের সব তক্তাগুলো দশ দিকে উড়ে যাবে, আর আমরাও প্রাণে মরবো। জাহাজটা বাবার খুব প্রিয় ছিলো—তার যে শেষকালে এমন দশা হয়েছে, তা যদি তিনি চোখে দেখতেন তাহ'লে আর দুঃখের সীমা থাকতো না। আমরা বরং এখুনি যদি জাহাজের সব তক্তা, কাঠ, কড়ি, লোহালক্কড় সমস্তই সেই গুহায় নিয়ে যাই, তাহ'লেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানে এ-সব দিয়ে বেশ ঘর আর আশবাবপত্তর বানানো যাবে—তবু তো জিনিশগুলোর একটা সদ্গতি হবে!'

জেনকিন্স বললে, 'আমাদের ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের জন্যে কিন্তু গুহাটার একটা নাম ঠিক করা উচিত।'

'ঠিক বলেছো,' ডোনাগান সায় দিলে, 'সেই ফরাশি নাবিকের স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে গুহার নাম হোক ফরাশি গুহা।'

ব্রিয়ঁা আর গরডন সমস্বরে সম্মতি প্রকাশ করল, 'বেশ, আজ থেকে তার তাই নাম হ'লো।'

ডোনাগান বললে, 'কিন্তু সব মালপত্তর সরাতে তো আর কম দিন লাগবে না। তত দিন আমরা রাত কাটাবো কোথায়?'

'কেন? তাঁবু খাটিয়ে।' গরডন বাতলালে, 'নদীর ধারে কোনো গাছতলায় তাঁবু খাটালেই চলবে।'

ব্রিয়ঁা উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বললে, 'সেই ঠিক। আর দেরি না ক'রে কাল সকাল থেকেই যাত্রার আয়োজন করা যাবে। এখন সবাই গিয়ে শুয়ে পড়ো—কাল অনেক কাজ, ভালো ক'রে বিশ্রাম না-করলে এত ধকল তোমরা সইতে পারবে না।'

পরদিন সকালে প্রথমেই গরডন সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বুদ্ধি ক'রে নদীর তীরে একটা তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করলে। জাহাজের অত জিনিশ জঙ্গলের পথে বা নদীর তীর ধ'রে কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, কেবলমাত্র নদীপথ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। বর্ষার পরে নদী তখন কানায়-কানায় ভরা—অনায়াসেই ভেলায় ক'রে সব জিনিশ নিয়ে যাওয়া যাবে।

সবাই মিলে লেগে থেকে অবশেষে এক-এক ক'রে জাহাজ থেকে সব মাল-পত্তর নামিয়ে ফেললে। এইবারে জাহাজটা ভাঙতে হবে। নেহাত সহজ নয় কাজটা। অনেক কষ্টে সাঁড়াশি, শাবল, গাঁইতি আর হাতুড়ির সাহায্যে প্রথমে

জাহাজের তলার পেতলের পরদাটা খুলে ফেলা হ'লো। বড়ো-বড়ো হুক আর ইস্ক্রুপগুলো খুলতে বেশ বেগ পেতে হ'লো অবিশ্যি, কিন্তু অনেক চেষ্টার পর সে-কাজটাও সম্পন্ন করা গেলো। তারপর জাহাজের খোলের তক্তাগুলো আস্তে-আস্তে খোলা হ'তে লাগলো। সে যে কত অসংখ্য তক্তা, একটা গোটা জাহাজ দেখে তা কিছুতেই আন্দাজ করা যায় না—বোঝা-ই যায় না যে এত কাঠ এতে লেগেছিলো। এই তক্তাগুলো খুলতেই তাদের অনেক দিন লেগে যেতো, যদি না প্রকৃতি হঠাৎ তাদের সহায় হ'তো।

এপ্রিলের শেষ দিকে একদিন বিকেল থেকেই আকাশ কালো হ'য়ে আসছিলো। বলা নেই কওয়া নেই চারদিক থেকে যত বাজ্যের মেঘ এসে সেই দ্বীপের উপর জমা হচ্ছিলো, দিন থাকতেই অন্ধকার ক'রে ছিলো চারদিক। তারপর সন্ধে নামবার আগেই বিষম ঝড়বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো।

গতিক আদৌ সুবিধের ঠেকছিলো না। ছেলেরা জাহাজ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলে। নদীর তীরে কতগুলো গাছের নিচে তারা তাঁবু ফেলেছিলো। গাছের ডালে-ডালে তাঁবুর দড়ি বাঁধা। সেই-জন্যেই বোধহয় সে-রাতে তারা ঝড়ের দাপট ঠিক ক'রে বুঝতে পারেনি। ভোর রাত পর্যন্ত সমানে ঝড় গরজালো। তারপর সকালবেলায় হঠাৎ ঝড় থেমে গেলো। বৃষ্টিও রইলো না। সবাই তখন এসে ছাখে—কী সাংঘাতিক! ঝড় পুরোপুরি থেমে গেছে বটে, কিন্তু গোটা দ্বীপের উপর ধ্বংশের কী চিহ্নই না রেখে গেছে! জাহাজের তক্তাগুলো সব খুলে চারদিকে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে আছে—আস্ত কাঠামোটাই ভেঙে চুরমার।

এই ধ্বংশের দৃশ্য অবিশ্যি তাদের মনে আনন্দই সৃষ্টি করলো। ভাগ্যে ঝড় এসেছিলো, তাইতেই তো অনেক পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো!

এইবারে ভেলা তৈরি করবার পালা। জাহাজের কাঠগুলো সব এই কাজেই লাগলো। অনেক চেষ্টার পর একটা বিরাট ভেলা তৈরি করলে তারা। লম্বায় প্রায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় তার অর্ধেক। বেশ সুন্দর ভেসে থাকলো জলের উপর।

ভেলাটাকে যখন তারা জলে ভাসিয়েছিলো, তখন জোয়ারের টান শুরু হয়েছে। চঞ্চল জলের উপর ভেলাটাও যেন ভেসে যেতে চেয়ে অস্থির হ'য়ে উঠছিলো বারে-বারে। তাই তারা একগাছা শক্ত দড়ি দিয়ে ভেলাটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখলো।

পরের দিন সকালবেলায় তারা ভেলার উপর একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম তৈরি

করলে। ডেকের হালকা (কিন্তু মোটেই পলকা নয়) তক্তাগুলো দিয়ে সহজেই সেই প্ল্যাটফর্মটি তারা তৈরি করতে পারলে। তারপর বড়ো-বড়ো পেরেক মেরে আর মোটা-মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সমস্ত ভেলাটাকেই খুব মজবুত করা হ'লো।

তৃতীয় দিনে শুরু হ'লো ভেলার উপর মাল বোঝাই করার কাজ : সেদিন দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছিলো, তারই মধ্যে শীতে হি-হি করতে করতে সবাই একে-একে সব জিনিশ ভেলায় তুলে ফেললে।

বিকেলে সব মালপত্র ভেলায় চাপানো হ'লে পর ব্রিয়ঁা বললে, 'সবই তো হ'লো—চল, আমরা পরশুই নতুন আস্তানার উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়ি।'

'আবার পরশু কেন ?' জিগেস করল গরডন, 'ভেলায় তো সব কিছুই তোলা হয়েছে—এদিকেও আর-কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে করলে কালকেই ভেলা ছাড়া যায়।'

'না, কাল আমাদের যাওয়া হ'তে পারে না।' বললে ব্রিয়ঁা, 'কারণ পরশু দিন অমাবস্যা। সেদিন নদীতে খুব জোর জোয়ার আসবে। ভেলা তো আর কম ভারি হয়নি—দাঁড় টেনে নিয়ে যেতে বেশ সময় লাগবে—তাছাড়া খামকা ক্লান্তও হ'য়ে পড়বে সবাই। জোয়ারের টানে এদিকে ভেলা সহজেই ভেসে যাবে। কাজেই—'

'সে-কথা ঠিক,' বললে গরডন, 'তাহ'লে পরশুই রওনা হ'য়ে পড়বো, কী বলো !'

কিন্তু পরদিন ব্রিয়ঁা হঠাৎ এমন-একটা জিনিশ আবিষ্কার করলে যাতে তার মুখ কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো।

সকালবেলায় নদীর ধারে গিয়েছিলো ব্রিয়ঁা। হঠাৎ দেখলে নদীর তীরের সমুদ্রশৈবালের মধ্যে চাপ-চাপ শাদা বরফ ভাসছে। কে জানে, হয়তো ফরাশি গুহায় পৌঁছুবার আগেই সমস্ত নদী বরফে জ'মে যাবে! হয়তো এটা সুদূর অ্যাণ্টার্কটিক মহাসাগরের কোনো দ্বীপ। কিন্তু এখন তো আর সে-সব নিয়ে ভাববার সময় নেই—এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে।

রওনা হওয়ার আগে অবিশ্যি ছোটো একটা অধিবেশন হ'লো। ব্রিয়ঁা সবাইকে ডেকে বললে, 'সমুদ্রতীর ছেড়ে আমরা এখন ফরাশি গুহায় থাকতে চলেছি—কত দিন সেখানে থাকতে হবে জানি না—হয়তো দীর্ঘকাল। অত দূর থেকে বনের ভিতর দিয়ে যখন-তখন আমরা এই সমুদ্রতীরে আসতে পারবো না—আর ফরাশি গুহা থেকে আবার সমুদ্রও চোখে পড়ে না। কাজেই দ্বীপের কাছ দিয়ে কোনো জাহাজ গেলেও আমরা জানতে পারবো না। অথচ এই দ্বীপ

থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে আমাদের এখন এমনিতর কোনো সাহায্যের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে। তাই আমার মতে, সমুদ্রতীরে সবচেয়ে লম্বা মাস্তুলটা পুঁতে তার উপর জাহাজের বড়ো নিশানটা উড়িয়ে রাখা যাক—ওই নিশান দেখে হয়তো কোনো জাহাজের লোকেরা বুঝতে পারবে দ্বীপে এসে কারা আশ্রয় নিয়েছে।'

কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রেই সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলো। আর যেই সিদ্ধান্ত নেয়া, অমনি আর দেরি নয়—হুড়মুড় ক'রে সবাই মিলে জাহাজের সবচেয়ে লম্বা মাস্তুলটাকে সমুদ্রতীরে টেনে নিয়ে গেলো, আর তার উপর জাহাজের একটা মস্ত নিশান উড়িয়ে দিলো। সমুদ্রের হাওয়ায় সেই বিশাল পতাকা পতপত ক'রে উড়তে লাগলো।

ততক্ষণে বেলা সাতটা বেজে গিয়েছে। অথচ তবু জোয়ারের কোনো দেখা নেই। নদীর জল শান্ত, ঠাণ্ডা, কানায়-কানায় ভরা। জোয়ার না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ব'লেই তারা ঠিক করেছিলো, কিন্তু ক্রমে বেলা আটটা বেজে গেলো, রোদও বেশ কড়া হ'য়ে উঠলো, কিন্তু জোয়ারের কোনো চিহ্ন মিলল না। ছোটোরা ক্রমশ অধৈর্য হ'য়ে উঠলো, এরকম চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে কারই বা ভাল লাগে?

কিন্তু হঠাৎ ন-টার সময়ে ভেলার কাঠগুলোয় হিশ-হিশ শব্দ হ'তে থাকলো। নদীতে জোয়ার শুরু হয়েছে। তক্ষুনি ব্রিয়াঁ চেঁচিয়ে সবাইকে তৈরি থাকতে ব'লে ভেলা থেকে তীরে লাফিয়ে পড়লো, তারপর গাছের দড়ি খুলে দিয়ে দ্রুতপায়ে আবার ভেলার উপর লাফিয়ে উঠলো। বন্ধনমুক্ত হ'তেই ভেলা আস্তে-আস্তে ভেসে চললো। তখনও যেহেতু ভালো ক'রে জোয়ার শুরু হয়নি, জলে যেহেতু তখনও তেমন চাঞ্চল্য জেগে ওঠেনি, সেইজন্যে ভেলার গতি তেমন বাড়তে পেলো না। ব্রিয়াঁরা চারজনে চার কোণে দাঁড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলো যাতে ডাঙায় গিয়ে ধাক্কা না খায় ভেলা।

পর-পর কয়েক দিন কয়েক রাত অবিরাম ভেলা চালিয়ে একদিন বেলা তিনটের সময় তারা ফরাশি গুহার কাছে নদীর তীরে এসে পৌছোলো। সামনেই সেই দিগন্ত-ছোঁয়া তুষারশীতল গভীর হ্রদ: একটার পর একটা ঢেউ উঠছে-ভাঙছে, বড়ো-বড়ো ঢেউগুলো সশব্দে এসে ভেঙে পড়ছে বেলাভূমিতে।

ছেলেরা হুড়মুড় ক'রে ফরাশি গুহার সামনে লাফিয়ে নামলো।

ডাঙায় নেমে ছেলেদের আনন্দের সীমা ছাখে কে? তাদের জন্যে যেন একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, আজ তাদের গৃহপ্রবেশের উৎসব!

তাদের কোলাহলে সেই নির্জন বেলাভূমি মুখর হ'য়ে উঠলো। কলরোল তুলে তারা এসে ঢুকলো ফরাশি গুহায়। বিশেষ ক'রে যারা এখনও গুহাটা ছাখেনি, তারা এই কয়েক দিন ভিতরটা একবার ভালো ক'রে দেখবার জন্ম ব্যাকুল হ'য়ে ছিলো। বুদ্ধি ক'রে মোকো ভেলা থেকে একটা বাতি নিয়ে এসেছিলো। সেই বাতির আলোয় গুহার চারদিক ঝলমল ক'রে উঠলো। আগে মশাল জেলে তারা তেমন ভালোভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ ক'রে যেতে পারেনি। এখন মনে হ'লো তারা যেন একটা মস্ত হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এতগুলো লোক এই চোর-কুঠুরির মধ্যে কী ক'রে থাকবে?' গুহার ভিতরটা দেখেই বাক্সটার ঘ্যান-ঘ্যান ক'রে উঠলো, 'আমার যে এর মধ্যেই দম বন্ধ হ'য়ে আসছে! এখানে পনেরোটা বিছানা পড়লে আমরা নড়াচড়াই বা করবো কী ক'রে?'

'এর চেয়ে একটা ভালো ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারো?' হেসে জিগেস করলো ব্রিয়ঁা: 'পারো তো বলো, আমরা সেখানে গিয়েই থাকবো।'

'কিন্তু এর মধ্যে রান্না-বান্না চলবে কী ক'রে?' তবু খুঁতখুঁত করলো ডোনাগান, 'ধোঁয়ায় যে দম আটকে মরতে হবে!'

'ভিতরে রান্নার ব্যবস্থা না-করলেই হ'লো,' বললে মোকো, 'দুয়ারের পাশে বাইরে রান্না করলেই চলবে।'

'আপাতত তা চলতে পারে,' ব্রিয়ঁা বললে, 'কিন্তু বৃষ্টি-বাদলার দিনে তো আর তা চলবে না। তা ছাড়া আমার মনে হয় বাইরের সংস্রব একেবারে ছেড়ে দেয়াই ভালো। আমাদের রান্নাবান্না হবে স্টোভে—তাতে তো আর ধোঁয়ার ভয় নেই। সঙ্গে আমাদের চার-পাঁচটা স্টোভ আছে, তাছাড়া স্পিরিট আর কেরোসিনও আছে যথেষ্ট!'

'কিন্তু যদি মাথা ধরে?' বললে ডোনাগান।

সারভিস বললে, 'লর্ড ডোনাগান, মাথা ধরলে স্মেলিং সল্ট ব্যবহার কোরো।'

'করবোই তো,' ডোনাগান চ'টে উঠলো, 'তাতে তোমার কী, খানশামা-মশাই?'

ঝগড়া প্রায় বেধে ওঠে দেখে গরডন মাঝখানে পড়লো। বলল, 'থাক, এখন ঝগড়া করবার সময় নয়। আর এটাও সত্যি—এইটুকু জায়গায় রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া শোয়া-বসা চালানো খুবই কষ্টের কাজ হবে। পরে আমাদের একটা আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা করতেই হবে। আশপাশের দেয়াল খুঁড়ে

দেখতে হবে কোনো দিকে কোনো নতুন আশ্রয় পাওয়া যায় কি না। সামনে এখন লম্বা শীতকাল। ঠাণ্ডার মধ্যে তো আর বেরুবার কোনো উপায় থাকবে না আমাদের, তখন সারা দিন ধ'রে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে তদন্ত চালানো যাবে'খন।'

'কিন্তু এখন আমাদের সামনে অনেক কাজ,' বললে ব্রিয়ঁা, 'প্রথম, ভেলা থেকে জিনিশপত্তরগুলো নিয়ে আসতে হবে গুহায়। তারপর সেগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে আমাদের—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো,' বললো গরডন।

তখন সবাই মিলে হৈ-চৈ করতে-করতে আবার ভেলায় গিয়ে উঠলো।

প্রথমে ভেলা থেকে নিয়ে আসা হ'লো বিছানাপত্র, তারপর কিছু হালকা তক্তা। গুহার পাথরের মেঝের উপর প্রচুর শুকনো বালি বিছানো, তার উপর তক্তা বিছিয়ে তারা পাশাপাশি সকলের বিছানা পাতলো। জাহাজের বড়ো টেবিলটা এনে রাখা হ'লো গুহার মাঝখানে। টেবিলের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে টেবিল-ঢাকার ব্যবস্থা করল তারা। তারপর অন্যান্য সরঞ্জাম আনলো তারা ভেলা থেকে। এক কোণে কিছু কাঠ সাজিয়ে একটা চুল্লি বানানো হ'লো। রাত্রে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়বে—এই ক-দিনে ভেলায় তারা ঠাণ্ডার কাঁপুনি বেশ মর্মে-মর্মে টের পেয়েছে। সেইজন্যে গুহার মধ্যে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রাখা ভালো। গুহার বাইরে গাছতলায় প্রচুর শুকনো ডালপালা প'ড়ে আছে—কাজেই জ্বালানি কাঠের অভাব তাদের সহজে হবে না। রাত্রে মোকোর হাতে রান্না মুখরোচক বাস্টার্ডের মাংস! ঠিক যেন সত্যিকার গৃহপ্রবেশ!

ছেলেরা ফরাশি গুহায় এসেছে মে মাসের আট তারিখে। তারপরে তিন-চার দিন ধ'রে তারা আর অন্য কোনো কিছুর দিকে মন দেয়ার অবসর পায়নি। ভেলা থেকে সমস্ত জিনিশপত্র গুহায় এনে তুলতেই তাদের এই ক-দিন কেটে গেছে। ওদিকে আকাশ-বাতাস হিমেল কুয়াশায় ভ'রে উঠতে শুরু করেছে। হাওয়া যেন ঠাণ্ডা কনকনে কোনো ছুরি—কেটে-কেটে বসে গায়ে। ঠাণ্ডায় বেশ কষ্ট হচ্ছে সকলের—গাল ফেটে যাচ্ছে, রক্ত পড়ছে তাদের—গ্লিসারিন আর গ্রাজ মালিশ ক'রেও গা-ফাটা থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। শিগগিরই যে মহোল্লাসে তুষারপাত শুরু হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। অথচ এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও বরফ পড়বার আগেই সব জিনিশপত্তর গুহায় নিয়ে আসা দরকার—তাই দু-বেলা না বেরিয়েই বা উপায় কী?

একেক দিন ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব, উইলকক্স আর বাক্সটার বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরুতো। প্রত্যেক দিনই তাদের ভাগ্যে প্রচুর শিকার জুটতো। স্নাইপ, বালিহাঁস, জলপিপি, বুনোমুরগি। একদিন তারা একটু বেশি দূরে গিয়েছিলো। সেখানে কেবল বার্চ আর বীচ গাছের ঝাঁক। তারা অবাক হ'য়ে দেখতে পেলো, চারদিকে স্পষ্ট মনুষ্যবাসের চিহ্ন। কোথাও একটা ভাঙা চালাঘর, কোথাও-বা মাটিতে বড়ো-বড়ো গর্ত খোঁড়া; গর্তের উপর সরু-সরু ডালপালা বিছানো। সেগুলো যে বুনো জানোয়ার ধরবার ফাঁদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব গভীর গর্ত, ভিতরে কোনো জানোয়ার পড়লে আর উঠে পালাতে পারবে না। একটা গর্তের মধ্যে তারা একটা বড়ো জানোয়ারের আস্ত কঙ্কাল দেখতে পেলে। কিন্তু কঙ্কাল দেখে বোঝা গেলো না সেটা কী, বা কোন জাতের জানোয়ার।

উইলকক্স তক্ষুনি সেই গর্তের মধ্যে নেমে গিয়েছিলো সরেজমিন তদন্ত করতে। ভালো ক'রে কঙ্কালটা পরীক্ষা ক'রে সে বললে, 'উঁহু, কিছুতেই তো বুঝতে পারছি না কী জানোয়ার! তবে, এটা কী জন্তু তা বোঝা না-গেলেও প্রকাণ্ড কোনো জন্তু যে ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাড়গোড় এমন ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে যে মনে হচ্ছে জানোয়ারটা ফাঁদে পড়েছিলো বেশ কয়েক বছর আগে।'

ডোনাগান বললে, 'জানোয়ারটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী ছিলো—দেখছো না, মাথার হাড়টা কী প্রকাণ্ড! চোয়াল আর দাঁতগুলোও কী-রকম বড়ো আর ছুঁচলো, লক্ষ্য করেছো?'

ক্রস ডোনাগানের মুখের পানে তাকিয়ে জিগেস করলে, 'তোমার কী মনে হয়, ডোনাগান? জন্তুটা মাংসভুক?'

'নিশ্চয়! আমিষখোর না-হ'লে কি আর দাঁতের গড়ন ও-রকম হয়?' তারপর বিজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে সে যোগ করলে, 'জাগুয়ার কিংবা কাউগার হবে বোধকরি।'

'তবে তো ভয়ের কথা!' বললে বাক্সটার।

সাবধান হ'য়ে চলতে হবে আর কী!' উদ্ধত গলায় বললে ডোনাগান, 'জানোয়ারের ভয়ে তো আর শিকার ছেড়ে গুহার মধ্যে ব'সে থাকলে চলবে না! অত যাদের জুজুর ভয়, তারা শিকারে না বেরুলেই পারে!'

ফ্যান তখন তাদের সঙ্গে ছিলো। হঠাৎ সে বনের দিকে মুখ ক'রে ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকতে শুরু ক'রে দিলে।

ওয়েব বললে, 'লক্ষণ তো ভালো দেখছি না, ডোনাগান। ধারে-কাছে বোধহয় কোনো বুনো জানোয়ার এসেছে। দেখছো তো ফ্যানের রকমশকম! আজ আর বেশি ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই। চলো, বরং ফিরেই যাই গুহায়।'

এবার আর ডোনাগান কোনো চোটপাট করলে না। সাবধানে চারপাশে তাকাতে-তাকাতে সবাই গুহার দিকে রওনা হ'লো। যাবার আগে কী মনে ক'রে উইলকক্স গর্তটিকে আবার আগের মতো ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখলে।

তারপর প্রায়ই তারা সেই গর্তের ডালপালা সরিয়ে দেখে আসতো গর্তের মধ্যে কোনো বুনো জানোয়ার পড়লো কি না। কিন্তু হা হতোস্মি, গর্ত থাকতো যেমন ফাঁকা তেমনি ফাঁকা—কোনোদিন কিছু পড়তো না। শেষকালে উইলকক্সের মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। টোপ হিশেবে সে একদিন সেই ডালপালার উপর বড়ো এক টুকরো মাংস রেখে দিয়ে এলো।

ব্রিয়াঁ আর অন্য কয়েকজন বনের ভিতর দিয়ে কিছু দূরের একটা পাহাড় দেখতে গিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, যদি আরেকটা গুহার সন্ধান মেলে তো সেটাকে গুদোমঘর বানানো—কিছু-কিছু জিনিশ তাহ'লে সেই গুহায় রেখে আসার ব্যবস্থা করা যাবে।

ফেরার পথে হঠাৎ বনের মধ্যে মস্ত কোলাহল শুনতে পেলো তারা। কী ব্যাপার দেখবার জন্যে তারাও বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কাছে এসে দ্যাখে সেই গর্তের চারধারে জড়ো হ'য়ে ছেলেরা ভীষণ হৈ-চৈ করছে, সকলেই খুব উত্তেজিত, সকলেই তড়বড় ক'রে হাত-পা নেড়ে কথা কইছে। এমনকি ফ্যান সুদ্ধ তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফ দিচ্ছে আর ঘেউ-ঘেউ করছে, ল্যাজটা তার নিশানের মতো উপরে তোলা, আর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় টান-টান—গর্তের দিকে তাড়া ক'রে যাচ্ছে সে বারে-বারে, কিন্তু সাহস ক'রে কিছুতেই আর ভিতরে ঢুকছে না।

ব্রিয়াঁ আরো কাছে এসে দেখলে গর্তের উপর তখনও ডালপালা ঢাকা রয়েছে, তবে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভিতরে একটা জানোয়ার পড়েছে। 'নিশ্চয়ই জাগুয়ার, নয়-তো কাউগার,' বলেছিলো ডোনাগান, 'আমিষখোর ভীষণ জন্তু কোনো কিছু।' কিন্তু ব্রিয়াঁ তখন ডালপালা একটু সরিয়ে হেঁট হ'য়ে জন্তুটাকে নিরীক্ষণ ক'রে হাসতে-হাসতে বললে, 'এ জাগুয়ারও নয়, কাউগারও নয়, গর্তের মধ্যে পড়েছে একটা উটপাখি।'

উটপাখির নাম শুনে সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে হৈ-চৈ ক'রে উঠলো। ছোটোদের উৎসাহই সর্বাধিক। 'কী মজা! পাখিটাকে বেশ পোষ মানানো

যাবে !' আর শেষটায় যদি পোষ না মানে তখন মোকোর রান্নাঘরে চালান ক'রে দিলেই বেশ ভোজসভার আয়োজন করা যাবে।

এতক্ষণ কেউই ঝুঁকে প'ড়ে জন্তুটাকে দেখে নেবার সাহস পাচ্ছিলো না। কিন্তু এবার ডালপালা সব সরিয়ে ভালো ক'রে তারা পাখিটাকে দেখে নিলে। বেশ বড়ো পাখি, প্রকাণ্ড পিঠ, প্রকাণ্ড ডানা ; মাথাটা মুরগির মাথার মতো, সারা গায়ে বড়ো বড়ো শাদা পালক। পাখিটা কিন্তু আসলে ঠিক উটপাখি নয়, উটপাখি কেবল আফ্রিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ায় এই জাতের পাখিকে বলে এমু, আর দক্ষিণ আমেরিকায় এর নাম নান্‌ডু। পাখিটা সেই নান্‌ডু জাতের।

'খুব সাবধানে থেকো কিন্তু তোমরা,' বললে ব্রিয়ঁা, 'এর একটা ঠোকর খেলে আর রক্ষে নেই—মাংস খুবলে নিয়ে যাবে একেবারে ! কিন্তু তবু এটাকে জ্যান্তই ধরতে হবে।'

গর্তটা বেশ গভীর। পাখিটা এতক্ষণ কেবলই লাফিয়ে উঠে ডানা মেলবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু উঠতে পারছিলো না। এই বিশাল পাখিটাকে কী ক'রে জ্যান্ত ধরা যায়, এইটেই হ'লো সমস্যা।

উইলকক্সের বুকে একেবারে ভয়ডর নেই। বেপরোয়াভাবে শেষটায় সে গর্তের মধ্যে নেমে পড়লো। অবশ্য পাখির ঠোঁটের দু-চারটে ঠোকর যে সে না খেলো তা নয়। কিন্তু পাখির আয়তনের তুলনায় গর্তটা ছোটো বলে পাখিটা বেশি কিছু করতে পারলো না। উইলকক্স গা থেকে কোটটা খুলে নিয়ে চক্ষের পলকে পাখিটার মাথা ঢেকে ফেললে। তারপর তিন-চারটে রুমাল নিয়ে পাখির ঠ্যাংদুটো আঁটো ক'রে বেঁধে ফেললে—গলাটাও বাদ গেলো না। পাখিটা এখন একেবারে অন্ধ।

উইলকক্স যেমন ডাকাবুকো, সারভিস আবার তেমনি নাছোড়বান্দা। তাছাড়া সব সময়েই তার মাথায় আজগবি সব ফন্দি ঘুরছে। ফস্‌ ক'রে সে বললে, 'একে আমি পোষ মানাবো !'

'বনের উটপাখি কি পোষ মানবে ?' বললে ডোনাগান।

'কেন মানবে না ?' তক্ষুনি সারভিস নজির তুলে ধরলে, 'আমি "সুইস ফ্যামিলি রবিনসন"-এ পড়েছি বুনো উটপাখি বেশ পোষ মানে। আমি বলছি, একে শুধু পোষ মানাবো না, এর পিঠের ওপর চড়বো !'

বই-পোকা সারভিসের কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না, কিন্তু তবু তার শাকরেদ জুটে গেল গারনেট। দু'জনে চটপট গুহা থেকে একগাছা বড়ো দড়ি

নিয়ে গেলো। সবাই মিলে পাখিটার পা দুটি আর গলা সেই দড়িতে বেঁধে তাকে উপরে টেনে তুললো। কী ভয়ানক জোর পাখিটার গায়ে! কেবল ডানা ঝাপটায়, লাফায় আর চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু যার পা আর গলা দড়িতে বাঁধা, আর মাথা কোট দিয়ে ঢাকা, সে আর শুধু গায়ের জোরে কী করতে পারবে? সকলে তাকে টেনে-হিঁচড়ে গুহার মধ্যে নিয়ে এলো।

উইলকক্স আর সারভিস পাখিটার পা দুটো ফাঁক ক'রে বেঁধে গুহার মধ্যে এক কোণে রেখে দিলে।

কিছুদিন পরে পোষা উটপাখির পিঠে চ'ড়ে বেড়াতে যেতে পারবে শুনে কোসটার, ডোল আর ইভারসন তো মহা খুশি!

উপনিবেশ

এমনিতে গুহাটা মস্ত হ'লে কী হবে, এতজন লোকের পক্ষে সত্যি সেখানে থাকা খুব কষ্টকর। একটুতেই হাঁফ ধরে যায়। কেমন মনে হয় দম বন্ধ হ'য়ে আসবে। শেষকালে কয়েকদিন পরে একটা অধিবেশন ক'রে ছেলেরা ঠিক করলে, ফরাশি গুহার একটা দেয়াল খুঁড়ে ভিতরে আরেকটা ঘর ক'রে নেবে।

কাজটা অবিশ্যি খুব কঠিন নয়, কারণ এদিকের দেয়াল চুনাপাথরে তৈরি, আর চুনাপাথর অত্যন্ত নরম। সামনের দীর্ঘ শীতকালে তারা শাবল আর গাইতি নিয়ে সেই দেয়াল খুঁড়ে অনায়াসেই আরেকটা ঘর তৈরি ক'রে নিতে পারে। কিন্তু খুব সাবধানে কাজ কবতে হবে, হুড়মুড় ক'রে কিছু করতে গেলেই উপর থেকে পাথর ধ'সে পড়তে পারে।

প্রথমে তারা জাহাজের একটা মজবুত দরজা এনে গুহার প্রবেশমুখে লাগালো। দুয়ারের দু-পাশের দেয়াল খুঁড়ে প্রস্তুত করলো দুটো বড়ো-বড়ো ঘুলঘুলি, যাতে গুহার দরজা বন্ধ ক'রে দিলেও ভিতরে বেশ আলো-হাওয়া চলাচল করতে পারে।

ইতিমধ্যে এক-এক ক'রে পনেরো দিন কেটে গেছে গুহায় আসবার পর। হঠাৎ সেদিন, কথা নেই, বার্তা নেই, ঘুম থেকে উঠে তারা দেখতে পেলে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেছে। তুষারঝড়, তুষারবৃষ্টি। সত্যিকার শীতকাল শুরু হ'য়ে গেলো—যাকে বলে, কুমেরু অঞ্চলের কনকনে হাড়-কাঁপানো শীত।

'শীত যখন পড়লো, তখন বাইরে বেরুনোও বন্ধ—একেবারে নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। ইচ্ছে থাকলেও বাইরের কাজকর্ম করার কোনো উপায় নেই। ফলে গুহায় ব'সে খামকা অকারণে সময় নষ্ট না ক'রে এবারে আমরা গুহার দেয়াল খুঁড়তে শুরু করলেই পারি,' বললে ব্রিয়ঁা। 'আমরা যদি গড়েন দিকের দেয়াল খুঁড়তে শুরু করি, তাহ'লে খুঁড়তে-খুঁড়তে শেষকালে হ্রদের কাছে গিয়ে পড়বো, কারণ হ্রদের দিকেই এখানকার গড়েন। তাতে আমাদের হ্রদের দিকে আরেকটা দরজা হবে—এবং তাতে উপকারও হবে যথেষ্ট। কোনো কারণে যদি একদিকের পথ হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যায়, তাহ'লে অন্য দিক দিয়ে আমরা বাইরে বেরুতে পারবো।'

সুতরাং সেদিন থেকেই খননকর্ম শুরু হ'য়ে গেলো।

যে-কোনো কাজেই গোড়ার দিকে সকলেরই খুব উৎসাহ থাকে, তারপর হয়তো আস্তে-আস্তে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। প্রথমে তিন দিন কাজ খুব সুন্দর-ভাবে এগুলো তাদের। চুনাপাথর এত নরম যে তা যেন ছুরি দিয়েও কাটা যায়। তবে ভিতরে জায়গা বড়ো অল্প। সকলে একসঙ্গে কাজ করার কোনো সুবিধে নেই। তাই পালা ক'রেই কাজ করতে লাগলো তারা। তারপর সুড়ঙ্গটা যখন প্রায় চার-পাঁচ ফুট লম্বা হয়েছে তখন একটা আশ্চর্য ভূতুড়ে কাণ্ড ঘ'টে গেলো। ভূতুড়ে কাণ্ড মানে, বুদ্ধিতে তার আর কোনো ব্যাখ্যা মিললো না।

কয়লাখনির ভিতরে লোকে যেমন ক'রে কয়লা কাটে, সেদিন বিকেলবেলায় ব্রিয়ঁাও তেমনিভাবে চুনাপাথর কেটে চলছিলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো—না, মনে হ'লো নয়, সে স্পষ্ট শুনতে পেলো—পাথরের মধ্যে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে! গাঁইতি থামিয়ে সে কান খাড়া ক'রে রইলো। না, মনের ভুল নয়। ওই তো, আবার সেই একই ধরনের শব্দ! ঠিক যেন কার চাপা কান্নার আওয়াজ।

ব্রিয়ঁা তক্ষুনি দেয়াল খোঁড়া বন্ধ ক'রে গরডনের কাছে গিয়ে সেই ভূতুড়ে আওয়াজের কথা জানালে। ব্যাপারটা শুনেই কেন যেন সকলের গা ছমছম ক'রে উঠলো। কাগজের মতো শাদা মুখে গরডন ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, 'ও কিছু না। কী শুনতে কী শুনেছো—তারও ঠিক নেই…'

ব্রিয়ঁা হাঁপাতে-হাঁপাতে চাপা গলায় বললে, 'আমি কিছু ভুল শুনিনি। স্পষ্ট শুনতে পেলুম পাহাড়ের মধ্য থেকে শব্দ আসছে। এসো না, তুমিও একবার নিজের কানে শুনবে, এসো।'

গরডন জানতো ব্রিয়ঁা মিথ্যে ভয় দেখাবে না। তবু সে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করছিলো, কারণ ছেলেরা শুনতে পেলে বিষম ভয় পেয়ে যাবে।

কিন্তু ব্রিয়ঁার কথায় তাকেও এবার ভিতরে যেতে হ'লো। একটু পরে বেরিয়ে এসে ফ্যাকাশে মুখে বললে, 'তাই তো, ব্যাপারটা তো সত্যি! আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ও-রকম ভীতুভাবে চাপা গলায় তাদের কথা বলতে দেখে দেখতে না দেখতে কৌতূহলী হ'য়ে ছেলেরা চারপাশে ভিড় ক'রে এসেছিলো। ডোনাগানের হাতে যথারীতি একটা বন্দুক ছিলো। পুরো ব্যাপারটা শুনে আর গরডনের ভয়-পাওয়া মুখের ভাব দেখে, তাচ্ছিল্যভরে সে বন্দুক নিয়ে বুক ফুলিয়ে ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে সে যখন ফিরে এলো তখন তার দশা এক ভীরু খরগোশের মতো। তারপর একে-একে বাক্সটার, ক্রস, উইলকক্স আর সারভিসও গিয়ে শব্দটা শুনে এলো। সকলেরই মুখ ভয়ে তখন বিবর্ণ, সেই চাপা গর্জন সকলেরই কানে গেছে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। কাজকর্ম বন্ধ রেখে সবাই দল বেঁধে খেতে ব'সে গেলো। সান্ধ্য ভোজের পর আবার ভয়ে-ভয়ে সবাই তদন্ত করবার জন্য একজন একজন ক'রে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে শব্দরহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন আর কোনো শব্দই শোনা গেলো না। আস্তে-আস্তে রাত ন-টা বেজে গেলো—সবাই একসঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। গলার স্বর নিস্তেজ, কী-রকম একটা ছমছমে ভাব সকলের মধ্যে। শব্দটা মোটেই তাদের মনের ভুল নয়, কারণ সে-সময়ে অনেকেই স্বকর্ণে শুনে এসেছে—অথচ, কী আশ্চর্য, এখন আর টুঁ-শব্দটিও শোনা যাচ্ছে না। শেষটায় ব্রিয়ঁা সভাভঙ্গ ক'রে দিলো। বললো, 'যাও, যে-যার শুয়ে পড়ো গিয়ে। কাল আমরা তদন্ত ক'রে দেখবো। দিনের বেলায় ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে নিশ্চয়ই।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই জল্পনা কল্পনা বন্ধ ক'রে সবাই গিয়ে শুয়ে পড়লো। অনিচ্ছা এইজন্যে যে, সবাই এক জায়গায় ব'সে কথাবার্তা কইলে ভয় থাকে না, একা-একা বিছানায় শুলেই কেমন যেন বুক দুরুদুরু করে। ভূত, না অন্য কিছু? ভূতুড়ে কাণ্ডই তো বটে, না-হ'লে পাথরের মধ্য থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ আসে কখনও? এমনকি ডোনাগান সুদ্ধ জুজুর ভয়ে বেশ কাবু হ'য়ে পড়েছিলো।

রাত তখন দুটো, হঠাৎ ফ্যানের গর্জনে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সবাই: সম্ভবত সেই ভূতুড়ে কাণ্ডর অভিজ্ঞতা সকলেরই বুকের উপর কোনো বিষম অস্বস্তির মতো চেপে ব'সেছিলো, সেইজন্যেই একসঙ্গে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি উঠে তারা ছাখে, ফ্যান সেই ভীষণ

অন্ধকারে একবার ক'রে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকছে, আবার পরমুহূর্তেই রাগে ফুলতে-ফুলতে বেরিয়ে আসছে। ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান তখন আবার একে-একে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলে। প্রবেশ করতেই শোনে সেই চাপা গর্জন, এখন সেই ক্ষুব্ধ আওয়াজ যেন আরো স্পষ্ট, আরো ভয়ংকর। সে-শব্দ যেন অনেক দূর থেকে আসছে, অথচ আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে পাহাড়ের ভিতর থেকে। 'কী ব্যাপার?' সবাই আতঙ্কিতভাবে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। সত্যি কোনো ভুতুড়ে ব্যাপার নয় তো? কোনো অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এই গুহার আশপাশে কাঁদুনি গেয়ে ঘুরে বেড়ায় রাতে! ভাবনাটা তাদের মাথার মধ্যে এলেও মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ করলে না।

হঠাৎ ডোনাগান জিগেস করলে, 'আচ্ছা, এটা পাহাড়ের কোনো ঝরনার শব্দ নয় তো?'

'ঝরনার শব্দ কক্‌খনো নয়,' বললে উইলকক্স, 'তাহ'লে মাঝে-মাঝে থেমে যাবে কেন?'

'ঠিক বলেছো,' বললে গরডন, 'আমার তো মনে হয় ওপরের কোনো ফাটলে হাওয়া ঢুকে ও-রকম বিদঘুটে আওয়াজ হচ্ছে।'

সে-কথা শুনে সবাই তখনকার মতো চুপ ক'রে গেলো বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে তারা ফ্যানের উত্তেজিত রকমশকমের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। নিশ্চয়ই হাওয়ার শব্দ হ'লে ফ্যান ও-রকম গর্‌র্‌র্ আওয়াজ ক'রে লাফঝাঁপ দিতো না। বিশেষ ক'রে কুকুরদের স্পর্শাতুরতা তো অতি প্রবল, তারা অনেক অদ্ভুত জিনিশ টের পায়, এমন অনেক শব্দ তাদের কানে আসে বা এমন অনেক কিছু তারা দেখতে পায়, যা হয়তো মানুষের চক্ষুকর্ণে ধরা পড়ে না। এ-সব প্রসঙ্গ কেউ উত্থাপন করলো না, আবার গিয়ে যে যার শুয়ে পড়লো।

কোনো রকমে কাটলো সে-রাত্তিরটা। পরদিন ভোরবেলায় সবাই পাহাড়ে ওঠবার জন্যে গুহা থেকে বেরুলো। মিনিট দশেকের মধ্যেই সকলে সেই ফরাশি গুহার মাথার উপর গিয়ে উঠলো। কিন্তু চারদিকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তারা কোনো ফাটল দেখতে পেলো না। পাহাড়ের উপর নিবিড় ঝোপঝাড়, ভালো ক'রে খোঁজাও দুষ্কর। শেষে সবাই হতাশ হ'য়ে উপর থেকে নেমে এলো।

আবার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শুরু হ'লো। বেলা বারোটা পর্যন্ত বেশ নির্বিঘ্নে কাজ চললো। কিন্তু বারোটার সময় আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। সেই সময় গর্ত খুঁড়ছিলো বাক্সটার। হঠাৎ তার মনে হ'লো, গর্তের দেয়াল যেন কী-রকম কাঁপা-কাঁপা মনে হচ্ছে। গাঁইতির শব্দে মনে হয় যেন ওদিকে পাহাড়ের

মধ্যে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর আছে। বাস্কটার তখন মহোৎসাহে নবোদ্যমে গাঁইতি চালাতে লাগলো।

বেলা দুটোর সময় সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ ক'রে সবাই যখন খেতে বসেছে, তখন হঠাৎ গরডনের খেয়াল হলো, গুহার মধ্যে ফ্যানের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্যান কোথায় গেলো? ফ্যান তো দিনরাত গুহার মধ্যেই থাকে, কেউ বাইরে না-গেলে সেও কখনও বেরোয় না। আর খাওয়ার সময় তো ফ্যানের নিয়ম হচ্ছে আগে থেকেই টেবিলের তলায় এসে বসা। এখন সে গেলো কোথায়? গরডন আর সারভিস দরজার কাছে গিয়ে ফ্যানের নাম ক'রে কত ডাকলো, আশেপাশে কত খুঁজে দেখলো, কিন্তু কোনোখান থেকে তার কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

রাত যখন দুটো, সকলে তখন মন খারাপ ক'রে ঘুমোতে গেছে। ফ্যানকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, গুহার ভিতরে বাতির চাপা কাঁপা-কাঁপা আলোয় ঘুমের আমেজ লেগে আছে, হঠাৎ একটা গভীর আর্তনাদ শুনে তাদের তন্দ্রা ভেঙে গেলো। কে যেন অসহ্য যন্ত্রণায় থেকে-থেকে ককিয়ে উঠছে। একে গভীর থমথমে রাত্তির, তায় আবার ঘুমের ঘোর; সকলের মনে হ'তে লাগলো এবার নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে কোনো দত্যি-দানা এসে ঢুকবে।

কারু মুখে কোনো সাড়া নেই, কেবল সেই একটানা ভুতুড়ে ডুকরানির মধ্যে বিমূঢ় ও আতঙ্কিত মুখে সবাই গোল-গোল চোখে তাকিয়ে বসে ব্যাপারটা কী অনুধাবন ক'রে দেখার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ ব্রিয়াঁ চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই শোনো, ঠিক সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে কান্নার শব্দ আসছে!'

বলে, আর এক মুহূর্তও দেরি না ক'রে সে সুড়ঙ্গের দিকে ছুটে গেলো। বাকি সবাই তখন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব ও আতঙ্কিত—আর একেবারে ছোটোরা ভয়ে কম্বলের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে। কেউ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এখন তাদের কী করা উচিত।

ব্রিয়াঁ ফিরে এলো একটু পরেই। এসে বললে, 'কান্নাটা আসছে, মনে হয়, ওদিককার গহ্বর থেকে। নিশ্চয়ই হ্রদের দিকে গহ্বরের মধ্যে ঢোকার কোনো রাস্তা আছে—সেখান দিয়ে বুনো জানোয়ারেরা এসে গহ্বরের মধ্যে আস্তানা পেতেছে।'

হয়তো ব্রিয়াঁর অনুমানই ঠিক। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা হ'লো না। এই নিশুতি রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বেরিয়ে অনুসন্ধান করার ইচ্ছেও কারু তেমন দেখা গেলো না। সবাই আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে

পড়লো। কাল দিনের বেলায় যা-হোক কিছু একটা ভেবে বার করা যাবে।

পরদিন সকালবেলায় কিন্তু তাদের ভীতু ভাবটা কেটে গেলো। রাতের ভুতুড়ে কান্না সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তাই হ'লো না—ব্যাপারটা নিয়ে দিনের বেলায় হই-চই করতে কেমন যেন লজ্জা হ'লো। কত কারণেই তো ও-রকম আওয়াজ হ'তে পারে, তা নিয়ে মিথ্যে অমন ঘাবড়ে যাবার কী আছে?

আবার দেয়াল খোঁড়া চললো। দুপুরের পর দেয়ালটাকে তাদের খুবই ফাঁপা ঠেকতে লাগলো—মনে হ'লো আর ইঞ্চি দু-এক খুঁড়লেই ওদিককার গহ্বরের দেখা পাওয়া যাবে। গহ্বরের মধ্যে না-জানি কোন আমিষখোর বুনো জানোয়ার লুকিয়ে আছে—গুহার সঙ্গে যোগাযোগ হ'লেই এসে হয়তো ছেলেদের আক্রমণ করবে। তাই ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স—চারজনে চারটি বন্দুক বাগিয়ে ধ'রে তৈরি হ'য়ে গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

তখনো দেয়াল খুঁড়ছিলো ব্রিয়াঁ। হঠাৎ শাবলের একটা চাড় দিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠলো। আর শাবলের ঘায়ে যেমন দেয়াল থেকে একটা প্রকাণ্ড চাঙড় ভেঙে পড়েছে, হাতের শাবলটাও সঙ্গে সঙ্গে হাত ফশকে ওদিককার গহ্বরের মধ্যে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে। ব্রিয়াঁ তখন খালি হাতে তাড়াতাড়ি গুহার মধ্যে পেছিয়ে এলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেই ভাঙা ফাটলের মধ্য থেকে একটা জন্তু এক লাফে গুহার মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়েও ডোনাগানরা হঠাৎ থেমে গেলো। জন্তুটা আর-কেউ নয়, তাদেরই বড়ো আদরের ফ্যান। ফ্যান গুহায় ঢুকেই কারু দিকে না-তাকিয়ে প্রথমে ছুটে গেলো মেঝেয় বসানো একটা জলভরা পাত্রের দিকে। জলে মুখ ডুবিয়ে প্রথমে চকচক ক'রে সে পেট পুরে প্রচুর জল খেয়ে নিলে, তারপর ল্যাজ দুলিয়ে ফিরে এলো ছেলেদের কাছে। এসে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগলো, মুখ তুলে বার-বার তাদের দিকে তাকাতে লাগলো—মুখে এখন তার এতটুকু রাগের চিহ্ন নেই।

এইবারে গহ্বর পরীক্ষার পালা। ভয়ে সকলেরই বুক দুরুদুরু করছে, কিন্তু তবু সাহস ক'রে একে-একে সবাই সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে গিয়ে নামলো। ফ্যান যখন সারা রাত ওই গহ্বরের মধ্যে কাটাতে পেরেছে, অথচ গায়ে তার এতটুকু আঁচড় লাগেনি, তখন এত ভয় পাবার আর কী আছে—এই তারা ভাবলে।

প্রকাণ্ড গহ্বর। চওড়ায় ফয়াশি গুহার মতো, কিন্তু লম্বায় তার ডবল; শক্ত গ্র্যানিট পাথরের মেঝে। অন্ধকার গহ্বর দেখে ওরা ভেবেছিলো ভিতরের

বাতাস হয়তো বা বিষাক্ত। কিন্তু দেখা গেলো হাতের লণ্ঠন দিব্যি জ্বলছে। নিশ্চয়ই কোনো ফাটল দিয়ে বাইরে থেকে খোলা হাওয়া আসে। আর তা যদি না-ই থাকবে তো ফ্যানই বা তার ভিতরে গিয়েছিলো কেমন ক'রে? আলো হাতে তারা চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলো। এত বড়ো গুহায় হাতের একটা লণ্ঠনে কতটুকুই বা আলো হয়? অনেকটাই আছে অন্ধকারে ঢাকা।

হঠাৎ কিসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে উইলকক্স ওযেবের কাঁধ আঁকড়ে ধ'রে বেঁচে গেলো। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে নিচে হাত দিয়ে ত্মাখে একটা ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ রোমশ দেহ প'ড়ে আছে মেঝেয়। উইলকক্স ভয়ে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

উইলকক্সের আর্তনাদ শুনে ব্রিয়াঁ তাড়াতাড়ি লণ্ঠন নিয়ে এসে ত্মাখে মৃত-দেহটি অন্য-কিছুর নয়, একটা প্রকাণ্ড শেয়ালের। ব্রিঁয়া বললে, 'এ নিশ্চয়ই আমাদের ফ্যানের কাজ!'

'এখন বোঝা গেলো,' বললে গরডন, 'এই দু-দিন আমরা কোনো ভূতুড়ে কান্না শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।'

কিন্তু এরা ভেবে পেল না এই গহ্বরের মধ্যে শেয়াল-কুকুর দুটি ঢুকেছিলো কী ক'রে? প্রবেশপথ তো দূরের কথা, কোথাও আলো-হাওয়া আসার একটা ছোট্ট ফোকর অবধি দেখা যাচ্ছে না। ফ্যান তখন তাদেরই সঙ্গে পায়ে-পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। সারভিস তাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'ফ্যান, বল্ দিকিন, তুই কী ক'রে ভিতরে ঢুকেছিলি? আমরা যে খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে উঠলুম!'

নিজের নামটা শুনে ফ্যান ছোট্ট দুটি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে মাথা দুলিয়ে তার আনন্দ প্রকাশ ক'রলো। সে যে তাদের সব তদন্তের সমাধান ক'রে দেবে, এমন-কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

ব্রিয়াঁর মাথাটি ভারি উর্বর। এরই মধ্যে তার মাথায় একটি ফন্দি গজিয়েছে। সকলকে সেই নতুন গহ্বরের মধ্যে থাকতে ব'লে সে ফরাশি গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হ্রদের তীরের সেই পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে চললো। সে চীৎকার ক'রে সকলের নাম ধ'রে ডাকে, ছেলেরাও ভেতর থেকে চীৎকার ক'রে উত্তর দেয়।

এই ভাবেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবেশপথটা আবিষ্কার করা গেলো। পাহাড়ের কোলে একটা নিবিড় ঝোপের মধ্যে একেবারে মাটি বরাবর একটা গর্ত : সেই গর্ত দিয়েই শেয়াল আর কুকুর গহ্বরের মধ্যে ঢুকেছিলো। কিন্তু ভিতরে ঢুকে ফ্যান কেন আর বেরিয়ে আসতে পারছিলো না? এই প্রশ্নেরও উত্তর সহজেই পাওয়া

গেলো। ফ্যান ভিতরে ঢোকবার পরে কোনোরকমে একটা আলগা পাথর ধ'সে প'ড়ে গহ্বরের প্রবেশপথ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো—তাই ফ্যান ওই গহ্বরেই বন্দী হ'য়ে পড়েছিলো—আর বেরুতে পারছিলো না।

দ্বিতীয় গহ্বরটার নাম রাখা হ'লো হলঘর। এবার থেকে হলঘরেই সকলের শোবার ব্যবস্থা হবে, ফরাশি গুহাটা হবে ভাঁড়ার ঘর আর রন্ধনশালা। সব আশবাবপত্তর এবার হলঘরে নিয়ে আসা হ'লো। হ্রদের দিকের প্রবেশপথে বসানো হ'লো একটা দরজা, আর দরজার দু-দিকে দুটি ঘুলঘুলি বানিয়ে আলো-হাওয়ার ব্যবস্থাও করা হ'লো। দুই গুহার মাঝখানের গলিটার দু-পাশে তারা দুটি চোরাকুঠুরিও তৈরি করলে—সেখানে তালা বন্ধ ক'রে রাখা হ'লো সব অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক ও গুলিবারুদ।

একদিন সন্ধেবেলায় গোল হ'য়ে ব'সে তারা নানারকম গল্প করছে, হঠাৎ গরডন বললে, 'এই দ্বীপেই যখন আমাদের চিরদিন বাস করতে হবে—অন্তত যতদিন না কোনো জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে ততদিন তো বটেই—তখন দ্বীপের বিভিন্ন অংশের একেকটা নাম দেয়া দরকার। অনেকগুলো নাম চাই। যে-উপসাগরে আমাদের জাহাজ ভেসে এসে ভিড়েছিলো, প্রথমেই চাই তার একটা নাম। তারপর নদীর একটা নাম চাই। হ্রদের, ওই পাহাড়টার, জলাভূমির, ওদিককার অন্তরীপের—সবকিছুর জন্যেই নাম ঠিক করতে হবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে সারভিস বললে, 'গরডন ঠিক বলেছে। আমরা যে একেকজন খুদে রবিনসন ক্রুসো, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং দ্বীপের প্রত্যেকটা অংশের নামকরণ করতে হবে আমাদের।'

ডোনাগান বললে, 'আমাদের জাহাজটা স্কুনার জাতীয় ছিলো, সুতরাং উপসাগরের নাম হোক স্কুনার উপসাগর।'

'বেশ ভালো নাম,' বললে ক্রস, 'কিন্তু উপসাগরের মধ্যে যে-নদীটা গিয়ে পড়েছে, তার নাম কী হবে?'

'কেন, জীল্যাণ্ড রিভার,' বললে বাক্সটার, 'নামটা আমাদের দেশের কথা মনে পড়িয়ে দেবে।'

গারনেট বললে, 'তবে হ্রদের নাম কী হবে?'

'দেশের স্মৃতিতে যেমন নদীর নাম করা হ'লো,' বললে ডোনাগান, 'তেমনি আমাদের আত্মীয়স্বজনের স্মরণে হ্রদের নাম হোক ফ্যামিলি লেক।'

এইভাবে পাহাড়টার নাম রাখা হ'লো অকল্যাণ্ড হিল, অন্তরীপটার নাম ঠিক হ'লো ফল্‌স্ পয়েন্ট। বনের যেখানে ফাঁদ দেখা গিয়েছিলো সেখানটার

নাম হ'লো ট্র্যাপ উড্‌স্‌। স্থুনার যে আর অকল্যাণ্ড হিলের মধ্যকার নাম রাখা হ'লো বসউড। জলাভূমিটা দ্বীপের গোটা দক্ষিণ দিক জুড়ে ব'লে তার নামকরণ হ'লো সাউথ মুর। ঝরনাটার নাম রাখা হ'লো ডাইক ক্রীক। দ্বীপের যে তীরে এসে জাহাজ ভিড়েছিলো, তার নাম হ'লো রেক কোস্ট। হ্রদের আর নদীর তীরের মধ্যবর্তী জায়গাটার নাম হ'লো গেম ফরেস্ট, কারণ সেখানেই ছেলেদের খেলাধুলো করতে সুবিধে হবে। বদোয়াঁর ম্যাপ থেকে জানা গিয়েছিলো দ্বীপের উত্তরে আর দক্ষিণে আরো দুটো অন্তরীপ আছে, পশ্চিমেও আরেকটা। ওই তিনটে অন্তরীপের নাম রাখা হ'লো ব্রিটিশ কেপ, আমেরিকান কেপ আর ফ্রেঞ্চ কেপ।

এইভাবে দ্বীপের নানা অংশের একেকটা নাম ঠিক করা হ'লে পর ব্রিয়াঁ বললে, 'তোমরা এত জিনিশের নাম দিলে, কিন্তু আসল জিনিশেরই কোনো নাম দিলে না! এই দ্বীপের একটা নাম হওয়া উচিত নয় কি?'

অমনি সারভিস বললে, 'এর নাম হোক বেবি আইল্যাণ্ড—আমরা এতগুলি ছেলে যখন এই দ্বীপের উপর এসে উঠেছি।'

তখন কোসটার বললে, 'কিন্তু আমরা সবাই যখন চারম্যান স্কুল থেকে এসেছি তখন দ্বীপের নাম হওয়া উচিত চারম্যান আইল্যাণ্ড।'

সবাই উল্লসিত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'বেশ নাম, খাশা নাম! বেশ একটা ভৌগোলিক গন্ধও আছে।'

কোসটার মুখটা গম্ভীর আর ভারিক্কি করার চেষ্টা করলে। নেহাত যে-সে ছেলে তো আর সে নয়—তার মাথা থেকেই তো দ্বীপের অমন সুন্দর নামটা বেরিয়েছে!

এত সব নাম দিতে-দিতে রাত অনেক হ'য়ে গিয়েছিলো—কারু-কারু বেশ ঘুম পাচ্ছিলো। দু-চারজন তো বেঞ্চি থেকে উঠেও দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু এমন সময় ব্রিয়াঁ এমন একটা কথা বললে যে সকলেই বেশ উত্তেজিত ও আনন্দিত-ভাবে আবার জমিয়ে ব'সে পড়লো, কেবল ডোনাগান ছাড়া—তার মুখটা কেন যেন শুকিয়ে একেবারে আমশি হ'য়ে গেলো।

ব্রিয়াঁ বললে, 'দ্বীপের নামকরণ তো হ'লো, কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর একটা কাজ আমাদের বাকি আছে। আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটার ওপর শাসন করবার জন্যে আমাদের একজন নেতা দরকার। তাতে আমাদের সুবিধে অনেক। কারণ সব বিষয়ে আমাদের মতের মিল কিছুতেই হবে না, মনোমালিন্য দেখা দেবেই। তাই একজন দলপতির দরকার, যার কথা সকলকে মাথা

পেতে নিতে হবে। এখন কে সেই দলপতি হবে, তা তোমরাই ঠিক ক'রে নাও।'

ডোনাগানের বুক দুরুদুরু করতে থাকলো। এতদিন সে বেশ স্বাধীনভাবে খেয়াল-খুশিমতো চলাফেরা করেছিলো, কিন্তু ব্রিয়াঁ এখন আবার এ কী ফ্যাসাদ বাধালো! কিন্তু ব্রিয়াঁর কথা শুনে সকলেই তখন সমস্বরে মহোৎসাহে ব'লে উঠেছে, 'ঠিক কথা! একজন দলপতি আমাদের চাই।'

ডোনাগানের ভারি ইচ্ছে সে নিজেই নেতা হয়। কিন্তু সেদিকে আশা খুব কম, কারণ ব্রিয়াঁরা দলে ভারি। কিন্তু ডোনাগানের উপস্থিত বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। চট ক'রে সে ব'লে উঠলো, 'বেশ, দলপতি একজন হোক, কিন্তু তার শাসনের সময় নির্দিষ্ট থাকা দরকার। ধরো, এখন এক বছরের জন্যে কেউ নেতা নির্বাচিত হ'লো, পরে এক বছর পরে আবার আরেকজন হবে আরেক বছরের জন্যে।'

ব্রিয়াঁ কিন্তু ডোনাগানের মতলব বুঝতে পেরেছিলো। তাই সে বললো, 'ডোনাগানের কথা খুবই ঠিক, কিন্তু এক বছর পরেও আগের দলপতি আবার নির্বাচিত হ'তে পারবে—সে-বিষয়ে কোনো বাধা থাকবে না।'

এরপর আর ডোনাগানের কিছুই বলার রইলো না। ব্রিয়াঁও মতামত নিয়ে আর বেশি সময় নষ্ট করলে না। বললে, 'এবারে দলপতি নির্বাচিত হোক। আমার মতে গরডনকে দলপতি করাই সবচেয়ে ভালো। এতে তোমাদের কারু কোনো আপত্তি আছে?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মোটেই না! মোটেই না!'

'তাহ'লে আজ থেকে এক বছরের জন্যে গরডন আমাদের নেতা ও এই চারম্যান আইল্যাণ্ডের শাসনকর্তা নির্বাচিত হ'লো। এবার থ্রি চিয়ার্স ফর গরডন!'

'হিপ-হিপ-হিপ্ হুরে' ধ্বনির মধ্যেই চারম্যান আইল্যাণ্ডের উপনিবেশের প্রথম নেতা গরডনের সম্মানে পরদিন দুপুরে মোকো এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করবে ব'লে জানিয়ে দিলে।

ছেলেরা হই-চই করতে-করতে যে-যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

চিয়ার্স ফর বাক্সটার

গরডনের সুশাসনে শীতকালটা বেশ ভালোয়-ভালোয় কেটে গেলো। ছেলেরা ধ'রেই নিয়েছে যে এই দ্বীপেই তাদের দিন কাটাতে হবে—কাজেই যাতে দিনগুলো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে না-কাটে, যাতে আনন্দে আর স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যায়, সেইজন্যে কেউই কাজেকর্মে কোনো গাফিলতি করে না। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে ব'লেই বেশ সন্তুষ্ট আছে।

২৬শে অক্টোবর দ্বীপে বেশ একটা মজার কাণ্ড হ'য়ে গেলো। সারভিস আগের দিন ব'লে রেখেছিলো আজ সে উটপাখিটার পিঠের উপর চ'ড়ে বসবে, তাই সকালবেলাতেই তার কাণ্ড দেখতে ছেলেরা কোলাহল ক'রে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। প্রথমে সারভিস অনেক কসরত ক'রে, অনেক কষ্টে, পাখিটার পিছনে গিয়ে তার গলায় একটা লাগাম আর মাথায় একটা ঢাকনি পরিয়ে দিলে। এগুলো সে অনেক পরিশ্রম ক'রে নিজেই তৈরি করেছিলো। গরডন অবশ্য প্রথমটায় অনেক বারণ করেছিলো, কিন্তু খুদে রবিনসন ক্রুসো এই সারভিস একেবারে নাছোড়বান্দা। লাগাম পরাবার পরে সারভিস পাখিটার পায়ের দড়ি ধ'রে টেনে গুহার বাইরে নিয়ে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে শোরগোল করতে-করতে অন্য ছেলেরাও চললো। না-জানি উটপাখির পিঠে চড়তে কী মজা! সারভিস যদি প্রথমে চ'ড়তে পারে, তাহ'লে তারাও এক-আধবার চেষ্টা ক'রে দেখবে। বাইরে নিয়ে এসে বাক্সটার আর গারনেট পাখিটাকে সজোরে চেপে ধ'রে রইলো, আর সারভিস হেঁট হয়ে তার পায়ের দড়ি খুলে দিলে।

এবারে পাখিটা সম্পূর্ণ মুক্ত। সামনেই আবার নিবিড় বন। কাজেই বাক্সটার আর গরনেট পাখিটার দু-পাশে দাঁড়িয়ে তাকে প্রাণপণে চেপে ধ'রে রইলো, যাতে পাখিটা কিছুতেই পালাতে না পারে। এই ফাঁকে সারভিস অনেক কসরত ক'রে পাখিটার পিঠের উপর চ'ড়ে ব'সে লাগাম টেনে ধরলে। গারনেট আর বাক্সটারকে ছেড়ে দিতে বলতেই তারা ছেড়ে দেবে, কিন্তু 'ছেড়ে দাও' কথাটি আর সারভিসের মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরোতে চায় না। কেমন যেন ভয় করছে। কী জানি, যদি পালাতে গিয়ে পাখিটা কোনো বিষম কাণ্ড ক'রে বসে! শেষটায় অনেক কষ্টে বুকে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে সারভিস বললে, 'এইবার ছেড়ে দাও।'

অমনি বাক্সটার আর গারনেট পাখিটাকে ছেড়ে দিলে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ছাড়া পেয়েও পাখিটা নড়ে না কেন? বোধহয় পাখির চোখদুটি বন্ধ ব'লেই পাখিটা নড়ছে না, এই ভেবে সারভিস হাতের ছড়ি দিয়ে তার মাথার ঢাকনিটা খুলে দিলে। যেই না ঢাকনি খোলা, অমনি পাখিটা দু-পাখা ছড়িয়ে একেবারে তীরের মতো বনের দিকে ছুটে চললো। সারভিস বেশ ভয় পেয়ে প্রায় তার পিঠের উপর শুয়ে দু-পায়ে তাকে আঁকড়ে ধ'রে দু-হাতে লাগাম চেপে থাকলো! পাখি তখন উল্কার মতো ধাবমান। পিছনে চীৎকার করতে-করতে ছেলেরা ছুটে আসছে। সারভিসকে নিয়ে এই সর্বনেশে রাক্ষুসে পাখি কোথায় চলেছে!

সকলেরই ভয় হ'তে থাকলো: সারভিসকে বুঝি তারা চিরকালের মতো হারালো? পাখিটা যে ক্রমেই চোখের আড়ালে চ'লে যাচ্ছে! হঠাৎ তারা দেখতে পেলে সারভিস কেমন ক'রে যেন পাখির পিঠ থেকে আচমকা মাটির উপর ছিটকে পড়লো, আর পাখিটা পরমুহূর্তেই লাগাম-সমেত দূর বনের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছেলেরা সারভিসের কাছে এসে পড়লো। বেচারি তখনও মাটি থেকে উঠতে পারছে না। পাখির পিঠ থেকে প'ড়ে গিয়ে হয়তো তার কোমরটাই ভেঙে গেছে! সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে টেনে তুললো। দেখা গেলো তেমন-কিছু গুরুতর আঘাত তার লাগেনি।

কোনোমতে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে-করতে সারভিস বললে, 'হায়-হায়! আমার অমন সুন্দর পাখিটা চ'লে গেলো!······নচ্ছার, অকৃতজ্ঞ কোথাকার!'

ডোনাগান হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি যে প্রাণে বেঁচেছো, এইজন্যই তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। পাখির কথা আর মুখেও এনো না!'

সারভিস তখন বনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওরে হতচ্ছাড়া বেইমান পাখি, তোকে অ্যাদ্দিন ধ'রে খাওয়ালুম, এত সেবা করলুম, আর তুই কিনা তার এমন প্রতিদান দিয়ে গেলি!'

উটপাখির অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সহাস্য আলোচনা করতে-করতে সবাই ফরাশি গুহায় ফিরে এলো।

এদিকে নভেম্বর মাস আসন্ন। এতদিন তো শীতের ভয়ে সবাই কাবু হ'য়ে ছিলো—গুহা থেকে বিশেষ বেরুনো যায়নি। কিন্তু এবার দ্বীপটাকে একটু ভালো ক'রে দেখা দরকার। গোটা চারম্যান আইল্যাণ্ডের কোথায় কী আছে,

সেটা তাদের নখদর্পণে থাকা উচিত। সময় নষ্ট না ক'রে ছেলেরা তখনই অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

নভেম্বরের পাঁচ তারিখে গরডন, ডোনাগান, বাক্সটার, ওয়েব, ক্রস আর সারভিস—এই ছ-জন কুকুর ফ্যানকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরুলো। জিনিশ-পত্রের মধ্যে গরডন, ডোনাগান আর বাক্সটার এই তিনজনে নিলে তিনটে বন্দুক আর তিনটে পিস্তল। দলের অন্য সবাই নিলে একটা ক'রে বড়ো ছোরা। তাছাড়া নিলে দুটো কুড়ুল, একগাছা ল্যাসো, একগাছা বোলা আর একটা স্যুটকেসের মধ্যে সেই রবারের নৌকোটা। ভারি সুন্দর এই নৌকো, ওজনে বড়ো-জোর পাঁচ-ছ সের। ব্যাগের মধ্যে তা ভাঁজ ক'রে নেয়া যায়, আবার তাইতে ক'রে নদী পার হওয়াও যায়। গরডন আবার ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর ম্যাপের একটা নকলও সঙ্গে নিলে।

কয়েক দিন ধ'রে একটানা হাঁটতে-হাঁটতে তারা অবশেষে সেই হ্রদের সীমানায় এসে পৌছোলো। এ-কদিন তারা বুনো খরগোস আর জংলি পাখির মাংস খেয়ে কাটিয়েছে। কখনও বা তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটিয়েছে খোলা আকাশের তলায়, নতুন-নতুন দৃশ্যও দেখেছে অনেক। ডোনাগানের ইচ্ছে ছিলো ফ্যামিলি লেকের ওপারটাও দেখে আসে। কিন্তু গরডন বললে, 'না, এবার ফিরতে হবে।' নেতার আদেশ, তাই ডোনাগান আর-কোনো উচ্চবাচ্য না-ক'রে তার কথাই মেনে নিলো।

ফেরার পথে এক জায়গায় তারা দেখলে মস্ত একটা গাছ—প্রায় আশি ফুট উঁচু। আর কী প্রকাণ্ড তার শাখা-প্রশাখা! এর পাশেই তারা আবার আবিষ্কার করলে চা-বাগান। সঙ্গে নমুনা হিশেবে কয়েকটা গাছ তারা তুলে নিলে। পরে সুবিধে-মতো এসে আরো পাতা তুলে নিয়ে গেলেই চলবে।

চা-বাগান পেরিয়ে চ'লে আসছে, এমন সময় হঠাৎ গরডন থেমে গিয়ে বাক্স-টারের হাত ধরে ফিশফিশ করে বললে, 'বাক্সটার, ওই ছাখো, পাহাড়ের কোলে মাঠের উপর ছাগলের মতো কী সব জন্তু চরে বেড়াচ্ছে!'

বাক্সটার তাকিয়ে বললে, 'ছাগল হবে কি? না কি অন্য কোনো জানোয়ার?'

গরডনও ভালো করে তাকিয়ে বললে, 'না ঠিক ছাগল নয়—তবে ছাগল-জাতীয় কোনো জন্তু নিশ্চয়ই। যাই হোক, এদের একটাকে তুমি কি পাকড়াতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?' বাক্সটার কেবল ছোট্ট ক'রে বললে।

বনের আড়ালে কিছু দূরে একটা বিস্তৃত মাঠ, সেই মাঠেই ছ-সাতটা ছাগল-জাতীয় জন্তু চ'রে বেড়াচ্ছিলো। তখনও পর্যন্ত তারা ছেলেদের দেখতে পায়নি, কাজেই বেশ নির্ভাবনাতেই তারা ঘাস খাচ্ছিলো। গরডন আর বাক্সটার অতি সাবধানে পা টিপে-টিপে তাদের দিকে এগুতে লাগলো। কোনো সাড়া-শব্দ কিছু নেই, হঠাৎ দেখা গেলো সবচেয়ে বড়ো ছাগলটা শূন্যে মুখ তুলে নাক দিয়ে কী যেন শুঁকবার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তে সেটা পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাবার উপক্রম করলো, আর তার দেখাদেখি বাকিগুলোও। তখন বাক্সটার চোখের নিমেষে তাদের সামনে ছুটে গিয়ে ক্ষিপ্র হাতে সেই সুদীর্ঘ বোলা একটার উপর ছুঁড়ে মারলে। অদ্ভুত তার হাতের টিপ, আর অব্যর্থ সেই বোলার নাগপাশ! কিছুতেই তাগ ফসকালো না, বোলাটা চোখের পলকে একটি ধাবমান ছাগলের উপর পড়ে তাকে জড়িয়ে ফেললো। বাকি ক-টা সঙ্গে-সঙ্গে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো—আর একটু দেরি হ'লেই এটাকেও আটকানো যেতো কি না সন্দেহ।

গরডন আর বাক্সটার তখন দৌড়ে সেই ছাগলটার কাছে গিয়ে ছাখে, সেটা মাটির উপর পড়ে বোলার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা ক'রে চলেছে। তার দুটি বাচ্চাও মায়ের এই দুর্দশা দেখে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। গরডন তাড়াতাড়ি সেই হতভম্ব বাচ্চাদুটিকে ধ'রে ফেললে, ওয়েব তাদের ধ'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলে।

'এগুলো কি সত্যিই ছাগল?' গরডনকে জিগেস করলে বাক্সটার, 'কী অদ্ভুত গড়ন এদের!'

গরডন বললে, 'না, এদের বলে ভিকুনা, শাদা কথায় অবিশ্যি এক ধরনের পাহাড়ি ছাগলই বলা চলে। এরা খুব দুধ দেয়।'

ভিকুনাগুলো দেখতে সত্যিই অদ্ভুত। ছাগলের মতো চেহারা হলেও তাদের পায়ের খুরগুলো ভয়ানক লম্বা, গায়ের লোম রেশমের মতো, মাথাটা দেহের তুলনায় নিতান্তই ছোটো, শিঙের কোনোই বালাই নেই।

পরদিন আবার আরেক ব্যাপার। ডোনাগান, ক্রস আর ওয়েব ফ্যানকে নিয়ে আগে-আগে চলেছে, পিছনে-পিছনে আসছে গরডনরা—দু-দলের মধ্যে প্রায় একশো গজের ব্যবধান। গাছপালা এখানে খুবই ঘন, তাই এক দল অন্য দলকে দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ পিছনের ছেলেরা অতর্কিতে সামনে কিসের কোলাহল শুনে চমকে উঠলো। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে কিঞ্চিৎ ভয়ই পেল তারা। সামনের দলটির কোনো বিপদ-আপদ হ'লো না তো? তাড়াতাড়ি

তারা সামনের দিকে ছুটলো। কিন্তু বেশি দূর তাদের যেতে হ'লো না—প্রায় পরক্ষণেই দেখতে পেল, আগাছা জঙ্গল সরিয়ে কী একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার হুড়মুড় ক'রে তাদের দিকে ছুটে আসছে। একটু কাছে আসতেই তাখে, ঘোড়ার মতো একটা প্রকাণ্ড জন্তু। দেখেই বাক্সটার আর ইতস্তত করল না, তক্ষুনি তার বোলা ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গুলি কোরো না, গুলি কোরো না! ব্যাটাকে জ্যান্ত ধরবো।'

ওদিকে ডোনাগানও ছুটে আসতে-আসতে বলতে লাগলো, 'আমার গুলিটা বড়ো-জোর ফশকে গেছে! ক্রস, আর দেরি করছ কেন? গুলি করো, চালাও...'

'খবরদার কেউ গুলি চালিও না,' হাত নেড়ে বারণ করল গরডন, 'এটা আমাদের মাল-বওয়া কুলি হবে!'

বাক্সটারের বোলার নাগপাশে বন্দী হ'য়ে সেই অদ্ভুত জন্তুটা তখন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েছে। চার পা ছুঁড়ে সে কী অসহায় আর্ত স্বরে নালিশ জানাচ্ছে! সকলে তফাতে দাঁড়িয়ে জন্তুটাকে দেখতে লাগলো।

সারভিস জিগেস করলে, 'এ আবার কী জন্তু, গরডন? খানিকটা ঘোড়ার মতো দেখতে, আবার খানিকটা উটের মতো? এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো "রবিনসন ক্রুসো" বা "সুইস ফ্যামিলি"-তে নেই!'

গরডন বললে, 'এ নিশ্চয়ই গুঅনাকো। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম এলাকায় এদের পাওয়া যায়।'

গুঅনাকো অনেকটা উটের মতো দেখতে হলেও আসলে এক ধরনের ঘোড়াই। গায়ের রঙ আবার চিতল হরিণের মতো। বড়ো শান্ত আর নিরীহ হয় এরা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তার পা ছোঁড়া শেষ হ'লো। এখন যেন করুণ চোখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সাহায্য চাচ্ছে। তার মুখের ভাব দেখে বোঝা গেলো, এ সহজেই পোষ মানবে। তখন তাকে দিয়ে মাল বওয়ানো তো যাবেই, তার পিঠেও চড়া যাবে। বাক্সটার তার গলায় ল্যাসোর ফাঁস পরিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বোলার পাশ খুলে দিলে। কী আশ্চর্য! ছাড়া পেয়েও গুঅনাকোটা একটুও পালাবার চেষ্টা করলে না।

আর দেরি না করে সবাই ফরাশি গুহার দিকে ফিরে চললো। অভিযান বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। চা-বাগান আবিষ্কার করা গেছে, দুটো বাচ্চা-সমেত ভিকুনা আর সর্বোপরি একটা নিরীহ অথচ শক্তিশালী গুঅনাকো ধরা গেছে। ডোনাগানের বন্দুকের চেয়ে আদিম যুগের ল্যাসো আর বোলা যে

অনেক সময়ই বেশি কাজে আসে, এ-কথা সবাই—এমনকি ডোনাগান স্বদ্ধ—স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো। অবশ্য বাক্সটারের কৃতিত্বও কম নয়। কী রকম ওস্তাদের মতো এ-সব আদিম নাগপাশগুলো সে ব্যবহার করতে শিখেছে—কী ক্ষিপ্র আর কী তাগ! কিছুতেই তার লক্ষ্য ফসকায় না। বন্ধুরা সবাই এক-সঙ্গে বাক্সটারকে শাবাশ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'চিয়ার্স ফর বাক্সটার, হুর্রে!'

২

দ্বীপের রহস্য

ফরাশি গুহায় এই ক-দিন সকলেই বেশ ভালো ছিলো, কিন্তু জাকের হাবভাব ব্রিয়ঁাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুললে। সেই প্রাণখোলা হাশিখুশি হৈ-চৈ-করা জাকের মনে এ কী বিপর্যয় এলো! সারাক্ষণ কালো মুখ ক'রে ব'সে থাকে, কী যেন ভাবে সব সময়; মুখে সেই দীপ্তি নেই, কথায়-বার্তায় নেই ফুর্তির লেশ-টুকুও। একদিন জাককে আড়ালে ডেকে এনে ব্রিয়ঁা খোলাখুলি জিগেস করলে, 'জাক, তোর কী হয়েছে খুলে বল, আমার কাছে লুকোসনি।'

শুকনো হেসে জাক বললে, 'কী আবার হবে? কিছু না।'

'উঁহু, তা হ'তেই পারে না।' বললে ব্রিয়ঁা, 'আমি তো তোকে জানি—কোনো কারণ না থাকলে এমনিতে গোমড়া মুখে ব'সে থাকার ছেলে তুই নোস। বল, কী হয়েছে—দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

জাক তো কিছুই বলতে চায় না, কেবলই এড়িয়ে যায়। কিন্তু ব্রিয়ঁাও নাছোড়বান্দা। শেষকালে অনেক পেড়াপিড়ির পর জাক বললে, 'আচ্ছা আরেকদিন সে-কথা তোমায় বলবো, আজ নয়। আগে আমি একটু ভেবে নিই।'

কী ভেবে ব্রিয়ঁা আর তখনকার মতো তাকে কোনো কথা বললে না। কিন্তু বুঝতে পারলে যে জাক নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কথা লুকোতে চাচ্ছে—আর তার সেই গোপন কথা ভারের মতো তার বুকে চেপে ব'সে আছে বলেই সব সময় সে কেমন একা একা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়।

ব্রিয়ঁা নিজেই কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

গরডনরা যখন ভিকুনা ও গুআনাকো নিয়ে সদলবলে ফিরে এলো, তখন আরেকটি সমস্যা দেখা দিলো, যার আশু সমাধান তাদের পক্ষে জরুরি হ'য়ে পড়লো।

জানোয়ারগুলির জন্যে এবার একটা ঘরের দরকার। দ্বীপে অবিশ্যি গাছের অভাব নেই, আর ছেলেদেরও যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জামের অভাব নেই। কয়েকদিন ধরে অবিশ্রাম করাত, র‍্যাঁদা, বাটালি, হাতুড়ি, পেরেক ব্যবহার ক'রে ছেলেরা

জন্তুদের জন্য একটা কাঠের ঘর তৈরি করে ফেললে। বেশ বড়ো-শড়োই করলে তারা ঘরটা, যাতে অন্তত গোটা-তিরিশেক জন্তু থাকলেও কোনো অসুবিধে না হয়। ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যা যে বাড়বে না তা-ই বা কে বলতে পারে? ওদিকে উইলকক্স রোজ ফাঁদ পেতে রাখে। সেদিন তার ফাঁদে আরেকটা গুঅনাকো ধরা পড়লো। তারপর সাত দিন যেতে না যেতেই একদিন ফাঁদের মধ্যে একসঙ্গে একজোড়া ভিক্যুনা পড়লো। আরেকদিন পড়লো একটা উটপাখি—যদিও তাকে দেখে সবাই আগেরটা ব'লেই ভুল করলে, সারভিস বললে এটা নাকি নতুন। হবেও বা—আগেরটার মুখে তো লাগাম পরানো ছিল—এটার মুখে সে-সব কিছুই নেই। কিন্তু নতুনই হোক আর পুরোনোই হোক—ওই উটপাখি দেখেই সবার হাড়পিত্তি জ্ব'লে গেলো। কিন্তু সারভিসের চোখ উৎসাহে আবার জলজল ক'রে উঠলো। এবারেও সে উটপাখিটাকে পুষবার জন্যে নিয়ে গেলো। তার এই প্রজ্জ্বলন্ত উৎসাহ দেখে কেউ আর বাধা দিলে না, যদিও সবাই ধ'রেই নিলে যে এবারেও উটপাখির অকৃতজ্ঞতায় সারভিস তিন দিন ধ'রে বকবক করবে শেষটায়।

কিন্তু এ ছাড়াও ছেলেদের ক্রিয়াকাণ্ডর পরিধি আরো বিস্তৃত হ'লো। ফাঁদ পেতে যখন বুনো জানোয়ার ধরা যায়, তখন আকাশের পাখিই বা ধরা যাবে না কেন? এ-বিষয়ে মোকোর সাহায্য নিয়ে মাওরিদের ধরনে তারা পাখি ধরার ফাঁদ পাতলে। এ-বেলা ফাঁদের ওপর কিছু খাবার রেখে এসে ও-বেলা গিয়েই দ্যাখে ফাঁদে তিন-চারটে পাখি পড়েছে। এভাবে রোজ তারা হরেকরকম পাখি ধরতে লাগলো: গিনিফাউল, বুনো পায়রা, বন-মোরগ, বাস্টার্ড। কতগুলোর আবার নামও তাদের জানা নেই।

জাহাজে প্রচুর লোহার তারের জাল ছিলো। তাই দিয়ে তারা একটা মস্ত পাখির বাসা তৈরি করলে। যে-সব পাখি এসে ফাঁদে পড়তো, তাদের এনে তোলা হ'তো সেই পাখির বাসায়। এক মাসের মধ্যেই তারা আবার ডিম পাড়তে শুরু ক'রে দিলে। কতক ডিম বাচ্চা হবার জন্যে রেখে দিয়ে কিছু ডিম তারা নিজেদের খাবার জন্যে নিয়ে আসতো।

এইসব কারণে এখন তাদের দিন বেশ ভালোই কাটে। বোঝাই যায় না যে কোনো নির্জন দ্বীপে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে। খাবার কোনো অভাব নেই। মাংস, ডিম তো প্রায় প্রত্যেক দিনই। তার উপর গুহার দু'পাশে লাগানো শবজি-বাগান এখন তো প্রায় জঙ্গল হ'য়ে উঠেছে। কত আর খেয়ে শেষ করতে পারবে তারা?

একদিন মোকো তাদের আলোচনাচক্রে বললে, 'তোমরা গুলি ক'রে পাখি মারো কেন ? তীর-ধনুক ছুঁড়তে পারো না ?'

তীর-ধনুকের কথা শুনেই ডোনাগান ছাড়া অন্য সকলেরই বুকের ভিতর প্রাগৈতিহাসিক একটা লুকোনো স্পন্দন জেগে উঠলো। রক্তের ভিতরে কোথায় যেন চাপা প'ড়েছিলো মানবজাতির আদিপুরুষদের ধ্যান ধারণা—এখন শোনা-মাত্র চঞ্চলভাবে তা ধমনীর মধ্যে ব'য়ে যেতে লাগলো।

জীল্যাণ্ড রিভারের দুই তীরে ছিলো নলখাগড়ার জঙ্গল—মহোৎসাহে তার বেত থেকে তীর, আর অ্যাশ গাছের ডাল থেকে ধনুক তৈরি করা হ'লো। দেখতে-দেখতে কয়েক দিনের মধ্যেই বাক্সটার, ক্রস আর উইলকক্স তীর ছুঁড়তে একেবারে ওস্তাদ হ'য়ে উঠলো—বলাই বাহুল্য সকলের সেরা হ'লো বাক্সটার। তার তাগ কখনও ফশকায় না, আর এ-সব বিষয় তার আসেও ভালো। গাছের ডালে কোনো পাখি ব'সে আছে দেখলেই তারা পাখি-শিকার করার জন্য নিশপিশ ক'রে ওঠে। গরডন তো এখন সকলের উপর কড়া হুকুম জারি করেছে, কেউ কোনো অজুহাতে মিছিমিছি আর গুলি-বারুদ নষ্ট করতে পারবে না।

ওদিকে কিন্তু তাদের সব মোমবাতি আর তেল ফুরিয়ে যাচ্ছিলো। জাহাজের পিপে-ভর্তি তেলও আর নেই, মোমবাতির সংখ্যাও ক্ষীয়মান। তাই ব্রিয়ঁা প্রস্তাব করলে, এবার একদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে সীল শিকার ক'রে আনা হোক। আগামী শীতের জন্য এখন থেকেই আলোর ব্যবস্থা করা দরকার। পরামর্শমতো একদিন সবাই বন্দুক নিয়ে সমুদ্রতীরে সীল-শিকারে চললো। প্রথমে ঠিক হয়েছিলো, ছোটোদের গুহায় রেখে যাওয়া হবে ; কিন্তু শেষটায় গরডন বললে, 'সবাই চলুক। ছেলেরা অনেকদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়নি—একবার ঘুরে এলে সকলেরই খুব ভালো লাগবে।'

শিকারে যেদিন বেরোলো আকাশ সেদিন খুব পরিষ্কার, স্বচ্ছ নীল ; আবহাওয়ার মেজাজও খুব ভালো, চারধারে যেন প্রসন্ন রৌদ্রের উৎসব লেগে গিয়েছে। ছেলেরা সঙ্গে দুটি গুআনাকো আর সেই গাড়িটা নিয়ে চললো। গুআনাকোগুলো এখন বেশ পোষ মেনে গিয়েছে, গাড়িতে জুড়ে দিলে বেশ সুন্দর গাড়ি টানে।

ছেলেরা গাড়ির উপর ডজনখানেক পিপে তুলে দিলে। ইচ্ছে : সমুদ্রের ধার থেকেই সীলগুলো থেকে চর্বি বার ক'রে পিপে ভর্তি করে গুহায় নিয়ে আসবে। গুহার কাছে সীলগুলোকে নিয়ে এলে পচা গন্ধে আর টেঁকা যাবে না।

জীল্যাণ্ড নদীর তীর ধ'রেই তারা সমুদ্রের দিকে চললো। গাড়িটা দিব্যি চলেছে। মাইল চারেক এগুবার পর ইভারসন, ডোল আর কোসটার বায়না ধরলে, তারা আর হাঁটতে পারছে না, তারা গাড়িতে ক'রে যাবে। ত্রিম'রা তাদের আব্দার মেনে নিলে—চটপট তাদের গাড়ির উপর চাপিয়ে নেওয়া হ'লো।

স্কুনার উপসাগরের তীরে এসে যখন পৌছোলো, বেলা তখন দশটা। দূর থেকেই চোখে প'ড়লো, সেই বিস্তীর্ণ বেলাভূমির উপর ছোটো-বড়ো অজস্র সীলমাছ খেলা করছে। কেউ-বা পাথরের উপর হাত-পা ছড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কেউ-বা বেড়াচ্ছে ছুটোছুটি ক'রে। জীবনে হয়তো এরা কখনও মানুষ চোখে ছাখেনি। তা নইলে কি আর অমন নিঃশঙ্কচিত্তে তারা খেলা করতে পারতো?

আক্রমণের সব প্ল্যান খাড়া করা হ'লো। তারপর সব বন্দোবস্ত ক'রে বন্দুক হাতে জনকয়েক এগুলো সমুদ্রের দিকে। আজ আর গুলি-বারুদের মায়া করলে চলবে না। এখন যত সীল মারা যাবে, ততই ভালো। সীলদের পক্ষে, বলাই বাহুল্য, দিনটা আদৌ শুভ ছিলো না।

প্রথমে তারা একে অন্যের মধ্যে পঞ্চাশ গজ ব্যবধান রেখে চাঁদের মতো গোল হ'য়ে দ্বীপের দিক থেকে সমুদ্রের দিকে এগুতে থাকলো, তারপর যেই সীলরা তাদের বন্দুকের নাগালের মধ্যে এলো, অমনি ডোনাগান আগের ব্যবস্থা-মতো সংকেত করলে, আর সবাই এক নিঃশ্বাসে গুলি চালাতে শুরু ক'রে দিলে। বন্দুক যাদের হাতে ছিলো তাদের সকলেরই তাগ ভালো—কিছুতেই নিশানা ব্যর্থ হয় না। বেছে-বেছে তাদের হাতেই বন্দুক দেয়ার কারণ হ'লো, যাতে একটা গুলিও বাজে খরচ না-হয়। সত্যি, প্রায় কোনো গুলিই নষ্ট হ'লো না তাদের। বলতে গেলে, একেকটা গুলিতেই একেকটি সীল কাত—গুলি গায়ে লেগেছে আর সীলগুলো সোনালি বালিতে চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে। যারা আহত হ'লো না, তারা মাথা তুলে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে হুড়মুড় ক'রে সমুদ্রে গিয়ে নামলো।

সীল-শিকারের নেতা ছিলো ডোনাগান। বন্দুক ফেলে দিয়ে রিভলভার হাতে সে তখন চরকির মতো সীলদের পিছন-পিছন ঘুরতে লাগলো। সত্যি বলতে কি, সে তখন একাই একশো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিকারপর্ব শেষ হ'লো। তখন গুনে দেখা গেলো, গোটা-তিরিশেক সীল বালির উপর ম'রে প'ড়ে আছে। তখনকার মতো কেউ

আর সীলগুলিকে স্পর্শ করলে না। জীল্যাণ্ড নদীর টলটলে স্বচ্ছ জলে স্নান সেরে সবাই একটু জিরিয়ে নিতে বললো। তারপর বেলা দুটোর সময় তারা ছুরি আর কুঠার নিয়ে আবার সমুদ্রতীরে গিয়ে হাজির হ'লো।

এবারে শুরু হ'লো এক বীভৎস কাণ্ড। কিন্তু যতই খারাপ লাগুক, একাজটা না-করলে তাদের চলবেই না। সমস্ত বিকেল ধ'রে তারা সীলগুলোকে ছাড়িয়ে ভিতরকার মাংস টুকরো-টুকরো করলে। সকলে তখন রক্তে, চর্বিতে আর মাংসের টুকরোয় মাখামাখি। কিন্তু এখন আর ঘেন্না করলে চলবে কেন?

ওদিকে কিছু দূরেই কতগুলো পাথর সাজিয়ে উনুনের মতো ক'রে মোকো তার উপর এক প্রকাণ্ড কড়াই চাপিয়েছে। কড়াইতে জল ঢেলে সে উনুনে আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর সীলগুলোকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে সেই কড়াইতে বড়ো-বড়ো মাংসের টুকরোগুলি চাপিয়ে দেওয়া হ'লো।

জল ফুটতে শুরু করতেই উপরে পরিষ্কার তেল ভেসে উঠতে লাগলো। একটু মোটা পরদার মতো হ'লেই তারা হাতা দিয়ে সেই তেল ডেকচি থেকে পিপেয় ঢালতে লাগলো। দুর্গন্ধে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর—পেটের সব নাড়িভুঁড়ি যেন উলটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেই বদ গন্ধের মধ্যে নাক টিপে তারা কোনোরকমে সেই দুরূহ কর্ম সাধন ক'রে যেতে লাগলো। রাত আটটা পর্যন্ত মাংস সেদ্ধ হ'লো, কিন্তু তখনও অর্ধেক মাটিতে প'ড়ে আছে। কাজেই পরের দিন সকালেও আবার মাংস সেদ্ধ ক'রে তেল বার ক'রে নেয়ার কাজ চলতে লাগলো। একটানা বিকেল পর্যন্ত সেই কাজ চললো। তেল-কালি মেখে বিকেলবেলায় একেকজনকে দেখালো ঠিক ভূতের মতো।

সারাদিন সমুদ্রতীরে তারা কাজ করলো, আর আশ্চর্য হ'য়ে দেখলো যে আজ আর একটাও সীল বেলাভূমিতে ওঠেনি। নিশ্চয়ই সীলদের দেশে মস্ত রব উঠে গিয়েছে, 'সাবধান! তীরে কেউ যেয়ো না, সেখানে মানুষ নামক দু-পেয়ে জন্তুরা রক্তারক্তি কাণ্ড করছে!' ভয়ানক ভয় পেয়েছে নিশ্চয়ই বেচারিরা।

সন্ধেবেলায় বারোটা পিপেতেই কানায়-কানায় ভর্তি করা হ'লো তেল। সেই কয়েকশো গ্যালন তেলে তাদের সারা শীতকালটা ভালোভাবেই কেটে যাবে। বাতির জন্যে আর তাদের ভাবতে হবে না।

বড়োদিন এসে গেলো দেখতে-না-দেখতে।

কিন্তু বড়োদিন হলে কি হয়, চারম্যান আইল্যাণ্ডে তখন পুরোদস্তুর গ্রীষ্মকাল। দ্বীপটা যে কোন উলটো মুলুকে, কে জানে! এখানে এপ্রিল মাসে

বরফ পড়ে, ডিসেম্বরে কড়া রোদ। রাতের বেলায় তারা ওঠে—তারও ল্যাজে-মুড়োয় মস্ত গণ্ডগোল, তারাও ওঠে উল্টো।

বড়োদিন বলে সব কাজ বন্ধ রেখে ছেলেরা উৎসবের জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলো। ফরাশি গুহার দরজা তারা রঙ-বেরঙের নিশান আর লতা-পাতার শেকল দিয়ে সাজিয়েছে, চারদিকে ঝুলিয়েছে রঙিন ফানুশ।

ফরাশি গুহার দুয়ারে দু-দিকের দুটো ঘুলঘুলির মধ্যে তারা কামানদুটোর মুখ ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলো। বড়োদিনের দিন সকালবেলায় ডোনাগান কামানে বারুদ পুরে পনেরোটা ফাঁকা আওয়াজ করলে। বড়োদিনের আগে-পরে ছেলেরা ভালো-ভালো পোশাক পরে চারদিকে হই-হল্লা ক'রে বেড়ালে, মোকোর রন্ধনশালায় আয়োজন হ'লো ভূরিভোজের। বড়োদিনের দুপুর বেলায় খেলা হ'লো ক্রিকেট: চারম্যান আইল্যাণ্ড শাসনকর্তার একটা দল, ডোনা-গানের আরেকটা দল। গরডন মার্কিন আর ব্রিয়াঁরা ফরাশি, কিন্তু হ'লে কি হয়, লোপ্পা বলে বেধড়ক পিটিয়ে রান করায় কেউ কম যায় না। বিকেল-বেলায় আবার ফুটবল খেলাও হ'লো। রাত্তিরে এমনকি একটা নাটক পর্যন্ত অভিনয় করলে: শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' আর 'ভেনিসবাসী সদাগর' থেকে বাছাই-করা দৃশ্য অভিনীত হ'লো। তক্তা পেতে তারা একটা মঞ্চ বানিয়ে নিয়েছিল, আর জাহাজের পাল দিয়ে বানিয়েছিল যবনিকা। সব-শেষে ডোনা-গানের সুন্দর আবৃত্তি শুনে সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো।

তারপর এলো নববর্ষ।

এই দ্বীপে তাদের আরো কতকগুলো নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে হবে, তা শুধু যীশুই জানেন। দশ মাসের উপর হ'লো তারা এই নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে—অথচ আজ পর্যন্ত উদ্ধারের কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। জীবন-যাত্রার সব দরকারি জিনিশপত্র তারা নিজেদের বুদ্ধিতে জোগাড় ক'রে নিয়েছে—এমন নয় যে দ্বীপে হই-হুল্লোড়ের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না। কিন্তু তাই ব'লে স্বদেশকে কি ভোলা যায় কখনও? ভোলা যায় আত্মীয়-স্বজনদের?

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি—কত দেশের কত শত জাহাজ দিনরাত্রি পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এমন এক দ্বীপে তাদের নির্বাসন হ'লো, যার ত্রিসীমানা দিয়েও কোনো জাহাজ যায় না।

তবু ভালো যে আজ অবধি কারু তেমন অসুখ-বিসুখ হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে

তাদের কতরকম বিপদ আপদ হতে পারে। তখন? তখন এই অতগুলো ছেলে কী করবে? ওদিকে আর কয়েকমাস পরেই ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করবে। কুমেরু অঞ্চলের সেই ভীষণ শীত কি আবার তাদের ভোগ করতে হবে?

ফ্যামিলি লেক পেরিয়ে

কাউকে দেখে তো মনে হয় না যে কারু মনে কোনো দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ আছে। সকলেই বেশ নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু ব্রিয়ঁার মনে আর শান্তি নেই। কবে যে এই রাক্ষুসে দ্বীপ থেকে রেহাই পাবে, কিংবা আদৌ পাবে কি না কখনও, তাই বা কে জানে।

এদিকে আবার শীত আসন্ন। পোষা জন্তুগুলি এখন সংখ্যায় অনেক বেড়ে উঠেছে; শীতের সময় তাদেরও নিরাপদে রাখা দরকার।

ব্রিয়ঁা সকলকে নিয়ে তাদের জন্য আরো ভালো একটি বাসা তৈরি করার কাজে লেগে গেলো।

শীত আসবার আগে আরেকটি কাজও করা দরকার। ফ্যামিলি লেকের পুব-তীরটা একবার ভালো করে দেখে আসা উচিত। সেদিকটায় কী আছে কিছুই জানা নেই, কেবল ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁার সেই মানচিত্রটিই নির্ভর।

একদিন ব্রিয়ঁা গরডনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ত্যাখো গরডন, বদোয়ঁার ম্যাপ যতই বলুক না কেন দ্বীপের পুবদিকে সমুদ্রের উপরে ধারে-কাছে কোনো ডাঙা নেই, তবু আমাদের নিজেদের ওদিকটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সঙ্গে আমাদের ভালো দুরবিন রয়েছে, অত্যন্ত শক্তিশালী দুরবিন—হয়তো বদোয়ঁার তা ছিলো না।'

গরডনের কোনো আপত্তি ছিলো না। বদোয়ঁার মানচিত্র মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্রিয়ঁার কথাতেও যথেষ্ট সারবত্তা রয়েছে। ঠিক হ'লো, এখানে শুধু ব্রিয়ঁা আর তার ভাই জ্যাক যাবে—আর সঙ্গে থাকবে মোকো। যেহেতু নৌকোয় ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, সেইজন্যে সঙ্গে মোকোর মতো একজন পাকা নাবিক থাকা উচিত।

সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় তিনজনে নৌকো ছেড়ে দিলে। তখন হাওয়া আসছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে—তাতে

তাদের সুবিধেই হ'লো। নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে মোকো হাল ধ'রে বসলো। আস্তে ভেসে কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো এসে পড়লো ফ্যামিলি লেকের মাঝখানে।

হ্রদের মাঝখানটায় বেশ বড়ো-বড়ো ঢেউ। মনে হয়, এ যেন সামান্য হ্রদ নয়, যেন কোনো বিরাট নদীর উপর দিয়ে তাদের ছোট্ট ডিঙি ভেসে যাচ্ছে। বেলা তিনটের সময় ব্রিয়াঁ দুরবিন দিয়ে হ্রদের অন্য পাড়টি দেখবার চেষ্টা করলে। ঝাপশা মনে হ'লো, দূরে যেন কুয়াশার মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডাঙা।

বেলা চারটের সময় হ্রদের তীরের গাছপালা বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো। হ্রদের পশ্চিম অংশ বেশ গভীর, কিন্তু পুবদিকে হ্রদের জল অত্যন্ত কম। কাঁচের মতো স্বচ্ছ টলটলে জলের ভিতর দিয়ে এমনকি হ্রদের তলদেশ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছিলো। নানা রকম আগাছা, শ্যাওলা ও জলের উদ্ভিদ তলায় তালগোল পাকিয়ে আছে, আর তারই মধ্য দিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে অজস্র ছোটো-বড়ো মাছ।

ব্রিয়াঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে উত্তর দিকে গেলে মানচিত্র-বর্ণিত সেই নদীটির খোঁজ পাওয়া যাবে। ব্রিয়াঁর অনুমানই যে ঠিক, তা একটু পরেই বোঝা গেলো, যখন তাদের নৌকো খানিক বাদেই নদীর মুখে এসে পড়লো। হ্রদ থেকে বেরিয়ে নদীটা পুবদিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

জাক বললে, 'নদীটার একটা নাম দেবো না আমরা? সব কিছুরই যখন নাম দেয়া হয়েছে, তখন এটাই বা বাকি থাকে কেন?'

'নিশ্চয়ই দেবো।' তক্ষুনি উত্তর দিলো ব্রিয়াঁ। 'আমি বলি কি, এর নামটা একেবারে সরাসরি ঈস্ট রিভার রেখে দেয়াই ভালো। কাল সকালে আমরা এই নদী দিয়েই নৌকো চালিয়ে যাবো।'

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, কাজেই আর এগোবার চেষ্টা না ক'রে তারা সেখানেই নৌকো ভিড়িয়ে দিলো। তারপর নৌকো থেকে একটা প্রকাণ্ড ওক গাছের তলায় তারা তাঁবু খাটালো; তাঁবুর সামনে জড়ো করা হ'লো প্রচুর শুকনো ডালপালা, তারপর সেই শুকনো ডালপালায় তারা আগুন ধরিয়ে দিলে। রাতটা তারা এখানেই কাটাবে। অচেনা জায়গা, অন্ধকারে কখন কোন বুনো জন্তু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে কে জানে! তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এই অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করলে ব্রিয়াঁ।

রাত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো না। পরদিন একেবারে ভোর ছ-টায় মোকো আর জাককে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে চটপট ছোটোহাজরি সেরে

নিয়ে ব্রিয়াঁ নৌকো ছেড়ে দিলো। বেশ স্রোত আছে নদীতে, ছোট্ট কুলকুল আওয়াজ ক'রে জল ব'য়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ হ্রদে ঢেউ যত ছিলো তত স্রোত ছিলো না, এখন হ্রদের প্রচুর জল তরতর করে নদী দিয়ে ব'য়ে চলেছে, তাই এখন আর তাদের দাঁড় টানতে হ'লো না।

মোকো বললে, 'এই এক জোয়ারেই আমরা নদীর এই ছ-মাইল পথ পেরিয়ে যাবো। খামকা দাঁড় টেনে আর কাউকে কষ্ট করতে হবে না।'

প্রথমটা নদীর দু-তীরে ছিলো ঘন জঙ্গল। কিন্তু বেলা এগারোটার পর থেকে দু-দিকের গাছপালা আস্তে-আস্তে ফাঁকা হ'য়ে এলো। বাতাসে বেশ-একটা কড়া নোনা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—একটু যেন আমিষমাখা সেই গন্ধ। ঘণ্টাখানেক পরে দূরে দিগন্তের কাছে এক বাঁকা নীল রেখা জেগে উঠলো—অর্থাৎ সমুদ্র দেখা দিলো তাদের কাছে।

বাম তীরে নৌকো বেঁধে তিন জনে বেলাভূমির হলুদ-সোনালি বালিরাশির উপর গিয়ে নামলো। অবাক কাণ্ড! এখানে সমুদ্রের ধারে এত বেশি পাহাড় কেন? চারদিকেই পাহাড়ের পর পাহাড়, তবে সবগুলোই এত ছোটো যে পাহাড় না ব'লে হয়তো টিলা বলাই সংগত।

ঘুরতে ঘুরতে ব্রিয়াঁ সেই টিলাগুলোর মধ্যে প্রায় কুড়িটা গহ্বর আবিষ্কার করলে। আহা, তাদের জাহাজটা যদি এদিকে এসে ভিড়তো তো তাদের আর ভাবনা ছিলো না। এত কষ্ট ক'রে সমুদ্র থেকে অত দূরে ফরাশি গুহায় গিয়ে হয়তো আশ্রয় নিতে হ'তো না।

একটু পরে তারা নদীর তীর ধ'রে এগিয়ে সমুদ্রের ঠিক উল্টোদিকের বনের মধ্যে প্রবেশ করলে। বনের মধ্যে কত রকমের যে পাখি! ব্রিয়াঁ গুলি ক'রে দু-চারটে পক্ষী শিকার না ক'রে পারলে না; এত পাখি দেখে প্রথমত তার হাত নিশপিশ করছিলো, দ্বিতীয়ত নৌকোয় যে খাবার আছে তাতে আপাতত হাত না দেয়াই শ্রেয় কারণ এই অভিযানে যদি অভাবিতরূপে বেশি সময় লেগে যায়?

শিকার সাঙ্গ ক'রে বন থেকে বেরিয়ে এলো তারা, আবার সেই বেলাভূমির টিলাগুলোর মধ্যে ঘুরতে লাগলো। টিলাগুলো যেন আসলে আদৌ টিলাই নয়—কে যেন কতকগুলো মস্ত অতিকায় পাথর জড়ো ক'রে রেখেছে। আর এরই মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ব্রিয়াঁ এক সময় ছোটো-বড়ো দশ-বারোটা ঘর আবিষ্কার করলে—সুন্দর-সুন্দর গ্র্যানাইট পাথরের ঘর। বলাই বাহুল্য ঘর নয়, কিন্তু এমন-ভাবে প্রকৃতিঠাকরুন পাথরগুলো সাজিয়ে রেখেছেন যে ঘর ব'লেই ভ্রম হয়।

বেলা প্রায় দুটো। বেশ কড়া রোদ উঠেছে, আলোও বেশ তপ্ত ও ঝলমলে।

একটা উঁচু টিলায় উঠে তারা দেখতে পেলে, দ্বীপের দক্ষিণ দিকে সুদূরবিস্তৃত বালির পাহাড়, আর উত্তর দিকে বেশ খানিকটা দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রুক্ষ ঊষর মরুভূমি। অর্থাৎ দ্বীপের মাঝখানটি ছাড়া আর সবকিছুই বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মাঝখানে ওই বিশাল হ্রদটা আছে বলেই তার আশপাশে অমন গভীর জঙ্গল, অমন শ্যামল সমভূমি। আর পুবদিকে বালিয়াড়ি টিলায় ভরা, তারপরে সীমাহীন দুস্তর সাগর। কিন্তু সমুদ্রের ওদিকে কি কোনো ডাঙাই নেই? চোখে দুরবিন লাগিয়ে বারে বারে তিনজনে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলে। একবার ব্রিয়ঁা ছাখে, একবার জাক, আরেকবার হয়তো মোকো।

হঠাৎ মোকো চেঁচিয়ে উঠলো, 'ও কী! ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

তক্ষুনি ব্রিয়ঁা তার হাত থেকে দুরবিনটা ছিনিয়ে নিলে। চোখে দিয়ে দেখলে—অবাক কাণ্ড!—এতক্ষণ তাদের চোখে পড়েনি কেন?

দূরে, অনেক দূরে, সুদূর পুব-দিকচক্রবালে নীল আকাশের গা ঘেঁসে ঠিক যেন মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে—হয়তো কোনো ধূসর পাহাড়ই বুঝি বা হবে। পাহাড়ই হোক আর যা-ই হোক, সমুদ্রের কোলে পুবদিকে যে আরেকটা কিছু ধূসরবর্ণ জিনিশ দেখা যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

দস্তুরমতো উত্তেজিতই হ'য়ে পড়লো তিনজনে। স্থির, অনড় ধূসর পদার্থ, সুতরাং বোঝা গেলো কোনো জাহাজ নয়। তাহলে কি ডাঙা? আরেকটা দ্বীপ? কোনো মহাদেশের ল্যাজের দিক—অন্তরীপের মতো সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে? এমনি নানা কথা তারা আলোচনা করলে।

সন্ধ্যা নেমে আসতেই তিনজনে ঈস্ট রিভারের মোহানার কাছে ফিরে এলো। কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো ক'রে আগুন জালিয়ে নিয়ে, দিনের-বেলায়-শিকার-করা পাখির মাংস দিয়েই নৈশভোজ সমাপন করলে তারা।

তখনও জোয়ার আসেনি, জোয়ার আসতে অনেক দেরি। হাতে কোনো কাজ নেই ব'লে তিনজনে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলো। ক্রমে রাত্রি সাতটা বেজে গেলো, চারদিকে অন্ধকার বেশ ঘন হ'য়ে এসেছে। মোকো নৌকোয় ফিরে এসে ছাখে ওরা দু-ভাই তখনও ফেরেনি।

বনের মধ্যে তারা কোনো বিপদে পড়েনি তো?

মোকো নৌকো থেকে তীরে নেমে পড়লো আবার। আর তীরে নামতেই হঠাৎ তার কানে গেলো কাছেই কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার

শব্দটা ভেসে আসছে বনের মধ্য থেকে। আরেকটু উৎকর্ণভাবে শুনলো মোকো : আরে—কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে যে ব্রিয়ঁার কথাও শোনা যাচ্ছে।

মোকো তক্ষুনি বনের দিকে এগিয়ে গেলো।

খানিকটা গিয়েই ছাখে, কী আশ্চর্য, ব্রিয়ঁা খুব গম্ভীর মুখে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ব'সে আছে আর তার সামনে নতজানু হ'য়ে ব'সে তার ছোটো ভাই জাক ; আকুল গলায় সে মাপ চাইছে তার দাদার কাছে।

মোকো কিছু বুঝতে পারলো না তার কী করা উচিত। দুই ভাইয়ের ব্যক্তিগত কথার মধ্যে গিয়ে পড়া উচিত, না এখান ছেড়ে চ'লে যাওয়াই ঠিক—তা সে কিছুতেই স্থির করতে পারছিলো না, ফলে সেই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে রইলো সে, আর দুই ভাইয়ের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

একটু পরেই সমস্ত ব্যাপারটা মোকোর কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। আগাগোড়া ব্যাপারটা অনুধাবন করার সঙ্গে-সঙ্গে সেও প্রথমটা যেন পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো—কিন্তু তারপরে বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ ক'রে কী ভাবতে-ভাবতে নিঃশব্দে আবার ফিরে এলো নৌকোয়।

দুই ভাই যখন ফিরে এলো, তখনও জোয়ার আসেনি।

জাক নৌকোয় না-এসে তীরেই বালির উপর বসে গালে হাত দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মুখটা থমথমে—অন্ধকারের মধ্যেও বোঝা যাচ্ছিলো।

নৌকোর গলুইয়ের উপর কেবল ছোট্ট একটা লণ্ঠন জ্বলছে। নৌকোর উপর বসে আছে ব্রিয়ঁা আর মোকো—কেউ কোনো কথা বলছে না—দু'জনেই যে-যার ভাবনায় তন্ময়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ শেষে মোকো বললে, 'তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি।'

'কী শুনেছো, মোকো ?' ব্রিয়ঁা চমকে উঠলো।

'জাক যে-কাণ্ড করেছে।'

'তুমি বুঝি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছো ?'

'হ্যাঁ।' মোকো জবাবদিহির কোনো চেষ্টাই করলে না : 'কিন্তু তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত।'

'আমি তো ক্ষমা করেছি মোকো, কিন্তু অন্ত সবাই ? তারা কি ক্ষমা করবে ? তুমি কি করবে ?'

'আমার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদেরও তাকে ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু তারা এ-কথা না-ই বা জানলো! কী দরকার তাদের জানিয়ে?'

'মোকো! মোকো!' ব্রিয়াঁ আর সামলাতে পারলে না, মোকোর হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে চেপে ধরলে। 'তুমি জাককে ক্ষমা করো—সে মারাত্মক অপরাধ করেছে!'

মোকো কোনো কথা না-ব'লে নিঃশব্দে ব্রিয়াঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার রেশমের মতো চুলগুলো কপালের দু-পাশে সরিয়ে দিতে লাগলো। যেদিন নোঙর-ছেঁড়া জাহাজটি ঝোড়ো সমুদ্রে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিলো, সেদিন থেকেই সে দেখে আসছে এই ফরাশি কিশোরটি কেমন ক'রে নিজের কাঁধে সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে—বুদ্ধিতে, কৌশলে, সাহসে তার কোনো তুলনা সে ছাখেনি। আজ তাকে এমনভাবে ভেঙে পড়তে দেখে এই আদিবাসী মাওরি কিশোরটির বুকের ভিতরটা হু-হু ক'রে উঠলো। সে মনে-মনে নিজের ভাষায় মাওরি দেবতার কাছে এই কিশোরটির জন্যে প্রার্থনা করলো বারবার।

আস্তে-আস্তে রাত দশটা বেজে গেলো। জোয়ার এলো, জল টান দিলো নৌকোকে—জাককে নৌকোয় ডেকে তারা নৌকো ছেড়ে দিলো।

পরদিন বেলা দশটার সময় একেবারে ফরাশি গুহার কাছে গিয়ে তারা নৌকো বাঁধলে। ইভারসন তখন ছিপ ফেলে বসে মাছ ধরছিলো হ্রদে: ব্রিয়াঁদের দেখেই সে চ্যাচামেচি ক'রে সকলকে ওদের আসার খবর জানিয়ে দিলো।

ব্রিয়াঁ তাদের অভিযানের সব কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করলে, বললে না কেবল জাকের কথা।

সবাই বুঝতে পারলে, চারম্যান আইল্যাণ্ড পৃথিবীর সমস্ত সংস্পর্শ থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না-পেলে তাদের পরিত্রাণের কোনো আশা নেই। কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত সমুদ্রে বাইরে থেকে সাহায্য কি আর আদৌ আসবে—এদিক দিয়ে তো কোনো জাহাজই যেতে দেখলো না তারা এতদিনে।

নতুন দলপতি

২৫শে এপ্রিল বিকেলবেলায় একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ব্রিয়াঁ আর ডোনাগানের মধ্যে বিশ্রী একটা ঝগড়া হ'য়ে গেলো।

দোষটা ডোনাগানেরই বেশি।

বিশেষ ক'রে গণ্ডগোলটার উদ্ভব যেহেতু হ'লো খেলার মাঠে, সেইজন্যেই ডোনাগানের দোষটা বেশ জলজল ক'রে উঠলো। খেলায় এক দলের ক্যাপটেন ছিলো ডোনাগান, অন্য দলের ব্রিয়াঁ। ডোনাগানের দল হেরে গেলে ডোনাগান খামকা ব্রিয়াঁকে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগাল করলে। গালাগাল শুনে ব্রিয়াঁ প্রথমটা খুব উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভদ্রভাবে তার প্রতিবাদ জানালে।

ব্রিয়াঁর ভদ্র কথা শুনে ডোনাগান বনবেড়ালের মতো ফোঁস ক'রে উঠলো, 'তোমাকে আর ধর্মের বুলি আওড়াতে হবে না, কাপুরুষ কোথাকার! ও-সব সুসমাচার আমি ঢের-ঢের শুনেছি!' ব'লে ডোনাগান ঘুসি পাকিয়ে তার দিকে তেড়ে গেলো।

এক হাতে তাকে ঠেকিয়ে ব্রিয়াঁ বললে, 'আমি কাপুরুষ! তবে এই ছাখো, ডোনাগান!' এই ব'লে অন্য হাতে তার মুখে এক প্রকাণ্ড ঘুসি কষিয়ে দিলো সে।

গোলমাল শুনে গরডন ছুটে এসে দু'জনকে দু'দিকে টেনে ধরলে।

ডোনাগান হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ব্রিয়াঁ আমাকে মিথ্যুক বলেছে, গরডন!'

ব্রিয়াঁও তেমনি আকুল গলায় বললে, 'আর ও আমাকে ভণ্ড, জোচ্চোর, কাপুরুষ বলেছে!'

গরডন তখন অন্তদের কাছ থেকে সবিস্তারে সব শুনে বললে, 'ডোনাগান, এক্ষেত্রে কিন্তু তোমারই দোষ বেশি।'

ডোনাগান এবার ভয়ানক রেগে উঠলো। 'বটে? দোষ আমার? তা তোমরা একচোখো লোক তো আমার দোষ দেখবেই!'

এবার গরডন গর্জন ক'রে উঠলো, 'হ্যাঁ, দোষ তোমার! তোমার মতো এ-রকম বদমেজাজি হিংসুটে ছেলে বিশ্বে আর দুটো নেই!'

তার কথা শুনেই ডোনাগান বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো, 'ব্রিয়ঁা, তোমার উচিত গরডনকে অভিনন্দন জানানো! ওর অমন সব মধুর মতো কথা কি নিষ্ফল যাবে ?' এই ব'লে সে আবার ব্রিয়ঁার দিকে এগিয়ে গেলো।

গরডন চটপট মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো : 'সাবধান, ব্রিয়ঁার গায়ে তুমি হাত দিয়ো না, ডোনাগান! ওর গায়ে যদি আঁচড়টি লাগে, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। জানো, আমি তোমাদের দলপতি—আমার কথা তোমাদের মেনে চলতেই হবে। যে না-শুনতে চায়, সে এখান থেকে চ'লে যেতে পারে। ডোনাগান, আমি তোমাকে আবার বলছি, তুমি যদি ঠাণ্ডাভাবে এখানে সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে না থাকতে পারো তো তুমি চ'লে যাও এখান থেকে! তোমার দলবল নিয়ে অন্য কোনোখানে থাকো গে, যাও!'

গরডনের কঠিন, অনুত্তেজিত, চাপা গলার ভর্ৎসনা শুনে ডোনাগান আর-কোনো কথা না-ব'লে নীরবে মাথা নত ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেলো।

আস্তে-আস্তে সন্ধে হ'য়ে এলো।

ফরাশি গুহায় একে-একে সবাই ফিরে এসেছে, ফেরেনি শুধু ডোনাগান।

বিকেলের ঘটনার জন্যে সকলের খুব মন খারাপ। এমন একটা বিশ্রী অবস্থার যে সৃষ্টি হবে, এটা কেউ গোড়ায় ভাবতে পারেনি। বেশ তো হুল্লোড় ক'রে খেলা হচ্ছিলো সবাই মিলে।

রাত আটটার সময় ডোনাগান গুহায় ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ শুতে গেলো, একটা কথাও বললে না। আর তার ওই গুম হ'য়ে থাকাটাই ব'লে দিলে যে গরডনের উপর শিগ্‌গিরই সে একটা ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে।

চারম্যান আইল্যাণ্ডে আরেকটা মে মাস এলো।

প্রথম সপ্তাহ থেকেই এমন ঠাণ্ডা পড়তে লাগলো যে, ঘরের মধ্যে আগুন জেলে না-রেখে রাতে ঘুমোনোই অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। শীতের প্রকোপ যত বাড়তে থাকে, যাযাবর পাখিরাও ততই ঝাঁকে-ঝাঁকে দ্বীপ ছেড়ে উত্তরের কোনো দেশে উড়ে যেতে থাকে। এদের মধ্যে ছোটো সোয়ালো পাখিগুলোই অনেক দূর-দূর দেশে উড়ে যায়। ব্রিয়ঁা জাল পেতে কতগুলো সোয়ালো পাখি ধ'রে কাগজে তাদের জাহাজডুবির কথা লিখে ভাঁজ ক'রে তাদের পায়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলো—যদি কোনো রকমে একটা পাখিও উত্তর দেশের কারু ফাঁদে পড়ে।

শীতের সূচনাতেই দ্বীপবাসীদের মধ্যে আরেকটা উত্তেজনার ব্যাপার ঘটলো। গরডনের নেতৃত্বকাল শেষ হবে জুন মাসের ১০ তারিখে—তখন তাদের

নতুন দলপতি নির্বাচন করতে হবে। ব্রিয়া আর গরডন—দু'জনেই এ-বিষয়ে খুব উদাসীন। কেবল একজন এই নির্বাচন উপলক্ষে একেবারে উঠে-প'ড়ে লাগলো—সে ডোনাগান। তার একান্ত ইচ্ছে, এবার যেন সে দলপতি নির্বাচিত হয়। কিন্তু আশা তার খুবই কম। তার দলে মাত্র তিনজন—ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। কিন্তু তাই ব'লে সে একেধারে নিরাশ হ'য়ে পড়লো না। তদ্বিরে কী না হয়? ভোটের জন্যে সে সবার কাছে রীতিমতো তদ্বির শুরু ক'রে দিলে।

শেষে একদিন সেই ১০ই জুন এসে পড়লো। নির্বাচন শুরু হবে সেদিন বিকেলে। ছেলেদের সবাইকে এক টুকরো কাগজে তার মনোনীত ব্যক্তির নাম লিখে দিতে হবে।

বেলা তিনটের সময় গরডন ভোটের বাক্স খুললো। খুবই গম্ভীরভাবে প্রাথমিক কাজগুলো শেষ ক'রে ভোট গোনা শুরু হ'লো। গুনে দেখা গেলো নির্বাচনের ফল দাঁড়িয়েছে এইরকম:

ব্রিয়াঁ ভোট পেয়েছে	৮
ডোনাগান পেয়েছে	৩
গরডন মাত্রই	১

ডোনাগান আর গরডন কাউকে ভোট দেয়নি, ব্রিয়াঁ কেবল গরডনকে ভোট দিয়েছিলো।

নির্বাচনের ফল দেখে ব্রিয়াঁ নিজেই অবাক। আর ডোনাগান! সে তো রাগে-ক্ষোভে নিজের চুল নিজেই ছেঁড়ে! ব্রিয়াঁ ভেবেছিলো, গরডনই আবার নির্বাচিত হবে, কিন্তু—কী আশ্চর্য—সে ছাড়া আর কেউ গরডনকে ভোট দিলে না! গরডন একটু কষ্ট পেলো—মনে মনে বুঝলো যে তাকে কেউ চায় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনখারাপ ভাবটা সে ঝেড়ে ফেললে।

ব্রিয়াঁ গোড়ায় ভাবলে যে সে নিজে নেতৃত্ব নিয়ে শেষে আবার গরডনকেই নেতৃত্ব দেবে—কারণ সে-ই তো এখন সকলের প্রতিনিধি। কিন্তু এমন সময় তার চোখ পড়লো জ্যাকের উপর। পরক্ষণেই কোনো কথা না ব'লে সে গম্ভীর মুখে গরডনের কাছ থেকে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিলে।

দলপতি হওয়ার পর ব্রিয়াঁর প্রথম কাজ হ'লো স্লুনার উপসাগরে গিয়ে নিশানটির বদলে একটা উড়ো বেলুন টাঙিয়ে দেয়া। নিশানটাকে আর কতদূর থেকেই বা দেখা যাচ্ছে? বেলুনটা বরং সমুদ্রের বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও স্পষ্ট দেখা যাবে। নলখাগড়ার বেত থেকে ঝুড়ি, আর ক্যানভাস কাপড় দিয়ে বেলুনের খোল বানানো হ'লো—আর তাদের অনভ্যস্ত হাত সত্ত্বেও বেলুনটা হ'লো হালকা, মজবুত আর সুদৃশ্য।

ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা পড়েছিলো, এবারে শুরু হ'লো ভয়ংকর শীত। গুহার বাইরে যাওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। সকাল কি মধ্যদিন, বিকেল কি রাত্রি—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনো সময়েই সেই হু-হু ঠাণ্ডা কমে না। বাইরে যেতে পারে না ব'লে ছেলেরা গুহার মধ্যে এবার রীতিমতো ইশকুল বসিয়ে দিলো—পড়াশুনোয় মন দিলো সবাই। সঙ্গে বইয়ের অভাব ছিলো না। অসুবিধে হ'লে একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে নেবারও সুযোগ ছিলো। তা ছাড়া বড়োরা ছোটোদের গল্প ক'রে সব শেখাতো। গল্পের ছলে জানাতো ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিজ্ঞান-কাহিনী, আরো কত কী। এইভাবেই আগস্ট মাস শেষ হ'লো। ঠাণ্ডা আস্তে-আস্তে ক'মে আসছে বটে, তবু এখনও বরফ পড়ে বাইরে।

ঠাণ্ডা সেদিন অন্যদিনের চেয়ে অনেকটাই কম ছিলো। বাইরের মাঠ, বন, নদী—চারদিক বরফে ধবধব করছে। যেন কোনো শুভ্র, মসৃণ, নিরেট চাদরে জলস্থল কেউ মুড়ে রেখেছে।

ঠাণ্ডা কম দেখেই ব্রিয়াঁ ঠিক করলে, সবাইকে নিয়ে বাইরে বরফের উপর একটু স্কেটিং করতে বেরুবে। গুহার মধ্যে আটকা থেকে তারা সবাই একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলো।

গত বছর শীতের সময়েই তারা সকলে অল্পবিস্তর স্কেট করা শিখেছিলো—কারণ স্কেটিং-এর সব সাজসরঞ্জামই ছিলো জাহাজে—বাকিটা তো চর্চা, অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আয়ত্তে আসে। কিন্তু স্কেট করায় ওস্তাদ বলতে ছিলো মাত্র তিন জন—ডোনাগান, ক্রস আর জাক। আর এই তিন জনের মধ্যে আবার সেরা ছিলো জাক।

অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের কী ফুর্তি! বিশেষ ক'রে যারা ভালো স্কেট করতে পারে, তাদের মন তো এই খোলা মাঠভরা বরফ দেখে উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো। স্কেট করতে-করতে সেরা তিনজনে হয়তো শেষে অনেক দূরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু কুয়াশা যে-রকম নিবিড় হ'য়ে আছে, তাতে দিনের বেলাতেই সব কেমন ঝাপশা ছায়াঢাকা দেখাচ্ছে—এই আবছায়ার মধ্যে বেশি দূরে যাওয়াটা আদৌ নিরাপদ নয়। অন্ধকারে পথ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে—আর পথ হারিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে কেউ যদি ঘুরে বেড়ায় তাহ'লে তো তক্ষুনি ডবল-নিউমোনিয়া। তার উপরে আবার শীতকালের আমিষখোর জন্তুগুলো বেরোলে তো আর রক্ষা নেই—জানোয়ারের কবলে গিয়ে পড়লে ইষ্টনাম স্মরণ করা ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না। তাই ব্রিয়ঁা সবাইকে পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিলে, কেউ যেন বেশি দূরে না-যায়। বললে, 'খুব-একটা দূরে যাবার চেষ্টা ক'রো না কিন্তু কেউ। আর সবাই পরস্পরের কাছাকাছি থেকো—অন্তত লক্ষ্যের মধ্যে থেকো। আমি আর গরডন তোমাদের জন্যে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো।'

মহোৎসাহে স্কেটিং শুরু করলে সকলে। কেউ-বা দু-পা গিয়েই খেলো আছাড়, কেউ-বা আবার খানিকটা গিয়েই প'ড়ে গেলো পা পিছলে। কিন্তু তাতে এরা মোটেই দমে যাবার পাত্তর নয়। সবাই হাসতে-হাসতে কোলাহল করতে-করতে দূর থেকে দূরে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সবচেয়ে সুন্দর চললো জাক। সাবলীল তার স্কেট করার ভঙ্গি, লাবণ্যময় ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। এতটুকু চেষ্টা বা আয়াসের চিহ্ন নেই তার স্কেট করায়—ভারি সুন্দর দেখায় যখন নানাভাবে সব বাধা অতিক্রম ক'রে সে যেতে থাকে। কখনও এক পায়ে, কখনও দু-পায়েই, কখনও সোজা হ'য়ে, কখনও বা ঝুঁকে প'ড়ে, আবার কখনও-বা লাট্টুর মতো পাক খেতে-খেতে সে আশ্চর্য সুন্দরভাবে সকলের আগে-আগে চললো।

ক্রমে অনেক দূরে চ'লে এলো জাক, ডোনাগান আর ক্রস। দলের অন্য সবাই তখন অনেক পিছিয়ে প'ড়ে।

হঠাৎ ডোনাগান পরামর্শ দিলে, 'চলো, আমরা আরো ওদিকে যাই—ওদিকে অনেক বুনোহাঁসের বাসা আছে।'

ক্রস উত্তর দিলো, 'না, বড্ড অন্ধকার। শেষে কি জাগুয়ারের মুখে পড়বো?'

'আসল কথাটা বললেই হয়!' জাঁতে ঘা দেবার চেষ্টা করলে ডোনাগান: 'এটা সোজাসুজি বললেই হয় যে তোমার আসলে ব্রিয়ঁাকেই ভয়?'

এ-কথার উপর ক্রস বেচারি আর কী করে? ডোনাগানের সঙ্গেই এগিয়ে চললো বিনা বাক্যব্যয়ে। দেখতে-দেখতে তারা আরো দূরে গিয়ে পড়লো। ততক্ষণে কুয়াশা আরো ঘন হ'য়ে এসেছে, অন্ধকার ক'রে এসেছে চারদিক। মাথার উপরে হাঁসের ডাক শোনা যায়, কিন্তু কুয়াশার জন্য কিছুই চোখে পড়ে না। এ যেন তাদের চেনা নীলোজ্জ্বল রৌদ্রময় চারম্যান আইল্যাণ্ড নয়—এ যেন এক আলাদা কুয়াশার দেশ।

ব্রিয়াঁ আর গরডন দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো গুহার সামনে। বেলা তিনটের পর থেকে কুয়াশা ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে—শেষে এমন অন্ধকার ক'রে এলো যে পাশাপাশি দাঁড়িয়েও তারা একে-অন্যকে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিলো না। সব কী রকম ঝাপশা, বিবর্ণ আবছায়া হ'য়ে আসছে।

চিন্তিতভাবে ব্রিয়াঁ বললে, যা আশঙ্কা করেছিলুম, তা-ই হ'লো। এখন ছেলেরা কী ক'রে পথ চিনে ফিরবে?

'তোমার শিঙাটা একবার বাজিয়ে ছাখো না,' গরডন পরামর্শ দিলে, 'শিঙার শব্দ শুনেই ওরা সবাই ফিরে আসবে।'

কোনো কথা না-ব'লে ব্রিয়াঁ পর-পর তিনবার তার শিঙায় ফুঁ দিলো। সেই ঠাণ্ডা, কঠিন কুয়াশাস্তীর্ণ বরফের দেশে শিঙার আওয়াজ শোনালো কোনো প্রেতের চীৎকারের মতো।

দশ মিনিটের মধ্যেই একে-একে সবাই ফিরে এলো—জাক শুদ্ধু, শুধু ডোনাগান আর ক্রসেরই কোনো দেখা নেই। বার-বার শিঙায় ফুঁ দিয়েও কোনো ফল হ'লো না। এদিকে বেলা গড়িয়ে আসছে, সন্ধ্যা আসন্ন। শীতকালে একে এমনিতেই তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়, তার উপর আজ আবার এই কুয়াশা।

শেষকালে গরডন বললে, 'এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে একজন এখুনি শিঙা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক। বাজাতে-বাজাতে গেলেই তারা শুনতে পাবে। এখন হয়তো দূরে গিয়ে পড়েছে ব'লেই শুনতে পাচ্ছে না।

গরডনের কথা শুনেই বাক্সটার লাফিয়ে উঠলো, 'আমি যাচ্ছি।'

সারভিস বললে, 'উঁহু, আমি যাবো।'

উইলকক্স বললে, 'বরং আমিই যাই।'

গণ্ডগোল দেখে ব্রিয়াঁ বললে, 'কাউকে যেতে হবে না—আমি নিজেই যাবো।'

তখন জাক বললে, 'তুমি কেন যাবে? আমি যাচ্ছি। আমার মতো জোরে স্কেটিং ক'রে যেতে পারবে না।'

গরডন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, 'হ্যাঁ, জাকই এ-কাজে সবচেয়ে যোগ্য—ও-ই বরং যাক।'

'বেশ,' বললে ব্রিয়ঁা, 'কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যাবি, আর সারা পথ শিঙা বাজাবি। তারপর ওদের বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলেই ওদের ডেকে আনবি।'

পরমুহূর্তেই জাক সেই নিবিড় কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ওদিকে অন্ধকার যেন ওই বরফের মতোই ক্রমশঃ নিরেট হ'য়ে উঠছে—এত জমাট বেঁধে উঠেছে যে মনে হয় হাত দিলে যেন ছোঁয়া যাবে। জাকের শিঙার আওয়াজও এখন আর শোনা যায় না। ইতিমধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। তিন জনের মধ্যে কারুই কোনো পাত্তা নেই।

উদ্বেগে মাথা নেড়ে ব্রিয়ঁা বললে, 'না, আর অপেক্ষা করা যায় না। গরডন, তুমি বরং এক কাজ করো—শিগগির একটা কামান ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করো—কামানের শব্দ অনেক দূরে গিয়ে পৌছবে।'

ফরাশি গুহার দুয়ারের দু-পাশে দুটো পেতলের কামান বসানো ছিলো—ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে তাদের মুখ বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তারই একটা কামানে বারুদ ভ'রে তক্ষুনি বাক্সটার কম্পিত হাতে তাতে আগুন দিলে।

সেই কুয়াশা-ঢাকা থমথমে ঠাণ্ডা অন্ধকারে বজ্রের মতো দারুণ শব্দে কামান গর্জন ক'রে উঠলো। আর যেহেতু তাদের উদ্বেগের মধ্যে অমন প্রচণ্ড শব্দে কামান গর্জন করলো, তাই তারা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো কেন যেন। কম ক'রেও দশ মাইল দূর থেকে শোনা যাবে এই শব্দ। কিন্তু দশ মিনিট কেটে গেলো, তবু কোনো দিক থেকে কোনো সাড়া এলো না। তখন আবার কামান ছোঁড়া হ'লো, কিন্তু তবু কোনো দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরো-কিছুক্ষণের মধ্যে পর-পর দু-বার কামান ছুঁড়লো ছেলেরা। আর তার পরেই হঠাৎ অনেক দূর থেকে যেন দু-তিনটে বন্দুকের শব্দ ভেসে এলো।

শুনেই সারভিস দিলো এক তিড়িং লাফ। 'ওই যে গুলির আওয়াজ! যাক—বাঁচা গেলো। যা ভাবনায় ফেলেছিলো এরা!'

তক্ষুনি একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রে বাক্সটার তার উত্তর দিলে। এবারে পূর্ব দিক থেকে আবার বন্দুকের শব্দ ভেসে এলো—শব্দটা এবার বেশ কাছে থেকেই এলো ব'লে মনে হ'লো।

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেলো দুটি ছায়ামূর্তি তীরবেগে তাদের দিকে স্কেটিং ক'রে আসছে। ওকি! ও যে কেবল ডোনাগান আর ক্রস! জাক তো সঙ্গে নেই! জাককে নাকি তারা ছাখেওনি।

ব্রিয়াঁ দৃঢ় স্বরে বললে, 'আমি চললুম, গরডন। যদি জাককে পাই তবেই ফিরবো—নইলে আর আমাদের দেখা হবে না।'

অনেক কষ্টে শেষটায় ব্রিয়াঁকে থামালো গরডন আর বাক্সটার।

আরো কয়েকবার তোপ দেগেও কোনো ফল হ'লো না দেখে একরাশ শুকনো পাতা, কাঠকুটো জড়ো ক'রে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হ'লো—অন্ধকারে দূর থেকে আগুন চোখে পড়বে সহজেই। কুয়াশাও যেন হঠাৎ এরই মধ্যে একটু পাতলা হ'য়ে এসেছে।

সকলে যখন আগুন জ্বালাবার কাজে ব্যস্ত, তখন গরডন হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'ব্রিয়াঁ! দূরে—ওই-যে—আবছা ছায়ার মতো কী একটা ন'ড়ে বেড়াচ্ছে!'

ছেলেরা তাকিয়ে দেখলে, দূরে অনেক দূরে, হ্রদের ধার থেকে একটি ছায়ামূর্তি তীরের মতো গুহার দিকে ছুটে আসছে।

নিশ্চয়ই জাক!

সবাই প্রাণপণে চ্যাঁচামেচি ক'রে জাককে ডাকতে লাগলো।

উল্কার মতো বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং ক'রে আসছে জাক, পায়ের অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, সারা গায়ে যেন পাখির লঘুতা।

ব্রিয়াঁ দুরবিন চোখে লাগিয়ে একদৃষ্টে জাকের দিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ সে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গরডন! ঢাখো-ঢাখো! জাকের পিছনে আরো দুটো লোক ছুটে আসছে! কারা ওরা?'

'কই লোক?' বাক্সটার আর্তনাদ করলো, 'ও যে দুটো ভীষণ জাগুয়ার জাককে তাড়া ক'রে আসছে!'

ততক্ষণে কিন্তু সবাই বেশ স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে: মানুষও নয়, জাগুয়ারও নয়—দুটো প্রকাণ্ড ভালুক জাককে ধরবার জন্যে তার পিছন-পিছন ছুটে আসছে। সেই হিংস্র ক্ষুধার্ত ভয়ংকর ভালুকের হাতে পড়লে আর রেহাই নেই জাকের, নিমেষের মধ্যে তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে।

তখনও গুহা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে রয়েছে জাক।

ডোনাগান কোনো কথা না-ব'লে ধনুক-থেকে-ছিটকে-বেরোনো তীরের মতো জাকের দিকে ছুটে গেলো: পায়ে তার স্কেটিং-এর জুতো, হাতে বন্দুক। সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই ভালুকদুটোকে লক্ষ্য ক'রে পর-পর দুটি গুলি ছুঁড়লে সে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। গুলি খেয়ে ভালুকদুটির গায়ে যদিও আঁচড়টিও পড়লো না, তবু তারা তক্ষুনি হ্রদের দিকে ছুটে পালালো।

ভালুক দেখে সবাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। চারম্যান আইল্যাণ্ড তবে ঋক্ষকুলের বাসস্থল!

গুহায় ফেরবার সময় জাক নিচু গলায় তার দাদাকে বললে, 'আমাকে একটা সুযোগ দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

নীরবে ব্রিয়ঁা তার হাতটা একটু চেপে ধরলে, তারপর ডোনাগানের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'ডোনাগান, তোমার অবাধ্যতার জন্যেই আজ এমন কাণ্ডটা হ'লো। নিষেধ সত্ত্বেও কেন তুমি দল ছেড়ে অত দূরে গিয়েছিলে? কিন্তু তাহ'লেও আজ তুমি যে-সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি আর মনের জোর দেখিয়েছো, সেজন্যে তোমাকে অশেষ অন্যবাদ।'

'আমি কেবল আমার কর্তব্য করেছি,' ঠাণ্ডা গলায় এই কথা ব'লে ডোনাগান ব্রিয়ঁার প্রসারিত উৎসুক হাতকে উপেক্ষা ক'রে গম্ভীর মুখে গুহায় গিয়ে ঢুকলো।

বিচ্ছেদ

ওই ঘটনার পর প্রায় দেড়মাস কেটে গেছে।

তেমন ঠাণ্ডা আর নেই, শীতকাল অপস্রিয়মান। হ্রদ আর নদীর সমস্ত বরফ গ'লে গিয়েছে। মাটির উপরও বরফের আর-কোনো চিহ্ন নেই।

সেদিন ১০ই অক্টোবর।

চারম্যান আইল্যাণ্ডের চারটি ছেলে হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে ফ্যামিলি লেকের দক্ষিণ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই দেখা গেলো, একটা গাছের নিচে আগুন জ্বালিয়ে গোল হ'য়ে ব'সে তারা দুটো বালি হাঁস ঝলশাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বোধহয় আসার সময় তারা এই পাখিদুটি শিকার করেছিলো। পরম তৃপ্তির সঙ্গে পোড়া মাংস খেয়ে তিনজনে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো, চতুর্থ ছেলেটি ব'সে ব'সে পাহারা দিতে লাগলো।

ফরাশি গুহা থেকে এত দূরে এসে রাত কাটাচ্ছে কেন এরা? কেন এসেছে? ছেলে চারটিই বা কে-কে?

তারা আর কেউ নয়—ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। আলাদা-ভাবে থাকার জন্যেই তারা ফরাশি গুহা ছেড়ে চ'লে এসেছে।

সম্প্রতি ব্রিয়ঁা আর ডোনাগানের মধ্যে কথায়-কথায় ঝগড়া বাধতো। ব্রিয়ঁা এখন দলপতি—তার নির্দেশ মেনে চলাটা স্বাধীনচেতা ডোনাগানের কাছে ক্রমশই অসহ্য হ'য়ে উঠছিলো। ইদানীং সে যেন ইচ্ছে ক'রেই ব্রিয়ঁাকে পদে পদে অবহেলা ক'রে চলতো। ব্রিয়ঁা সুযোগ পেলেই ডোনাগানকে তিরস্কার করতে ছাড়তো না। শেষকালে এমন অবস্থা হ'য়ে উঠলো যে আর তাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো।

একদিন ব্রিয়ঁা গরডনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিগেস করেছিলো, 'ওরা রাতদিন অত কি ফিশফিশ করছে? সব সময়েই তো দেখছি কী যেন ঘোঁট পাকাচ্ছে বারজনে।'

গরডন উত্তর দিয়েছিলো, 'বোধ হয় ওরা চারজনে আলাদা হ'য়ে যাবার মতলব আঁটছে।'

'আলাদা হ'য়ে যাবে? কেন? ফরাশি গুহায় ওরা থাকবে না আর?' ব্রিয়ঁা একেবারে স্তম্ভিত। 'আলাদা হ'য়ে গিয়ে ওরা থাকবে কোথায়?'

'তা জানি নে। তবে একদিন দেখলুম উইলকক্স বদোয়াঁর ম্যাপটার একটা নকল ক'রে নিচ্ছে।'

'বদোয়াঁর ম্যাপটা নকল ক'রে নিচ্ছিলো?' বলেছিলো ব্রিয়ঁা, 'তাহ'লে হয়তো সত্যিই ওরা আলাদা হবার আয়োজন করছে। কিন্তু···আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, গরডন? ডোনাগানকেই তোমরা নেতা ক'রে নাও, আমি না-হয় পদত্যাগ করছি। ওরা যদি আলাদা হ'য়ে যায়, তাহ'লে ছোটোদের মধ্যে তার একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া হবে। তার চেয়ে আমার পদত্যাগ করাটা বোধ করি অনেক ভালো।'

'না, তা হয় না। অবস্থা যে-রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে বরং ওদের আলাদা হওয়াই ভালো। বরং একসঙ্গে থেকে কথায়-কথায় ঝগড়া বাধলে ছোটোদের উপর তার প্রতিক্রিয়া আরো খারাপ হবে, সকলের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়বে।'

যা তারা আন্দাজ করেছিলো, তা-ই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য হ'লো। শীত চ'লে যেতেই, ৯ই অক্টোবর সন্ধেবেলায় খেতে ব'সে খাবার-টেবিলেই ডোনাগান কথাটা উত্থাপন করেছিলো: 'ব্রিয়ঁা, কাল থেকে আমি, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স—এই চার জনে আলাদা থাকবো।'

ব্রিয়ঁা জানতো একদিন না একদিন কথাটা ডোনাগান পাড়বেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা শুনে সে যেন কিরকম অসহায় বোধ করছিলো। একটু চুপ

ক'রে থেকে শেষে বলেছিলো, 'তোমরা কি আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছো, ডোনাগান ?'

'না ব্রিয়ঁা, ত্যাগ করছি নে। তবে আমরা চারজনে আর এখানে থাকবো না, দ্বীপের অন্য কোনখানে গিয়ে আশ্রয় নেবো।'

'কেন ? কীসের জন্তে তোমরা এই ব্যবস্থা করেছো ?'

'তোমার কি এখনও কোনো খটকা আছে, ব্রিয়ঁা ? কারণ তো তুমি ভালো ক'রেই জানো। আমরা আমাদের খুশিমতো থাকতে চাই। কারু হুকুম মেনে চলা আমার সহ্য হয় না।'

'আমি কি তোমাদের হুকুম করি ? সত্যি, আমার ব্যবহারে তেমন কোনো দোষ দেখেছো, ডোনাগান ?'

'দোষ হয়তো আমাদের দু-তরফেরই, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হ'লো এই যে তুমি দ্বীপের দলপতি।'

ব্রিয়ঁা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলো, 'বেশ, তোমরা যদি আলাদা হ'য়ে যেতে চাও তো আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'কিন্তু আমাদের ভাগের সমস্ত জিনিশ চাই। উইলকক্স সব জিনিশের একটা তালিকা করেছে—তা থেকে ভাগ ক'রে আমাদের অংশগুলো আমরা নিয়ে নেবো।'

'তা নেবে বই কি, নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু তোমরা যাচ্ছো কবে ?'

'কালই,' উত্তর দিয়েছিলো ডোনাগান, 'একবার যখন মতিস্থির ক'রে ফেলেছি, তখন আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

ব্রিয়ঁা যখন ফ্যামিলি লেকের ওপারে গিয়ে সমস্ত দেখেশুনে ফিরে এসেছিলো, তখন সে ঈস্ট-রিভারের মোহানার কাছের সমুদ্রতীরের সেই সুন্দর গহ্বরগুলির গল্পও করেছিলো। এ-কথাও সে তখন বলেছিলো, ভবিষ্যতে কখনও কোনো দরকার হ'লে ফরাশি গুহার বাস তুলে দিয়ে সেই গহ্বরগুলোর মধ্যেই আস্তানা পাততে পারবে তারা। ঈস্ট-রিভারের জল খুব মিষ্টি, নদীর দু-তীরে গভীর বন, বনের মধ্যে অসংখ্য পাখি আর জীবজন্তু। এই সমস্ত শুনে ডোনাগান তখনই মনে-মনে ঠিক করেছিলো, সুবিধে হ'লেই তারা হ্রদের ওদিকে গিয়ে বাসা করবে।

সেইজন্তেই এখন সেই গহ্বরের এই বনের মধ্যে তাদের দেখা গেলো—তিনজনে ঘুমোচ্ছে, আর ডোনাগান আগুনের ধারে ব'সে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে গালে হাত দিয়ে, পাহারা দিতে-দিতে আকাশ পাতাল কত কী

ভাবছে যেন সে। একটু পরেই উইলকক্সকে তুলে দিয়ে পাহারা দিতে ব'লে সে নিজেও চিৎপাত হ'য়ে পড়বে। এমনি পালা ক'রে এক-একজনে পাহারা দেবে সারা রাত।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই চারজনে যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলো—তাদের রাত্রিবাসের চিহ্ন হিসেবে গাছতলায় প'ড়ে রইলো কেবল কিছু পোড়া কাঠ, ছাই আর মাংসের হাড়গোড়।

তখনও ভালো ক'রে সূর্য ওঠেনি, আগুনের কুণ্ডের মধ্য থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে তখনও। ডোনাগান বন্ধুদের বললে, 'চারম্যান আই-ল্যাণ্ডের এই পুব-এলাকাতেই আমাদের থাকা উচিত। আমার মনে হয় আমেরিকা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ম্যাগেলান প্রণালীর মধ্য দিয়ে যে-সব জাহাজ পেরু আর চিলির বন্দরে চলাফেরা করে, তারা এই পুব দিক দিয়েই যাবে। একদিন না একদিন কোনো জাহাজ আমাদের চোখে পড়বেই। সেইজন্যে আমরা এই ডিসেপশন বে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না।'

ডোনাগান ভাবতে লাগলো, তাদের জাহাজটা যদি এখানে এসে উঠতো, তাহ'লেই সবদিক দিয়ে ভালো হ'তো। সমুদ্রতীরে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে অসংখ্য গহ্বর। সেই পাহাড়গুলির পর থেকেই শুরু হয়েছে ঘন নিবিড় অরণ্যের বিস্তার।

চারদিক দেখে-শুনে ডোনাগান শেষটায় নদীর ধারের একটা গুহাই থাকার জন্যে পছন্দ করলে। গুহার দেয়াল শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের, মেঝের উপর হলদে রঙের মিহি বালি। এই গুহাটি হবে তাদের 'লিভিং রুম', আশপাশের অন্যান্য গহ্বরও তারা নানা কাজে ব্যবহার করবে। পাহাড়টার আকৃতি দেখে তারা তার নাম রাখলে 'রিয়াররক হারবার'।

পরের দিন তারা সমুদ্রতীর ধ'রে এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিকটা ঘুরে দেখবে ব'লে ঠিক করলে। খুব ভোরবেলাতেই রওনা হ'য়ে পড়লো চারজনে। প্রথম মাইল-তিনেক পথ কেবল পাথর-ছাওয়া। সেই এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের সারি পেরুতেই বেলা দুপুর হ'য়ে গেলো। এবার পথে পড়লো ছোট্ট একটি খালের মতো নদী—তারা তার নাম রাখলো 'নর্থ-ক্রীক'।

বেলা তিনটের সময় তারা খুব ক্লান্ত হ'য়ে এক জায়গায় ব'সে জিরোবার আয়োজন করছে, হঠাৎ কী দেখে ক্রস চীৎকার ক'রে উঠলো, 'ডোনাগান, ভাখো-ভাখো, ওটা কী ন'ড়ে বেড়াচ্ছে?'

সকলে তাকিয়ে ছাখে, কাছেই, বনের মধ্যে একটা অদ্ভুত চেহারার জন্তু গাছতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তক্ষুনি বন্দুক হাতে তারা সেদিকে ছুটে গেলো। কিন্তু গুলি ছুঁড়তে গিয়ে যখন ভালো ক'রে তারা জন্তুটিকে লক্ষ্য করলে, তখন ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো একেবারে। একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার নদীতীরের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

একটুক্ষণ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা ঠিক ক'রে নিলো কী করা উচিত। তারপর সাহস সঞ্চয় ক'রে চারজনেই একসঙ্গে তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি করলো। জন্তুটার গায়ে চার-চারটে গুলি লাগা সত্বেও সে হুড়মুড় ক'রে গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। জন্তুটা যখন ছুটে পালাচ্ছে তখন ডোনাগান তাকে চিনতে পারলে। আসলে সেটা গণ্ডার নয়, একটা প্রকাণ্ড ট্যাপির। দক্ষিণ আমেরিকার নদীতীরেই এইসব জন্তুকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়।

তাদের অনুসন্ধান চললো পরদিনেও। সেদিনও সূর্যোদয়ের আগেই তারা আবার সমুদ্রতীর ধ'রে এগুতে লাগলো। আকাশটা আবার হঠাৎ মেঘলা হ'য়ে গেছে। বেলা আটটা বেজে গেলো, তবু সূর্যের দেখা নেই। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

হঠাৎ দেখতে-দেখতে সারা আকাশ মেঘে কালো হ'য়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'লো প্রচণ্ড ঝড়। গত্যন্তর না দেখে তারা ফিরে যাবার উদ্যোগ করলে। কিন্তু সেই দারুণ ঝড়ের মধ্যে কত জোরেই বা তারা যেতে পারে? তবু হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে তারা আস্তানার উদ্দেশ্যে এগুতে লাগলো। বেলা গড়িয়ে এলো ঝড়ের মধ্যে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার ঝড়ের সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের হানাহানিও শুরু হ'য়ে গেলো। ওদিকে চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। কালো অন্ধকারের গায়ে যেন কালো সমুদ্র একেবারে লেপ্টে দিয়েছে—কেবল কোনো অতিকায় আহত জন্তুর মতো আক্রোশে ফুঁশছে সমুদ্রের জল, আর সেই শব্দ থেকেই তারা বুঝতে পারলে সমুদ্র কোথায়। কোনোমতে সেই উপলবন্ধুর বেলাভূমির উপর দিয়ে তারা এগুতে লাগলো।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই সমুদ্রতীরে কী-একটা প্রকাণ্ড কালো জিনিশ দেখে উইলকক্স আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো। কী যেন একটা বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রজল থেকে উঠে আসছে সেই ঝড়ের মধ্যে—যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে সেই বিভীষিকা।

দৃশ্যটা দেখে ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে পাথরের মূর্তির মতো তারা দাঁড়িয়ে রইলো।

আর রক্ষে নেই, এইবারে জন্তুটা তাদের আক্রমণ করবে। বিদ্যুতের আলোয় পলকের মধ্যে সেই বিভীষিকাকে তারা দেখে নিয়েছে…

পরক্ষণেই আবার আকাশ ফেঁড়ে বাঁকা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেলো। কই, জন্তুটা তো ঠিক একই জায়গায় প'ড়ে আছে—একটুও নড়েনি! কী ওটা তাহ'লে? সত্যি কোনো অতিকায় সামুদ্রিক জন্তু, না অন্য কিছু? এক পলক দেখেছে, কিন্তু তাতেই ডোনাগানের মনে হয়েছে সেটা যেন একটা বড়ো নৌকো।

রাত তখন প্রায় নটা। বাজ ভীষণ গরজাচ্ছে মাথার উপর, আশেপাশে গাছপালাগুলো যেন মাটির বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার জন্যে হন্যের মতো ছটফট করছে।

ভয়ে-ভয়ে সংশয়ব্যাকুল মনে তারা কালো জিনিশটার দিকে একটু এগিয়ে গেলো।

সত্যিই তো! একটা নৌকোই তো বটে!

কিন্তু কোনো জনহীন দ্বীপে সমুদ্রতীরে এমন জায়গায় নৌকো এলো কোত্থেকে? যে-রকম ঝড় উঠেছে, তাতে নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোনো জাহাজ-ডুবি হয়েছে—না-হ'লে হঠাৎ এখানে এমন সময় নৌকো আসবে কোথা থেকে?

ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই তারা নৌকোটির দিকে এগুলো।

কাছে যখন এসেছে, তখন হঠাৎ ভীষণ শব্দ ক'রে বাজ ফাটলো কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝিলিক, আবার বাজের আওয়াজ।

সেই বাঁকাচোরা আলোর ঝিলিকের মধ্যে যে-নতুন দৃশ্য তারা দেখতে পেলে, তাতে চারজনেই একসঙ্গে আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলো।

সে কী বীভৎস, ভয়াবহ দৃশ্য!

বিদ্যুতের আলোয় তারা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, নৌকোর পাশে দুটি চিৎপাত মনুষ্যদেহ প'ড়ে আছে—তাদের কারু দেহেই প্রাণ নেই।

একে অমন ঝড়, তায় ক্লান্ত অবসন্ন ও ভীত-চকিত হ'য়ে আছে সবাই, উপরন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ দৃশ্য! নিজেদের অজান্তেই তারা চীৎকার ক'রে সবেগে পিছন ফিরে ছুট দিলে।

আর পিছন ফিরতেই আকাশ যেন বজ্র হ'য়ে মাথার উপর ভেঙে পড়লো। আর্ত ছেলেরা হাত-ধরাধরি ক'রে ঝড়ের মধ্যে সবেগে ছুটতে লাগলো। সারা রাত যে কেমন ক'রে কাটলো, সেদিকে কোনো হুঁশ রইলো না তাদের। কেমন একটা থমথমে ঘোরের মধ্যে কলের মতো তারা যেন ছুটে যাচ্ছে।

ততক্ষণে আস্তে আস্তে ঝড় থেমে আসছে, মেঘ কেটে যাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে ভোরবেলাকার ময়লা মেঘ-ঢাকা আলো। এবার তাদের আস্তানার দিকে ফেরা উচিত। কিন্তু দিনের আলোয় একটু সাহস ফিরে পেয়েছে তারা—সেই চমকটাও আর নেই। তাই তারা ঠিক করলে যাবার আগে সেই মৃত লোক-দুটির সদ্‌গতির একটা ব্যবস্থা ক'রে যাবে।

হাওয়ার ঝাপটা তখনও খানিকটা আছে। বহুকষ্টে সেই ভীষণ হাওয়ার মধ্যেই তারা একটু-একটু ক'রে এগিয়ে সেই নৌকোর কাছে এসে দাঁড়ালে।

সেখানে তাদের জন্যে আবারও একটা চমক অপেক্ষা ক'রে ছিলো।

আশ্চর্য! নৌকোটা ঠিক তেমনি প'ড়ে আছে, কিন্তু সেই মৃতদেহদুটি গেলো কোথায়? আশেপাশে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তারা মৃতদেহদুটির কোনো সন্ধান পেলো না।

'তবে কি লোকদুটি বেঁচে ছিলো, আমরা ভুল ভেবেছিলুম!' জিগেস করলে উইলকক্স, তবে কি তারা কেবল জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে ছিলো, এখন জ্ঞান ফিরতেই উঠে চ'লে গেছে?'

'কিন্তু আমরা চারজনেই একসঙ্গে ভুল করবো, এটা কি সম্ভব?' ডোনাগান বললে, 'নিশ্চয়ই তারা ওই সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছে—আদৌ বেঁচে ছিলো না।' এই ব'লে সে পকেট থেকে দূরবীন বার ক'রে সমুদ্রের চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু না, মৃতদেহদুটিকে কোথাও ভাসতে দেখা গেলো না।

এদিক-ওদিক গিয়ে আরো খানিকটা খুঁজে দেখলো তারা, কিন্তু কোথাও জীবিত বা মৃত কোনো লোকের কোনো সন্ধান মিললো না।

ডোনাগান মুখে বলেছে বটে তাদের ভুল হয়নি, কিন্তু তার মনেও সংশয় ছিলো। বিষণ্ন, সন্দেহ-জাগা মনে তারা আবার নৌকোর কাছে ফিরে এলো। নৌকোর মধ্যেও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা নৌকোটা, অত্যন্ত মজবুত ; কোনো জাহাজের নৌকো ছিলো সম্ভবত। কিন্তু মজবুত হ'লে কী হবে, এখন আর সেটা আদৌ ব্যবহার-যোগ্য নেই, ডুবোপাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকোর একটা দিক একেবারে ভেঙে গিয়েছে। নৌকোর ভিতরে আছে কিছু ছেঁড়া পাল, আর কয়েকগাছা মোটা দড়ি। নৌকোর একপাশে একটা পেতলের ফলকের উপর ইংরেজিতে লেখা :

'সেভার্ন—সানফ্রান্সিস্‌কো।'

সানফ্রান্সিস্‌কো! ক্যালিফোর্নিয়ার সেই বিখ্যাত বন্দর সানফ্রান্সিস্‌কো! তাহ'লে এই নৌকোটা যে-জাহাজের ছিলো, সেটা মারকিন জাহাজ!

কিন্তু সেই নিঃসীম সমুদ্রে নীল জল আর ফেনা ছাড়া আর-কিছু দেখা গেলো না। দিগন্ত অবধি কেবল ঢেউ, ফেনা আর নীল জল। কোনো জাহাজের পাল দেখা গেলো না কোথাও।

ডোনাগান তার দলবল নিয়ে ফরাশি গুহা ছেড়ে যাবার পর থেকে ব্রিয়াঁর মন ভারি খারাপ হ'য়ে আছে। গরডন অবিশ্যি সব সময়েই তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে : 'অত মন খারাপ করছ কেন, ব্রিয়াঁ? তোমার দোষ কী? তাছাড়া—আমি বলছি—ওরা শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে। বর্ষা একবার নামুক না, তখনই বাছাধনেরা মুখ কালো ক'রে আবার এসে এই ফরাশি গুহাতেই উঠবে।'

কিন্তু সান্ত্বনায় তার উদ্বেগ মোটেই কমে না। তাছাড়া দ্বীপ থেকে উদ্ধারের ভাবনাতেও সে অস্থির হ'য়ে আছে। দলে ভাঙন ধরেছে, ছেলেদেরও এবার বেশ ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছে—নতুন-নতুন বেশ মজা লেগেছিলো, কিন্তু এখন আর সে মজা নেই। আর কিছুদিন দ্বীপে থাকলেই ছেলেদের মনের উপর একটা বিষম প্রতিক্রিয়া হবে। 'রবিনসন ক্রুসো'রও দ্বীপে শেষটায় খারাপ লাগতো। আর ইয়োহান হ্বিস্ যাই লিখুন না কেন, স্যুইজারল্যাণ্ডের রবিনসন-পরিবারেরও শেষ দিকটায় দ্বীপে থাকতে সত্যি কি খুব মজা লাগতো?

ব্রিয়াঁ ভাবলে, শূন্যে যেখানে তারা বেলুন উড়িয়ে রেখেছে, সেখানে একটি অতিকায় ঘুড়ি উড়িয়ে রাখতে পারলে কেমন হয়! সমুদ্রের ধারে সব সময়েই জোরালো হাওয়া থাকবে, দড়িরও কোনো অভাব নেই, তেমন উঁচুতে ওড়াতে পারলে আরো অনেক মাইল দূর থেকেই তা দেখা যাবে।

বনের বেত আর ক্যানভাস কাপড় দিয়ে দেখতে-দেখতে এক মস্ত ঘুড়ি বানানো হ'লো। ঠিক হ'লো পরদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ানো হবে। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই আকাশের অবস্থা বেশ ঘোরালো হ'য়ে উঠলো। যে-ঝড় ডোনাগানদের মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছিলো, এটা সেই ঝড়। কাজেই সেদিন আর ফরাশি গুহা থেকে ঘুড়িটাকে বার করাই গেলো না। তার পরদিনও বেশ ঝড়বৃষ্টি চললো। শেষে শুক্রবারে ঝড় থামলো। ব্রিয়াঁ ঠিক করলো, সেদিন দুপুরবেলাতেই সে ঘুড়ি ওড়াবে। রোদ উঠেছে দুদিন পরে, হাওয়াতেও বেশ টান আছে, ওই অতিকায় ঘুড়ি সহজেই উড়বে। তারপর সন্ধেবেলায় ঘুড়ি নামিয়ে তার ল্যাজে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেবে। তাহ'লে রাতের বেলাতেও অনেক দূর থেকে সেই আলো দেখা যাবে!

বেলা একটার সময়ে বাক্সটার আর গরডন ধরাধরি ক'রে সেই অতিকায় ঘুড়িটাকে তুলে ধরলে। জাহাজের একটা হুইলের সঙ্গে ঘুড়ির সুতো জড়িয়ে হুইলটাকে মাটিতে এঁটে দেয়া হয়েছিলো। ব্রিয়াঁ সেই হুইলের পাশে সুতো হাতে দাঁড়ালো। তার সংকেত পেলে বাক্সটার আর গরডন ঘুড়ি ছেড়ে দেবে। দু-পাশে বাকি ছেলেরা সবাই রুদ্ধ কৌতূহলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ব্রিয়াঁর আর সংকেত করা হ'লো না।

ফ্যানও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাদের কাণ্ড দেখছিলো—হঠাৎ সে পিছন ফিরে ভীষণ চীৎকার করতে-করতে তীরের মতো পাশের জঙ্গলের দিকে ছুটে গেলো।

তখনই বন্দুক নিয়ে ব্রিয়াঁ আর গরডনরা কম্পিত পায়ে বনের দিকে অগ্রসর হ'লো। গিয়ে ছাখে, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর ফ্যান সুমুখের দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ছে, আর গাছের তলায় প'ড়ে আছেন এক ভদ্রমহিলা—পোশাক দেখে তাঁকে ইংরেজ ব'লেই মনে হয়।

আজ এতদিন পরে এই দ্বীপে প্রথম জীবিত মানুষ দেখে ছেলেদের মনের অবস্থা কেমন হ'লো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। গরডন আর ব্রিয়াঁ হাঁটু মুড়ে ব'সে মহিলাটির হাতের নাড়ি পরীক্ষা ক'রে দেখলে—প্রথমটা জীবনের কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। শেষটায় তাঁর নাকের কাছে একটা কাঁচ

ধ'রে রেখে গরডন হঠাৎ সোল্লাসে ব'লে উঠলো, 'এই ভাখো, একটু-একটু নিঃশ্বাস পড়ছে!

ধরাধরি ক'রে তারা মহিলাটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে তাদের সম্মিলিত শুশ্রূষা ও চেষ্টায় ভদ্রমহিলার জ্ঞান ফিরে এলো। কিছু খেয়ে নেবার পর তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করতে লাগলেন—কিন্তু তবু তাঁকে কোনো রকম বিরক্ত না ক'রে তারা একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে দিলো। কৌতূহলে ফেটে পড়লেও কোনো প্রশ্ন করলে না তারা।

সন্ধ্যার পর সবাই যখন খেতে বসলো, তখন খেতে-খেতে ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

ভদ্রমহিলা আসলে মারকিন। তাঁর আসল নাম ক্যাথারিন রেডি, সবাই তাঁকে 'কেট' ব'লে ডাকে।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে জাহাজে ক'রে চিলি যাচ্ছিলেন কেট, তাঁদের জাহাজটির নাম ছিলো 'সেভান'। সমুদ্রযাত্রা প্রথম ভাগটা বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিলো, কিন্তু মধ্য-সমুদ্রে এক ভয়ানক অঘটন।

ওই জাহাজের নাবিকদের মধ্যে ওয়ালস্টোন নামে একটা লোক ছিলো, আর ছিলো তার সাতটি সঙ্গী: ব্যান্ড্, রক, হেনলি, কুক, ফর্ব্স্, কোপ আর পাইক। লোকগুলো যেন প্রত্যেকেই শয়তানের বিভিন্ন মূর্তি। চেহারাও একেক জনের দানবের মতো—স্বভাব ততোধিক ভীষণ। এই আট জনে হঠাৎ একদিন জাহাজের কাপ্তেনকে খুন ক'রে জাহাজটা দখল ক'রে বসলো। তারপর একে-একে যাত্রীদেরও তারা হত্যা করলে, জাহাজের ডেকে রক্তগঙ্গা ব'য়ে গেলো। শুধু দু'জনকে তারা রেহাই দিলে। এক, কেট—স্বয়ং ফর্ব্স্ সর্দারকে ব'লে-ক'য়ে তাঁকে বাঁচায়; আর অন্যজন হচ্ছে ইভান্স্, জাহাজের ফার্স্ট মেট—সে না থাকলে জাহাজ চালাবে কে, এই ভেবে তাকে হত্যা করা হয়নি। তবে তাকে তারা মোটেই সুনজরে রাখলে না। বেশ বোঝা গেলো, প্রয়োজন ফুরোলেই তারা ইভান্স্কে এবং হয়তো কেটকেও হত্যা করবে।

ওয়ালস্টোনের মতলব ছিলো জাহাজটিকে সোজা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে মধ্যযুগের বোম্বেটেদের মতো তারা ক্রীতদাসের ব্যবসা চালাবে। ইভান্স্কে দিয়ে তারা জোরজবরদস্তি ক'রে সেইভাবেই জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করলে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাদের সব মতলবই ফেঁশে গেলো। কয়েকদিন পরে কী

ক'য়ে যেন হঠাৎ ভীষণ আগুন লেগে গেলো জাহাজে। অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন কিছুতেই সে আগুন নেভানো গেলো না, তখন সবাই জাহাজের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে একটা বড়ো নৌকোয় চ'ড়ে সমুদ্রে নেমে পড়লো—সঙ্গে নিলে গোটাকয়েক বন্দুক, কিছু খাবার-দাবার ও অন্যান্য সরঞ্জাম। হেনলি নামতে গিয়ে জলে প'ড়ে যায়। তাকে আর উদ্ধার করা যায়নি, সঙ্গে সঙ্গে একদল হাঙর এসে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফ্যালে।

দু-দিন দু-রাত্রি ধ'রে নৌকো ভেসে চলে—কিন্তু তবু কোনোদিকেই ডাঙার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। তারপর হঠাৎ সেই ভীষণ ঝড় উঠলো—সেই ঝড়ের মুখে প'ড়ে দিশেহারা নৌকোটা সোজা চারম্যান আইল্যাণ্ডে এসে ওঠে। তীরে ওঠবার আগেই একটা ডুবো পাথরের গায়ে ভীষণ ধাক্কা লেগে নৌকোর একটা দিক একেবারে চুরমার হ'য়ে যায়।

ওয়ালস্টোন আর তার স্যাঙাতরা একটানা ঝড়-বাদলের সঙ্গে লড়াই ক'রে মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়েছিলো—আর তাদের যুঝবার কোনো সামর্থ্য ছিলো না।

তীরের কাছাকাছি এসেই নৌকো এক প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে একেবারে উলটে যায়। ফলে পাঁচজন আরোহী সমুদ্রের জলে ভেসে যায় আর বাকি দু'জন বালির উপর গিয়ে ছিটকে পড়ে। আর কেট নৌকোর বিপরীত দিকে ছিটকে প'ড়ে যান।

অনেকক্ষণ হতচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন কেট। জ্ঞান হবার পর তিনি ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দ্যাখেন, ক্লান্তিতে তাঁর সারা শরীর একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। ওই অবস্থায় এক সময়ে তিনি শুনতে পান ওয়ালস্টোনের গলা, তার সঙ্গে ব্র্যান্ড্ আর রকও ছিলো। কেট বুঝতে পারলেন যে তারা মোটেই ভেসে যায়নি, ডাঙায় উঠেছে, আর এখন সঙ্গীদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

ওয়ালস্টোনেরা কেটকে দেখতে পায়নি। তাদের কথাবার্তা থেকে কেট বুঝতে পারলেন, ইভান্স্ বেচারি ছাড়া পায়নি, কোপ আর কুকের পাহারায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বন্দুক আর টোটাগুলিও বোম্বেটেরা জলে ভেসে যেতে দেয়নি। তারপর ফর্ব্স্ আর পাইককে তুলে নিয়ে নৌকোটা ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বোম্বেটেরা কোথায় যেন চ'লে গেলো। তারা চ'লে গেলেই কেট সেই অবসন্ন দেহেই পাগলের মতো ছুটতে থাকেন।

তারপর যে কী হয়েছিলো, তা তিনি কিছুই জানেন না।

কেটের এই রোমাঞ্চকর উপাখ্যান শুনে ছেলেরা যেমন অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনী পড়ার আমোদ পেলে, তেমনি আবার বেশ ভয়ও পেয়ে গেলো; এতদিন চারম্যান আইল্যাণ্ডে তারা বেশ নিরাপদে ছিলো, আজ সেই দ্বীপে এমন সাতজন নিষ্ঠুর বোম্বেটে পা দিয়েছে যারা যে-কোনো রকম বিবেকহীন কুকর্ম থেকে বিরত হবে না—যদি বোঝে কিছু লাভ হবে, তাহ'লে যা খুশি তাই তারা ক'রে বসতে পারে। ফয়াশি গুহার সন্ধান একবারটি পেলে তারা কি আর ছেলেদের ছেড়ে দেবে? কক্খনো না। গুহার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খাবারদাবার তারাই দখল ক'রে নেবে—কেড়ে নিতে গিয়ে রক্তপাত করতেও তাদের বুকে একটুও বাধবে না।

এদিকে আরেকটা ভয়ানক বিপদ আসন্ন। ছেলেরা না হয় সাবধানে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রইলো, কিন্তু ডোনাগানেরা? তারা তো এই বোম্বেটের কথা কিছুই জানে না! তারা হয়তো নিশ্চিন্ত মনে চারদিকে ঘুরে বেড়াবে, হয়তো তাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে বোম্বেটেরা তাদের হদিশ জানতে পেরে তাদের খুঁজে বার করবে। তারপর···

না না, ডোনাগানদের ফিরিয়ে আনা চাই-ই চাই। এখন সকলের দলবদ্ধ হ'য়ে থাকা দরকার। নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় ঈর্ষা, বিরোধ দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে একজোট হ'য়ে দস্যুদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা উচিত।

ব্রিয়াঁ বললে, 'মোকোকে নিয়ে আমি না-হয় এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। রাতের অন্ধকারে বেশ গা-ঢাকা দিয়ে যাওয়া যাবে।'

গরডন অবাক হ'য়ে বললে, 'এই আঁধার রাত্তেই বেরুবে? কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করলে হ'তো না?'

'না গরডন, অপেক্ষা করার সময় আর নেই। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের।'

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তর-তর ক'রে জল কেটে চলেছে একটি নৌকো—নৌকোয় ব'সে আছে দুটি মাত্র কিশোর, ব্রিয়াঁ আর মোকো। ব্রিয়াঁ চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ কী দেখে সে আস্তে মোকোর হাতে একটু চাপ দিলে।

অস্ফুট স্বরে মোকো বললে, 'কী?'

ব্রিয়াঁ ফিশ-ফিশ ক'রে বললে, 'ওই ছাখো!'

দেখা গেলো, ঈস্ট-রিভারের তীর থেকে কয়েকশো গজ দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় গনগনে আগুন জ্বলছে।

কারা ওখানে আগুন জ্বালিয়ে ব'সে আছে? বোম্বেটেরা? না ডোনাগানের দল?

তীরে নৌকো ভিড়িয়ে কোমরবন্ধে রিভলবার এঁটে ব্রিয়ঁা হাতে একটি কুঠার নিয়ে ডাঙায় নামলো।

চারদিকে ঝোপঝাড়, আগাছা। হাতে উদ্যত কুঠার থাকলে কী হবে, ভয়ে আশঙ্কায় তার বুক বেশ দুরুদুরু করছে। খানিকটা গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রায় কুড়ি হাত দূরে একটা মস্ত কালো ছায়া অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ধাবমান। পরমুহূর্তেই শোনা গেলো এক গভীর ক্ষুধিত হিংস্র গর্জন, আর সঙ্গে সঙ্গে কি একটা মস্ত কালো জিনিস লাফিয়ে পড়লো। সেই কালো মূর্তিটি আর কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড জাগুয়ার।

আর ঠিক তখনই শোনা গেলো কার করুণ আর্তনাদ।

চীৎকার শুনেই ব্রিয়ঁা চমকে উঠলো : 'এ যে ডোনাগানের গলা!'

মুহূর্তেকও দেরি না ক'রে ব্রিয়ঁা কুঠার হাতে সামনের দিকে ছুটে গেলো! ডোনাগান তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলো, হঠাৎ জাগুয়ারের আক্রমণে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে চ্যাচাচ্ছে, কিছুতেই বন্দুকটাকে আর হাতের নাগালে পাচ্ছে না।

চক্ষের পলকে ব্রিয়ঁার কুঠার ভীষণ বেগে জাগুয়ারের মাথার উপর নেমে এলো। অব্যর্থ লক্ষ্য। তক্ষুনি জাগুয়ারটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কম্বলে জড়ানো ছিলো ব'লে ডোনাগান খুব জোর বেঁচে গেলো—শুধু তার ডান কাঁধে সামান্য আঁচড় লেগেছে—তাছাড়া আর কিছুই তার হয়নি।

ততক্ষণে ডোনাগানের অন্য বন্ধুরাও সেখানে এসে পড়েছে। প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে ডোনাগান ব্রিয়ঁাকে যে কী বলবে, তা ভেবে পাচ্ছিলো না। কিন্তু ব্রিয়ঁা তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো সুযোগই দিলে না, তাড়তাড়ি তাদের টেনে এনে নৌকোয় বসালে। তৎক্ষণাৎ মোকো নৌকো ছেড়ে দিলো। নৌকোয় ব'সে ব্রিয়ঁা ধীরে-ধীরে ডোনাগানদের সব কথা খুলে বললে। কেট, সেভার্ন জাহাজ, ওয়ালস্টোন, দ্বীপে জলদস্যুদের আবির্ভাব—কোনো তথ্যই সে বাদ দিলে না।

এই ঘটনার পর থেকে কেবল ডোনাগান নয়, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স—সকলের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেলো, এখন আর দলের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই—সবাই সকলের জন্য সমান ব্যাকুল। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা তারা আবিষ্কার করেছে একে অন্যকে তারা কতখানি ভালোবাসে। ঈর্ষা, উচ্চাশা, বিরোধ—এ-সব যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

কেটও এরই মধ্যে ছেলেদের মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছেন। ছেলেরা

তাঁকে 'আন্টি' ব'লে ডাকে। কেটের ইচ্ছে : কোনো রকমে ইভান্‌স্‌কে এই দলের মধ্যে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসা।

'আহা! ইভান্‌স্‌ বড়ো ভালোমানুষ!'

ঘুড়ির ল্যাজ

এখন পর্যন্ত যদিও বোম্বেটেদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবু তাদের ভয়ে ছেলেদের বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধই হ'য়ে গেছে। দ্বীপের সর্বত্র ছেলেদের বসবাসের নানা চিহ্ন ছড়ানো। বিশেষ ক'রে সেই বেলুনটা। সেট তো চোখে পড়বেই। দস্যুরা একবার সন্ধান পেলে কি আর রক্ষে আছে?

শেষে একদিন রাত্রিবেলায় কয়েকজন গিয়ে চুপি-চুপি বেলুনটা খুলে নিয়ে এলো। তার পর থেকে তারা প্রায়ই সাবধানে রাত্তিরে বেরুতো, সন্তর্পণে চারদিক পরীক্ষা ক'রে দেখতো কোথাও কোনো আগুন দেখা যায় কি না। কিন্তু এভাবে, এই অনিশ্চয়ের মধ্যে, আর ক-দিন চলে? প্রতি মুহূর্তে কেবল যদি ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়, কখনও যদি নিশ্চিত ক'রে জানা না-যায় দস্যুরা কোথায় আছে, তাহ'লে এখানে বসবাস করাই যে তাদের পক্ষে মুশকিল হ'য়ে উঠবে!

অবশেষে ব্রিয়াঁ এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসলো। অনেকদিন আগে সে একটা বইয়ে পড়েছিলো, কবে নাকি কোন ইংরেজ মহিলা এক অতিকায় ঘুড়ির সঙ্গে নিজেকে আঁটো ক'রে বেঁধে নিয়ে আকাশে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। ব্রিয়াঁ ঠিক করলে সেও ও-রকম করবে।

আগেকার ঘুড়ির চাইতে আরো বড়ো আরো বিরাট একটা ঘুড়ি তৈরি করা হ'লো। এই বিরাট ঘুড়ি ওড়াতে তেমনি মজবুত সুতোর দরকার। সে-কাজ হাসিল করা হ'লো জাহাজের লগ-রীল-এ জড়ানো ইস্পাতের সুতো অর্থাৎ লগলাইন দিয়ে। জাহাজের মাস্তুলের গায়ে যে-ধরনের বড়ো-বড়ো ঝুড়ি লাগানো থাকে, এবং যার মধ্যে একজন লোক দাঁড়ালে একেবারে তার বুক পর্যন্ত ঝুড়ির ভিতর থাকে—অর্থাৎ যাকে নাবিকদের পরিভাষায় বলে 'কাকের বাসা'—তেমনি একটি ঝুড়ি ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা হবে।

প্রথমে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্তে দেড় মণ ওজনের পাথর ভ'রে ঘুড়ি

ছেড়ে দেয়া হ'লো। অবাক কাণ্ড! সেই বিপুল ভার নিয়ে ঘুড়িটা দিব্যি ফর-ফর ক'রে আকাশে উঠে গেলো। বেশ চমৎকাভাবেই উড়তে লাগলো ঘুড়িটা— দেড় মণ ভার বহন করেছে বলে কিছু যে বেশামাল হয়ে পড়েছে, তা মনে হ'লো না। তখন অনেক কষ্ট ক'রে লগ্-রীল-এ সুতো গুটিয়ে-গুটিয়ে সে-ঘুড়ি নিচে নামানো হ'লো।

এবারে ওই পরীক্ষার নিরিখেই ঝুড়ির মধ্যে লোক ওঠার পালা। কাজটা খুব সহজ নয়। রীতিমতো বুকের পাটা চাই সেইজন্যে—চাই প্রচুর সাহস, শক্ত স্নায়ু, বেপরোয়া ডাকাবুকো ভঙ্গি। কারণ মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে।

ব্রিয়াঁ বললে, 'এবার ঝুড়িতে কে উঠবে বলো?'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো জাক, সে বললে, 'আমি উঠবো।'

ডোনাগান, উইলকক্স ও অন্যরাও 'আমি-আমি' রব তুলে গোল শুরু ক'রে দিলে।

তখন জাক তার দাদার হাতদুটি ধ'রে বললে, 'তুমি অনুমতি দাও, আমি উঠি! আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এবার করতে দাও।'

জাকের কথায় ডোনাগান, উইলকক্স প্রভৃতি সকলেই খুব চমকে গেলো। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত? তার মানে? জাক এ কী বলছে?

জাক তেমনি রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আজ আমাকে সব কথা খুলে বলতে দাও, ব্রিয়াঁ।' তারপর ডোনাগানের দিকে ফিরে কম্পিত স্বরে বললে, "হ্যাঁ, ডোনাগান, আমি একটা মারাত্মক অপরাধ করেছি—তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমারই সর্বাগ্রে এই বিপজ্জনক কাজে নামা দরকার। আজ যে তোমরা এই নির্জন দ্বীপের উপর নির্বাসিত হয়েছো, এত কষ্ট পাচ্ছো, এই দুই বছর এত নিগ্রহ ভোগ করছো, সে কার জন্যে, জানো? জানো, কেন হঠাৎ আমাদের জাহাজ রাতের অন্ধকারে অকল্যাণ্ড বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রে ভেসে আসে? জানো, কে তোমাদের এত বিপদ-আপদের জন্যে দায়ী? আমি। হ্যাঁ, তোমরা সকলে যখন ঘুমোচ্ছিলে, তখন উজবুক আমি, বোকা আমি মজা করার জন্যে জাহাজের দড়ি খুলে দি। ভেবেছিলুম ভারি আমোদ হবে। আমি খেলার ছলে যা করেছিলুম, তার ফল যে শেষ পর্যন্ত এমন নিদারুণ হবে, তা বুঝতে পারিনি। যখন দেখলুম প্রবল হাওয়ায় আমাদের ছোটো জাহাজ বন্দর ছেড়ে ক্রমশ বারদরিয়ায় এসে পড়েছে, তখন ভয়ে আমি এতই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলুম যে চেঁচিয়ে তোমাদের ডাকতে পর্যন্ত পারিনি। অনেকক্ষণ আমি ডেক-এ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে হালভাঙা নোঙরতোলা জাহাজের খামখেয়াল দেখেছিলুম আর প্রাণপণে ভগবানকে

ভেকেছিলুম। শেষে যখন জাহাজ মধ্যসমুদ্রের উপর দিয়ে হাওয়ার তোড়ে হু-হু ক'রে ভেসে চলতে শুরু করে, তখন আমি ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত গোবেচারার মতো, ভালোমানুষের মতো লুকিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি, সারা রাত ঘুমুতে পারিনি আশঙ্কায়। বলো, তোমরাই বলো, এই মারাত্মক অপরাধের জন্যে আমার কি কোনো ক্ষমা আছে?'

বলতে-বলতে জাক কান্নায় একেবারে আকুল হয়ে গেলো, আর ব্রিয়ঁা অপরাধীর মতো কুণ্ঠিতভাবে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। অন্যরা তো বিস্ময়ে হতবাক!

খানিকক্ষণ পরে ডোনাগান বললে, 'এতদিনে তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, জাক। তোমার মতো অমন হাসিখুশি ফুর্তিবাজ ছেলে এ-দু-বছর যে-রকম মনমরা হ'য়ে দিন কাটিয়েছো, তাতেই তোমার সমস্ত দোষ কেটে গেছে। আর ব্রিয়ঁা, এইবার আমি বুঝেতে পারছি, কেন তুমি সব বিপজ্জনক কাজে সকলকে রেখে জাককে পাঠাতে!'

সবাই তখন জাককে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলে। তাদের সান্ত্বনা ও সহানুভূতি পেয়ে জাক এক চোখে হাসি অন্য চোখে কান্না নিয়ে গিয়ে ঝুড়িতে উঠলো। এবার ঘুড়ির সুতো ছাড়া হবে—কিন্তু হঠাৎ ব্রিয়ঁা ঝুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললে, 'জাক, নেমে আয় তুই। আমিই ওতে উড়বো, ঠিক করেছি।'

ঝোড়ো কাকের আবির্ভাব

অনেক রাত্রে নির্বিঘ্নে সেই বিপজ্জনক আকাশ-অভিযান সাঙ্গ ক'রে ব্রিয়ঁা ফিরে এলে ছেলেরা তাকে ঘিরে প্রশ্নে প্রশ্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো। কিন্তু তাদের সব প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্রিয়ঁা মোদ্দা কথাটি জানিয়ে দিলে, 'বোম্বেটেরা এখনও দিব্যি বহাল তবিয়তে চারম্যান আইল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

সেদিন ২৪শে নভেম্বর। ব্রিয়ঁা আর গরডন নৌকোয় ক'রে জীল্যাণ্ড-রিভারের ওপারে গিয়েছিলো। মতলব ছিলো, ওদিকে যে একটি সরু পথ আছে, সেটি কোনো রকমে একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে।

নৌকো থেকে নেমে তীর থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে গেছে, হঠাৎ ব্রিয়ঁা অনুভব করলে তার জুতোর তলায় কী-একটা শক্ত জিনিশ মচমচ শব্দ ক'রে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে গেলো। তুলে ভাখে, সেটা একটা তামাকের পাইপ।

কী সর্বনাশ! এটা এখানে কোত্থেকে এলো?

'নিশ্চয়ই দস্যুরা এদিকে এসেছিলো,' বিবর্ণ মুখে বললে গরডন, 'তাদেরই একজন বোধহয় ফেলে গেছে।'

'ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর পাইপও তো হ'তে পারে।'

হ'তে যে পারতো না, তা নয়। কিন্তু সেটা যে বদোয়াঁর তামাক খাবার পাইপ নয়, তা তক্ষুনি স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেলো। কারণ পাইপের মধ্যে কিছু পোড়া তামাক গোঁজা ছিলো, শুঁকে দেখা গেলো টাটকা তামাকের গন্ধ। নতুন তামাকের মধ্যে যেমন একটা সতেজ ঝাঁজ থাকে, পাইপের নলচেয় সেই ঝাঁজ পাওয়া গেলো। নিশ্চয়ই ওয়ালস্টোনের দলের কেউ এখানে ভুল ক'রে এটা ফেলে গেছে। ওয়ালস্টোন তবে তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এদ্দুর পর্যন্ত এসেছিলো!

সেখানে আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না-ক'রে তারা দু'জনে তাড়াতাড়ি গুহায় ফিরে এলো।

এখন কোথায় আছে দস্যুরা? হয়তো খুব কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে ব'সে আছে! হয়তো ছেলেদের তারা দেখতে পেয়েছে এর মধ্যে, হয়তো আজ রাত্তিরেই তারা ফরাশি গুহা আক্রমণ ক'রে বসবে।

কিন্তু এখন অহেতুক ভয় পেলে চলবে না। ওই নিষ্ঠুর বোম্বেটেগুলোর হাত থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, সেই কথাই ভাবতে হবে সবাইকে। তারপর সেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা কাজে খাটাতে হবে। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গোয়েন্দাকাহিনীর অদ্ভুতকর্মা নায়কের মতো আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সবাইকে।

দু'দিন গেলো ভীষণ গরম, তারপর ২৭শে নভেম্বর সন্ধে থেকেই আবার দেখা দিলো তুমুল ঝড়বাদল।

ছেলেরা গুহার ভিতরে দুয়ার বন্ধ ক'রে ব'সে আছে।

ফ্যানও এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝেয় ব'সে চুপচাপ ঝিমোচ্ছিলো, মাঝে-মাঝে লাঙুল আস্ফালন ক'রে মশা তাড়াচ্ছিলো। হঠাৎ এক সময় সে দুয়ারের কাছে ছুটে গিয়ে ভীষণভাবে গর্জন করতে শুরু ক'রে দিলে। তারপরেই অকস্মাৎ সেই শোঁ-শোঁ হাওয়া-বওয়া বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রিকে স্তম্ভিত ক'রে

দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হ'লো। স্পষ্ট বন্দুকের আওয়াজ—তাতে কোনোই ভুল নেই। ফরাশি গুহার একশো হাতের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ বন্দুক ছুঁড়েছে! আচমকা সেই বন্দুকের শব্দ শুনে ছেলেদের বুকের মধ্যে যেন অবিশ্রাম হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো। এই দারুণ দুর্যোগ উপেক্ষা ক'রেও দস্যুরা তবে ফরাশি গুহা আক্রমণ করতে এসেছে!

ডোনাগান, ব্রিয়াঁ, গরডন, উইলকক্স প্রভৃতি সকলেই যে-যার পিস্তল-বন্দুক নিয়ে স্পন্দিত বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলো, প্রবল ধাক্কায় কখন গুহার দরজা ভেঙে পড়ে। ঠিক এমন সময় তাদের কানে এলো এক করুণ, অসহায় ও হতাশ আর্তনাদ: 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছো, বাঁচাও!'

সেই চীৎকার শুনে কেট দুয়ারের কাছে এগিয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলেন—বোঝা গেলো কী যেন শোনবার চেষ্টা করছেন।

আবার সেই আকুল করুণ আর্তনাদ শোনা গেল—আর শোনবামাত্র কেট ব'লে উঠলেন, 'শিগ্‌গির দরজা খুলে দাও, শিগ্‌গির!'

কোনো কথা না-ব'লে ছেলেরা তাঁর আদেশ মাথা পেতে মেনে নিলো: দরজা খুলে দিতেই একজন বলিষ্ঠ কিন্তু ক্লান্ত ও বয়স্ক নাবিক ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো। অবসাদে তখন তার শরীরের সব জোড়গুলো যেন আলগা হ'য়ে যাচ্ছে!

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

লোকটা আর কেউ নয়, সেভার্ন জাহাজের ফার্স্ট মেট ইভান্‌স্।

ঘরে ঢুকেই ইভান্‌স্ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে কান পেতে অনেকক্ষণ কী যেন শোনবার চেষ্টা করলে। সে যে কী শুনতে চাচ্ছে, তার আর্ত মুখ দেখে বোঝা গেলো না: সম্ভবত তার পিছু-নেয়া দস্যুদের পায়ের শব্দ। শেষটায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে মুখ ফেরাতেই একসঙ্গে এতজন কিশোরকে দেখে সে অবাক হ'য়ে গেলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো কেটের দিকে। তার বিমূঢ় দশা আরও বৃদ্ধি পেলো, অবাক হ'য়ে বললে, 'একি! আপনি এখনও বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, ইভান্‌স্, এখনও আমি বেঁচে আছি—মরিনি!' হাসতে-হাসতে উত্তর

দিলেন কেট, 'তুমিও যেমন ছেলেদের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করেছো, আমিও তেমনি মরতে ব'সেও শুধু এদেরই জন্যে বেঁচে গেছি।'

অবসন্ন ইভান্‌সকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো অনেকক্ষণের মধ্যে কুটোগাছটিও সে দাঁতে কাটেনি। তাই ছেলেরা তাড়াতাড়ি তার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা ক'রলো। আহারের পর কিঞ্চিৎ স্বস্থ হ'লে সে ধীরে-ধীরে ছেলেদের সমস্ত কাহিনী শুনলো, তারপর নিজের কাহিনীও শোনালে।

জল থেকে উদ্ধার পাবার পর ওয়ালস্টোনেরা ইভান্‌সকে নিয়ে যেখানে আশ্রয় নেয় সেটা ডিসেপশন বে-র তীরে বীয়ার-রক-হারবারের একটা গুহা ব'লে ওদের মনে হল। মাথা গোঁজার একটা জায়গা যোগাড় ক'রে নেবার পর প্রথমেই তারা গিয়ে ওই ভাঙা নৌকোটা কোনোরকমে ভাসিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসে ঐ গুহার সামনে।

নৌকোর একটা দিক একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গিয়েছিলো। যন্ত্রপাতি থাকলে সেটাকে মেরামত ক'রে হয়তো সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার উপযোগী করা যেতো, কিন্তু তার অভাবে কিছুই করা হয়নি।

ডোনাগান বললে, 'আমাদের কাছে কিন্তু সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে।'

'তোমাদের কাছে যে যন্ত্রপাতি আছে, ওয়ালস্টোন তা আগেই জানতে পেরেছে,' বললে ইভান্‌স্। 'শুধু তা-ই নয়, দ্বীপে যে লোকের বাস আছে, আর সেই লোকগুলিও যে কত বড়ো বড়ো, তাও সে অনেক আগেই জেনে ফেলেছে। সব শুলুক-সন্ধান সে জানে—'

গরডন একটু ভয় পেয়ে গেলো। 'কেমন ক'রে জানলো?'

ইভান্‌স্ বললে, 'দিন-আষ্টেক আগে ওয়ালস্টোনের সঙ্গে আমরা তখন বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—হঠাৎ হ্রদের তীরে একটা অদ্ভুত জিনিশ দেখে আমরা সকলেই অবাক হ'য়ে গেলুম। দ্বীপে যে লোকের বাস আছে, সেটা আমরা তখুনি বুঝতে পেরেছিলুম। জিনিশটা আর কিছুই নয়, বেতের কাঠামোর উপর লাগানো—'

ইভান্‌সের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ডোনাগান বললে, 'ওঃ, সেটা তো আমাদের ঘুড়ি!'

'তাই নাকি?' ব'লে ইভান্‌স্ এই অদ্ভুতকর্মা ছেলেদের দিকে তারিফ করার ভঙ্গিতে তাকালো। 'যা-ই হোক, সেই মুহূর্ত থেকে ওয়ালস্টোন জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো, এই লোকগুলো কারা? আর আমিও সেই মুহূর্তে মনে-মনে সংকল্প ক'রে নিলুম, এবার যেমন ক'রেই হোক এদের হাত থেকে পালাতে

হবে। দ্বীপের বাসিন্দারা যদি নরখাদক জঙলিও হয়, তাহ'লেও পালিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষে করবো, কিন্তু তবু ওই খুনে বোম্বেটেদের সঙ্গে থাকবো না—জঙলিরাও তুলনায় এই দস্যুদের চেয়ে ভালো—অন্তত অবস্থার তাতে সবিশেষ তারতম্য হবে না। ওয়ালস্টোন বোধকরি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলো, কারণ সেদিন থেকে সে আমাকে সব সময় চোখে-চোখে রাখতো—কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তো না। ওয়ালস্টোন তখন চারদিকে অনুসন্ধান শুরু ক'রে দিলে। কিন্তু দ্বীপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে হন্দ হ'য়ে গেলেও জীবিত বা মৃত কোনো লোকের কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। দ্বীপের কোনো দিকেই এমন-কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না যাতে মনে হয় সেখানে লোকের বাস আছে।'

'তার কারণ,' ব্রিয়াঁ ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে, 'আমরা ফরাশি গুহা থেকে মোটেই বেরোতুম না আর কক্‌খনো বন্দুক ছুঁড়তুম না। বন্দুকের বিরুদ্ধে আমরা রীতিমতো নোটিশ জারি ক'রে দিয়েছিলুম।'

ইভান্‌স্‌ বললে, 'কিন্তু তোমাদের অত সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের কথা জানতে পেরেছিলুম। তোমরা বোধহয় একদিন রাত্তিরে এক মুহূর্তের জন্য দুয়ার খুলেছিলে, তখন তোমাদের লণ্ঠনের আলো আমাদের চোখে পড়ে। পরদিন সকালেই ওয়ালস্টোন নিজে তোমাদের খোঁজ নিতে বেরোয়। একটা নদীর ধারে একটা ঝোপের মধ্যে সে সমস্ত দিন লুকিয়ে ছিলো ·'

ইভান্‌সের কথায় বাধা দিয়ে ব্রিয়াঁ বললে, 'তা আমি জানি। গরডন আর আমি সেখানে একটা তামাকের পাইপ কুড়িয়ে পাই।'

'ঠিক, ঠিক!' ইভান্‌স্‌ ঘাড় নেড়ে বললে, 'তামাকের পাইপ হারিয়ে ওয়ালস্টোনের সে কী রাগ! হাতের কাছে যাকে পেতো তাকেই সে তখন হয়তো ছিঁড়ে ফেলতো। যাই হোক, সেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে থেকে সে তোমাদের দেখতে পায়। একদল বাচ্চা ছেলে নদীর ওপারে ছুটোছুটি করছে দেখে তার খুব আনন্দ হ'লো—পাইপ হারাবার রাগ প'ড়ে গেলো তক্ষুনি, দিব্যি শরীফ হ'য়ে গেলো মেজাজ। তারা কয়েক জনে অনায়াসেই এই কটা ছেলেকে শাবাড় করতে পারবে। ফিরে এসে সে তখনই ব্র্যান্‌ডের সঙ্গে ফন্দি আঁটতে বললো—কেমন ক'রে ছেলেগুলোকে হত্যা ক'রে তাদের ঘর জবরদখল ক'রে নেওয়া যায়, তারই মতলব করতে লাগলো।'

ডোনাগান তখন রাগে ফুলছিলো। বললে, 'রাক্ষস!'

'রাক্ষস? সে-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে?' বললে ইভান্‌স্‌, 'তা নইলে কি আর শুধু-শুধু জাহাজের নিরীহ নির্দোষ লোকগুলোকে অমনভাবে হত্যা করে? আর দলের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান হচ্ছে এই ওয়ালস্টোন! সে মানুষ নয়—একটা পিশাচ! এমন-কোনো অমানুষিক ও নিষ্ঠুর কাজ নেই যা সে হাসিমুখে করতে পারে না। তার উপর শরীরে তার অসম্ভব জোর—খ্যাপা হাতির বল নিয়ে সে যে কী করবে তাই ভেবে পায় না। যাক, যা বলছিলুম। আজ সকালে ওয়ালস্টোন যখন দলবল নিয়ে কোথায় যেন বেরোল, আমাকে বসিয়ে রেখে গেলো ফর্‌ব্‌স্‌ আর রকের পাহারায়। আমায় তারা এমনভাবে চোখে-চোখে রেখেছিলো যে কিছুতেই পালাতে পারছিলুম না। তাদের হাত এড়িয়ে একটা মাছিরও বোধহয় গ'লে যাবার সাধ্য নেই। তাদের দু'জনেরই হাতে বন্দুক, আমার কোমরে শুধু একটা বড়ো ছুরি—ছুটে পালাবার চেষ্টা করলেই তারা আমাকে কুকুরের মতো গুলি ক'রে মারবে।'

একটু দম নিয়ে ইভান্‌স্‌ আবার বলতে থাকে, 'বেলা তখন দশটা, হঠাৎ দেখি কাছেই ঝোপের আড়ালে একপাল গুঅনাকো চ'রে বেড়াচ্ছে। গুঅনাকো দেখেই শিকারের আশায় যেই তারা দু'জনে ঝোপের দিকে এগোয়, অমনি আমিও মরিয়া হ'য়ে উল্‌টো দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুটতে শুরু ক'রে দিই। আমায় ছুটে পালাতে দেখে তক্ষুনি তারা শিকার শিকেয় তুলে আমার পেছন-পেছন তাড়া ক'রে আসে। আমি পালাচ্ছি প্রাণের ভয়ে, নিজেই জানতুম না যে এত জোরে আমি ছুটতে পারি। আমিও প্রাণপণে বনের ভেতর দিয়ে ছুটছি, তারাও পেছনে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ছুটে আসছে। একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। শেষটায় নাগালের বাইরে চ'লে যাচ্ছি দেখে তারা দু-চারবার গুলি ছুঁড়তেও ছাড়ে না, কিন্তু ভগবানের দয়ায় একটা গুলিও আমার গায়ে লাগে না। উঃ, কী ছোটাই না ছুটেছি আজ সারা দিনে! বেঁচে থাকার জন্যে লোকে কী না করে—এমনিতে সাধারণ অবস্থায় যেসব কর্ম তার কল্পনারও বাইরে, একবার মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালে সেইসব অসম্ভব কাণ্ডও সে সাধন ক'রে ফেলতে পারে!' এই দার্শনিক উক্তি ক'রে দম নেবার জন্যে একটু থামলো ইভান্‌স্‌। তাকিয়ে দেখলে, ছেলেরা জুল-জুল চোখে রুদ্ধশ্বাসে তার কথা শুনছে। কথাগুলো শুনতে তাদের ভয়ও লাগছে, আবার কেমন রোমাঞ্চও হচ্ছে।

ইভান্‌স্‌ আবার তার কাহিনীর খেই ধরল: 'ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। ভগবানও আমার উপর সদয় হলেন। হঠাৎ ভীষণ মেঘ ক'রে এলো, সঙ্গে-সঙ্গে

উঠলো দারুণ ঝড়। কিন্তু ওই ঝড়ের মধ্যেও রক আর ফ্লুব্‌স্ তখনও আমার পিছু ছাড়েনি। বেগতিক দেখে আমি ঝপ্ ক'রে তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, অন্ধকারে তারা অনেকে প্রথমটায় দেখতে পায়নি। সাঁতরে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একবার বিদ্যুতের আলোয় তারা আমাকে আবার দেখতে পায়। তক্ষুনি তারা আমাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোঁড়ে। একটা গুলি প্রায় আমার কাঁধ ঘেঁসে চ'লে যায়, আমিও চক্ষের পলকে জলের মধ্যে ডুব-সাঁতার কেটে অন্যখানে ভেসে উঠি। সেই অবস্থাতেই শুনতে পাই দু'জনে চীৎকার ক'রে বলাবলি করছে, "লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে বোধহয়!" "খুব সম্ভব। দেখলে না গুলি খেয়ে হতচ্ছাড়া তক্ষুনি নদীর জলে ডুবে গেলো!" "যাক, আপদ গেছে!" এইসব বলাবলি ক'রে তারা তীর থেকে ফিরে যায়। আমিও তারা চ'লে যেতেই জল থেকে উঠে তোমাদের গুহার অনুসন্ধান করতে থাকি। কিন্তু যে ভীষণ ঝড়বাদল আর অন্ধকার! কিছুই দেখতে পাবার জো নেই। হঠাৎ এমন সময়ে তোমাদের কুকুরের ডাক শুনতে পেলুম—সেই শব্দকে লক্ষ্য ক'রেই এই গুহার সামনে এসে তোমাদের ডাকতে থাকি।'

কাহিনী শেষ ক'রে ইভান্‌স্ বললে, 'আজ থেকে আমিও যেমন তোমাদের উপর নির্ভর করবো, তোমরাও তেমনি আমার উপর বিশ্বাস রেখো। তোমাদের কোনো ভয় নেই।'

গরডন বললে, 'আচ্ছা, ওয়ালস্টোনের সঙ্গে একটা আপোস ক'রে নিলে হয় না? অন্তত চেষ্টা ক'রতে দোষ কী? ধরুন, আমরা যদি ওদের ভাঙা নৌকোটা সারিয়ে দি? তাহ'লেও কি ওরা আমাদের ক্ষতি করবে?'

ইভান্‌স্ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। 'ওদের সঙ্গে আপোস? শয়তানের সঙ্গে রফা? তুমি ওদের চেনো না! বিশ্বাসঘাতকতায় ওদের জুড়ি নেই। ঠাণ্ডা মাথায় কারু সর্বনাশ করতে ওদের চোখের পাতাটিও পড়ে না। আজ সাধু সেজে ভিজে বেড়ালটির মতো তোমাদের সাহায্য নেবে—এমন ভাব করবে যেন ভাজা মাছটিও উল্‌টে খেতে জানে না, কালই হয়তো তোমাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সবাইকে হত্যা ক'রে পালাবে। তাছাড়া,' ইভান্‌স্ আরো বললে, 'তাছাড়া ওইভাবে যদি ওদের নৌকো তোমরা সারিয়ে দাও, আর তা নিয়ে ওরা চ'লে যায়, তাহ'লে তোমাদের গতি কী হবে কিছু ভেবে দেখেছো?'

'আপনি কি—' গরডন বিমূঢ়ভাবে বললে, 'আপনি কি বলতে চান যে ওই নৌকো পেলে আমরা এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!'

'কিন্তু ওইটুকুন একটা নৌকোয় ক'রে অত বড়ো প্রশান্ত মহাসাগর কি কেউ পাড়ি দিতে পারে? ওই হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ?'

ইভান্‌স্‌ হেসে ফেললে। 'হাজার হাজার মাইল হ'তে যাবে কেন? এখান থেকে মাত্তর মাইল-ত্রিশেক গেলেই এমন একটি দেশ পাওয়া যাবে, যেখান থেকে আমরা যে-কোনো বড়ো জাহাজের সাহায্য নিতে পারবো।'

অবাক হ'য়ে ডোনাগান শুধোলে, 'মাত্র ত্রিশ মাইল! তবে কি এই দ্বীপের চারদিকে কোনো সমুদ্র নেই?'

'আছে বইকি। তবে চারদিকে নয়, কেবল পশ্চিম দিকে। উত্তর, দক্ষিণ আর পূর্বে আছে কেবল সমুদ্রের অল্পপরিসর সামান্য গভীর খাল। সে-সব প্রণালী অল্পক্ষণের মধ্যেই পেরুনো যায়। এখন বুঝেছো তোমরা এতদিন কোথায় বাস করছো?'

গরডন তার অনুমান জানালে: 'বোধহয় দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ওপর।'

'হ্যাঁ, দ্বীপ তো বটেই,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ইভান্‌স্‌, 'দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি শত-শত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এও একটা দ্বীপ বইকি। এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দূরত্ব বোধহয় ত্রিশ মাইল, কি তার অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক। তোমাদের ইশকুলের ম্যাপে এই দ্বীপের কী নাম দেয়া হয়েছে, জানো?'

'কী?' সমস্বরে জিগেস করলে সবাই।

'হ্যানোভার আইল্যাণ্ড।'

'এটা তাহ'লে অনাবিষ্কৃত, অপরিচিত নতুন-কোনো দ্বীপ নয়?'

ছেলেদের কৌতূহল দেখে ইভান্‌স্‌ তখন তাদের সেই এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ শোনাতে শুরু করলে।

শেয়ানে-শেয়ানে

ওয়ালস্টোনের দলের সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইভান্‌স্‌ তাই ছেলেদের নিয়ে ভারি তোড়জোড় শুরু করেছে। বোম্বেটেরা সবাই সমান—কেউ-কেউ আবার নিষ্ঠুরতায় বেশি সরেশ। শুধু কেটের মতে ওরই মধ্যে ফর্‌বস্‌কে নাকি একটু ভালো বলা যেতে পারে, কারণ সে-ই নাকি ওয়ালস্টোনকে বারণ ক'রে

বলেছিলো কেটকে যেন হত্যা করা না-হয়। কিন্তু ইভানসের ধারণা আবার ঠিক তার উলটো—কারণ ইভান্‌স্‌কে তো ফর্ব্‌স্‌ই গুলি করেছিলো সেদিন।

তোড়জোড় তো তারা করছে, কিন্তু কোন দিক থেকে যে আক্রমণ আসবে তা-ই কেউ জানে না। তাদের মতলব বুঝতে পারলে ছেলেরা না-হয় ভালো ক'রে তৈরি হ'য়ে নিতে পারতো। কিন্তু দস্যুদের কোনোই সাড়াশব্দ নেই, ওয়ালস্টোন আজ দিন-কতক ধ'রে বড্ড চুপচাপ। আর এত চুপচাপ ব'লেই তার রকমশকম তাই বড়ো সন্দেহজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার হয়তো ধারণা কেট আর ইভান্‌স্‌ আর বেঁচে নেই—কাজেই সে হয়তো ধ'রেই নিয়েছে যে ছেলের দলও তাদের কথা বিন্দুবিসর্গও জানে না। সুতরাং গোড়াতেই হয়তো সরাসরি লড়াই শুরু না-ক'রে সে জাহাজ-ডোবা নাবিক সেজে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যদি সে তা-ই করে, তাহ'লে ছেলেরা কী করবে, তাও মোটামুটি ঠিক করা হ'লো।

শেষ অবধি তাদের অনুমানই সত্য হ'লো। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় গুহার দরজায় ধাক্কা আর করুণ মিনতি। দরজা খুলে ছেলেরা ত্যাখে রক আর ফর্ব্‌স্‌ করুণ মুখে দাঁড়িয়ে (লোকদুটি যে রক আর ফর্ব্‌স্‌ তা তারা পরে কেটের কাছ থেকে জেনেছিলো)। জাহাজ-ডোবা অসহায় নিরাশ্রয় নাবিক ব'লে পরিচয় দিয়ে ছেলেদের কাছে তারা আশ্রয় চাইলো। আগে থেকে সব না-জানলে কার সাধ্য ওদের ওই কাঁদুনি শুনে বোঝে যে তাদের পেটে-পেটে এত বিষ!

ছেলেরা আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী হলঘরে এনে তাদের খাওয়ালে, তারপর শোয়ার জন্যে ফরাশি গুহাটা দেখিয়ে দিলে। কেট কিংবা ইভান্‌স্‌ কেউই তাদের সামনে বেরুলো না, তারা চোর-কুঠুরিটায় সাবধানে লুকিয়ে রইলো।

দস্যুদুটি ফরাশি-গুহাটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে নেহাত ভালোমানুষের মতো কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই ঘন গর্জনে তাদের নাক ডাকতে শুরু ক'রে দিলে। আর এত নাক ডাকার বহর দেখেই ছেলেরা চটপট বুঝে নিলে এ-সবই তাদের ঘুমের ভান মাত্র।

রাত নটার সময় মোকোও একটা কম্বল নিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে ফরাশি গুহায় শুতে এলো। চোখ মটকে মোকোকে দেখে নিয়ে দস্যুরা ভাবলে, মাঝরাত্তে উঠে হতভাগাটার ঘাড় মটকে ফেললেই হবে।

ওয়ালস্টোন ও তার অন্য স্যাঙাতরা তখন ফরাশি গুহারই আশপাশে ঘুরঘুর

করছিলো। কারণ রকের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিলো, মাঝরাতে সে ঘরের দুয়ার খুলে দেবে, আর তারা ভিতরে ঢুকে নির্বিচারে ঘুমন্ত ছেলেগুলোকে হত্যা করবে।

ছেলেরা মোকোকে ও-ঘরে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে যাতায়াতের সরু গলিটার দরজা আঁটো ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে। ওই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেই হলঘর আর ফরাশিগুহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। যায় বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেলেরা চোর-কুঠুরিটার মধ্য থেকে ইভান্স্ আর কেটকে নিজেদের হলঘরে নিয়ে এলো।

এদিকে ফরাশিগুহায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেও মোকোও কিন্তু একফোঁটাও ঘুমোয়নি, ঘুমের ভান ক'রেই পড়েছিলো কেবল। রাত বারোটার সময় হঠাৎ সে লক্ষ্য করলে রক আর ফর্বস্ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আড়চোখে তাদের উঠতে দেখেই মোকো চোখ বুজিয়ে ফেললে। অনুভব করলে তারা তার মুখের উপর ঝুঁকে দেখছে সে ঘুমোচ্ছে কি না। তাকে ঘুমন্ত মনে ক'রে তারা তখন পা টিপে-টিপে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লো। ছেলেরা আগে থেকেই ফরাশিগুহার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে তার সামনে বিস্তর পাথর সাজিয়ে রেখেছিলো, যাতে ওয়ালস্টোনেরা জোর ক'রে দরজা ভাঙতে না-পারে। মোকো আড়চোখে দেখতে পেলে রক আর ফর্বস্ আস্তে-আস্তে পাথরগুলো সরাতে শুরু করেছে।

পাথর সরিয়ে রক যেই দরজার খিল খুলবে ব'লে খিলেনের উপর হাত দিয়েছে, অমনি কে যেন পাথরের মতো ভারি হাতে শক্ত ক'রে তার কাঁধ চেপে ধরলো। সচমকে ফিরে তাকিয়ে সে ভাখে ইভান্স্ দৃঢ় হাতে তার কাঁধ চেপে ধ'রে তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। ভূত দেখলেও বোধহয় লোকে অতটা চমকায় না। ভীত অস্ফুট কণ্ঠে রক বললে, 'ইভান্স্, তুমি! তুমি এখানে?'

ইভান্স্ বললে, 'হ্যাঁ, আমি ইভান্স্; কিন্তু এখন তোমার যম!'

তক্ষুনি কেট আর একেবারে ছোটোরা বাদে হলঘরের সব ছেলেরা বন্দুক নিয়ে এই ঘরের মধ্যে ছুটে এলো। ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স তিনজনে চক্ষের পলকে ফর্বসের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তাকে মেঝের উপর চেপে ধরলো। ওদিকে রক তখন ইভান্সের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ভয়ানক ছুটোপুটি শুরু ক'রে দিয়েছে। ব্রিয়াঁ, ডোনাগান আর বাক্সটার যেই রককে ধরতে যাবে, অমনি সে একটা ছোরা বার ক'রে ইভান্সের কাঁধে বসিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে

গেলো। ইভান্‌স্‌ আহত অবস্থাতেই দরজার কাছে এসে রকের অপসৃয়মান ছায়ামূর্তি লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু তা রকের গায়ে লাগলো ব'লে মনে হ'লো না। সম্ভবত অক্ষত শরীরেই সে পালিয়েছে।

ইভান্‌স্‌ আর অন্ধকারে তার পিছু না গিয়ে ঘরের মধ্যে এসে বললে, 'পালিয়েছে হতচ্ছাড়াটা! যাই হোক, একটাকে তো পাকড়ানো গেছে! আয়, তোকেই আজ খতম করি!' এই ব'লে তক্ষুনি সে একটা ছোরা নিয়ে ফর্‌ব্‌সের দিকে এগিয়ে গেলো।

এদিকে ছেলেরাও ফর্‌ব্‌স্‌কে এমন জোরে চেপে ধরেছে যে তার প্রায় দম বন্ধ হ'য়ে আসে আর কি। করুণভাবে কাকুতি মিনতি ক'রে সে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলো। তার চীৎকার শুনে কেট অন্য ঘর থেকে ছুটে এলেন। ফর্‌ব্‌সের দশা দেখে কেট অনুনয় ক'রে বললেন, 'ফর্‌ব্‌স্‌কে মেরো না ইভান্‌স্‌, ও একদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলো!'

ইভান্‌স্‌ বললে, 'লোকটা ভয়ানক শয়তান, একে শেষ ক'রে ফেললেই ভালো হ'তো। আমাকে গুলি করার সময় তো ও কোনো কথা ভাবেনি! যাই হোক, আপনার কথা আমি রাখছি। আজকের মতো অন্তত একে প্রাণে মারবো না।'

ছেলেরা তখন ফর্‌ব্‌স্‌কে দড়ি দিয়ে আগাপাশতলা শক্ত ক'রে বাঁধলো, তারপর তাকে তুলে নিয়ে হলঘরে যাবার গলির পাশের একটা চোর-কুঠুরির মধ্যে কয়লার বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

সংঘর্ষ

ইভান্‌সের কাঁধে আঘাত ছিলো সামান্য, তাই সেজন্যে সে মোটেই বিব্রত হয়নি। ক্ষতটা পরিষ্কার ক'রে একটা পট্টি বেঁধে দিতেই বেশ সুস্থ বোধ করলে সে।

সকাল হ'তেই ব্রিয়ঁা, সারভিস, ডোনাগান্‌ আর গরডনকে নিয়ে সে সশস্ত্র হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো। রককে পালাতে দিয়েই যত গোল হয়েছে, এখন আর ঘরে চুপচাপ ব'সে থাকলে চলবে না। বোম্বেটেরা কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, খোঁজ নেয়া দরকার। প্রয়োজন হ'লে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্যেও তৈরি

থাকতে হবে। দস্যুদের চাইতে অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবারুদ তো তাদেরই অনেক বেশি।

ইতিমধ্যে কেট ফবুব্সের কাছে গিয়ে তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তার কাছ থেকে বোম্বেটেদের সম্বন্ধে ছোটোখাটো দু-চারটে খবর যোগাড় করেছেন। কিন্তু সে-সব খবর মোটামুটি সকলেই জানে—নতুন কোনো তথ্য তাতে নেই। ফবুব্স্ যেন কেমনতর হ'য়ে পড়েছে। চুপচাপ প'ড়ে কী যেন ভাবছে সব সময়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে ইভান্স্ বললে, 'সাবধান কিন্তু! সব সময় ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যেতে হবে। দস্যুদের দেখতে পেলেই গুলি কোরো, কোনো রকম দ্বিধা রেখো না।'

পা টিপে-টিপে অনেকটা রাস্তা গিয়ে এক গাছতলায় দেখা গেলো কিছু অঙ্গার প'ড়ে আছে—তখনও ভালো ক'রে নেভেনি, অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে। নিশ্চয়ই দস্যুরা এখানে কালকে রাত কাটিয়েছিলো—হয়তো একটু আগেও এখানে ছিলো তারা। সবাই আরো সবধান হ'য়ে গেলো—এখন কী করবে চুপি-চুপি আলোচনা ক'রে তা-ই ঠিক করছে, এমন সময় হঠাৎ কানের পাশেই একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। তক্ষুনি একটা গুলি একেবারে ব্রিয়াঁর কান ঘেঁষে চ'লে গেলো। আচম্বিত আক্রমণটা সামলে ওঠার আগেই আরো তিনটে বন্দুকের শব্দ হ'লো একযোগে।

ডোনাগানের রক্ত বোধহয় একটুতেই চন-চন ক'রে ওঠে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে তক্ষুনি সে খ্যাপার মতো ঝোপের দিকে ছুটে গেলো। ঝোপের ভিতরকার গর্জমান বন্দুকটির ঝিলিক লক্ষ্য ক'রে তার বন্দুক ততক্ষণে আগুন উগরে ফেলেছে।

অন্যরাও ডোনাগানের পিছন-পিছন ছুটে গেলো। গিয়ে ছাখে সেখানে আর কেউ নয়, শুধু ডোনাগান একটা মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে। মৃতদেহটি পাইকের। একটু আগেই পাইক এদের লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তে কোনো দ্বিধা দেখায়নি, অথচ তবু ডোনাগানের মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে, কেমন একটা জরাতুর ভাব, সারা মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। যত বদমায়েশই হোক না কেন, একজন জ্যান্ত মানুষকে মেরে তার সারা গা কেমন যেন করছে। এত সে শিকার ভালোবাসে, তবু আত্মরক্ষার জন্যও মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে তার নাকমুখ দিয়ে যেন হল্কা বেরুচ্ছে।

অথচ তখন সবাই কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলাফেরা করছে। ভাবনা

চিন্তার কোনো অবসর নেই। অন্য দস্যুরা কোথায় আছে কে জানে! কোন আড়াল থেকে তাদের বন্দুক মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠাবে বজ্রগর্জনে, কে জানে! সংঘর্ষ যখন শুরু হয়েছে, তখন কোনো ফন্দি-ফিকির আঁটার পর্যন্ত ফুরসৎ পাওয়া যাবে না।

ইভান্‌স্ বললে, 'খুব সাবধান! সবাই হামাগুড়ি দিয়ে চলো। যে-কোনো মুহূর্তে ওরা আবার গুলি চালাতে পারে!'

এই কথাই যেন মন্ত্রের মতো কাজ করলে। ইভান্‌সের কথা শেষ হবার আগেই আরেক দফা বন্দুকের আওয়াজ হ'লো, আর তৎক্ষণাৎ সারভিস কপাল চেপে ধ'রে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গুলি তার কপালে লেগেছে। ঠিক লেগেছেও বলা যায় না, কপাল ছুঁয়ে গেছে, ভিতরে ঢোকেনি, কাজেই আঘাত তেমন মারাত্মক নয়—কিন্তু তা না হ'লে কী হবে—বেশ রক্ত ঝরছে।

আরো সাবধান হ'তে হবে তাদের।

সারভিসকে নিয়েই সবাই এত ব্যস্ত ছিলো যে আশেপাশে কী হচ্ছে তেমন খেয়াল করেনি। হঠাৎ দূরে একটা ঝাপটাঝাপটির শব্দ শুনে সবাই খেয়াল ক'রে ভাখে যে ব্রিয়ঁা তাদের সঙ্গে নেই। ব্রিয়ঁা কোথায়? তার সঙ্গেই কি হাতাহাতি হচ্ছে নাকি দস্যুদের! কী সর্বনাশ! ওইটুকু ছেলে অত বড়ো জোয়ান দস্যুদের সঙ্গে পারবে কেন?

কোনোদিকে না তাকিয়ে ডোনাগান সেদিকে ছুটে গেলো—পিছন-পিছন অন্য সবাই। গরডনের পাশ দিয়ে শেঁা ক'রে একটা গুলি ছুটে গেলো—দেখা গেলো অদূরেই রক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। চক্ষের পলকে ইভান্‌সের বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুতভাবে রক যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। ইভান্‌স্ তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ভাখে রক যেখানটায় ছিলো, সেখানে কোনো মৃতদেহই নেই। রক তাহ'লে আবার চম্পট দিয়েছে! কিন্তু হতভাগা পালালো কোনখান দিয়ে?

ঝোপের মধ্যে ওদিকে তখন ডোনাগান চ্যাচাচ্ছে: 'ব্রিয়ঁা, ছেড়ো না শয়তানটাকে! ছেড়ো না!'

গলার স্বর লক্ষ্য ক'রে তারা সেখানে গিয়ে ভাখে ব্রিয়ঁা আর আরেকটা দস্যু —তার নাম কোপ—ভীষণ ঝুটোপুটি করছে। ও-রকম তাগড়াই গুণ্ডার সঙ্গে ব্রিয়ঁা পারবে কী ক'রে? কোপ তাকে মাটিতে চেপে ধ'রে একটা ছুরি নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, আর ব্রিয়ঁা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। ডোনাগান ততক্ষণে তার সামনে লাফিয়ে প'ড়ে বন্দুক তুলে ধরেছে—কিন্তু

বন্দুকের ঘোড়া টেপবার আগেই কোপ আচম্বিতে ব্রিয়াঁকে ছেড়ে ডোনাগানের বুকে ছোরাটা বাঁটসুদ্ধ বসিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। টুঁ-শব্দটিও না ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ডোনাগান।

সারভিসের আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি ব'লে সবাই তখনও দস্যুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে থেকে গিয়েছিলো। কিন্তু ডোনাগান যেভাবে জখম হয়েছে, তাতে বাঁচবে কি না কে জানে। যেভাবে ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে, তাতে আশা একেবারেই বুঝি নেই। সবাই তৎক্ষণাৎ ডোনাগানকে ধরাধরি ক'রে ফরাশিগুহার দিকে নিয়ে চললো। এই অবস্থায় তাড়াতাড়ি যাওয়াও বিপজ্জনক—ঝাঁকুনি লেগে খারাপও হ'তে পারে, অথচ তাড়াতাড়ি শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করলেও আবার নয়। যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে তারা তাকে ব'য়ে নিয়ে চললো। কিন্তু ফরাশিগুহার কাছে যাবার আগেই একটা ভীষণ কোলাহল তাদের কানে এসে পৌঁছোলো।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওয়ালস্টোন এসে ফরাশিগুহা আক্রমণ করেছে, তার সঙ্গে রয়েছে ব্র্যান্ড্, আর কুক। আরেকটু এগিয়ে তারা ছাখে, ওয়ালস্টোন একটা ছেলের টুঁটি টিপে ধ'রে বাইরে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা আর কেউ নয়, জাক। তার পিছনে ব্র্যান্ড্, সেও একটি ছেলেকে পাকড়েছে—সম্ভবত কোসটার। দস্যুরা হুড়মুড় ক'রে জীল্যাণ্ড রিভারের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আর জাক আর কোসটার ভীষণভাবে চেষ্টা করছে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার।

হঠাৎ বাক্সটার কোত্থেকে ছুটে এসে ব্র্যান্ডের উপর লাফিয়ে পড়লো। অমন অতর্কিত আক্রমণে ব্র্যান্ড্ একটু হকচকিয়ে গেলেও বাক্সটারের সাধ্য কী তার সঙ্গে এঁটে ওঠে! ব্র্যান্ড্ এক ঘুসিতেই তাকে ধরাশায়ী ক'রে দিলে।

ওয়ালস্টোন আর ব্র্যান্ড্ আর অপেক্ষা করলে না—নদীর দিকে ছুটলো। নদীতে নৌকোর উপর কুক দাঁড়িয়ে।

একবার যদি তারা নদীর ধারে পৌঁছুতে পারে, তাহ'লে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। জাক আর কোসটারকে নিয়ে তারা তবে বীয়ার-রক-হারবারে পালিয়ে যাবে, আর তারপর তারাই ছেলেদের জামিন হিশেবে ব্যবহার ক'রে যথেচ্ছাচার চালাবে।

ইভান্স, ব্রিয়াঁ, গরডন, ক্রস আর উইলকক্স প্রাণপণে মরীয়া হ'য়ে তাদের পিছন-পিছন ছুটলো। গুলি করারও কোনো উপায় নেই, কারণ তাহ'লে আবার জাক আর কোসটারের গায়েও গুলি লাগতে পারে।

তাদের এই অসহায় অবস্থায় আচম্বিতে সাহায্য এলো ঈশ্বরপ্রেরিত। তারা কিছু করতে না-পারলেও আরেকজন এবার তাদের সাহায্য করলে, সে ফ্যান। তীরবেগে ছুটে গিয়ে সে ব্র্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরলো। ব্র্যান্ডের সাধ্য কী ফ্যানের সঙ্গে পেরে ওঠে! বাধ্য হ'য়েই সে তখন কোসটারকে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলো, আর ওয়ালস্টোনকেও জাককে ফেলে রেখে তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে হ'লো।

এমন সময়ে দেখা গেলো ফরাশিগুহা থেকে আরেকটি লোক ছুটে বেরিয়ে এসেছে। সে ফর্ব্‌স্‌। তাকে দেখেই ওয়ালস্টোন আশ্বস্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ফর্ব্‌স্‌, শিগগির এসো! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

ইভান্‌স্‌ আর সহ্য করতে পারলে না, থেমে দাঁড়িয়ে ফর্ব্‌সের দিকে বন্দুক তাগ ক'রে ধরলে। কিন্তু সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে ফর্ব্‌স্‌ ওয়ালস্টোনকে সাহায্য করা দূরে থাক, বাঘের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার মুখে ঝড়ের বেগে প্রচণ্ড ঘুসি চালাতে লাগলো।

ওয়ালস্টোন প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সহজে ঘাবড়াবার পাত্র সে নয়! মুহূর্তের মধ্যে কোমরবন্ধ থেকে একটা মস্ত ছোরা বার ক'রে ফর্ব্‌সের বুকে আমূল বসিয়ে দিলে। ফর্ব্‌স্‌ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, রক্তে মাটি ভেসে গেলো।

ফর্ব্‌স্‌কে ছেড়ে দিয়ে ওয়ালস্টোন তখন আবার জাককে পাকড়াবার জন্যে তার দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু ছেলেমানুষ হ'লেও জাক সেই বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলো। চকিতে জামার মধ্য থেকে পিস্তল বার ক'রে ওয়ালস্টোনের বুকে সে পর-পর গুলি চালিয়ে দিলে।

ব্র্যান্ড্‌ ইতিমধ্যে নৌকোয় গিয়ে উঠেছিলো। গুলি খেয়েও টলতে-টলতে ওয়ালস্টোন গিয়ে নৌকোয় উঠলো। কুক তৈরিই ছিলো, তক্ষুনি সে নৌকো ছেড়ে দিলে।

আর সেই মুহূর্তেই আচম্বিতে যেন বিনা মেঘে বাজ ফেটে পড়লো। বাজ ফাটার মতোই ভীষণ শব্দে সমস্ত দ্বীপ কেঁপে উঠলো থর-থর, আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কামানের গোলা এসে নৌকোয় পড়লো।

ফরাশিগুহা থেকে মোকো কামান ছুঁড়তে শুরু ক'রে দিয়েছে।

সভয়ে স'রে আসতে-আসতে ছেলেরা দেখতে পেলে, কামানের গোলায় নৌকো আর তার আরোহীরা একেবারে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে—আর নদীর মধ্যে স্তম্ভের মতো ঝাঁপ দিয়ে উঠেছে জল।

একটু আলোড়ন, তারপরেই নৌকোর কিছু ভাঙাচোরা কাঠ ভেসে রইলো জলে—লোকগুলো যে কোথায় তলিয়ে গেলো তার কোনো হদিশই রইলো না।

মুক্তির উপায়

কেটের অক্লান্ত সেবায় ডোনাগান ধীরে ধীরে সেরে উঠছে, কিন্তু এখনও ভারি দুর্বল। অথচ একটা সময় এসেছিলো যখন সমস্ত গুহায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিলো। মানুষের রক্তে তার হাত রাঙা হ'য়ে গেছে—এই হাত সে কী ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার করে? এইসব প্রশ্নই তখন সে করতো বিকারের ঘোরে।

কেট অল্প বয়েস থেকেই অবসর সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের চর্চা করতেন—ডোনাগানের সংকটাপন্ন অবস্থায় তার অগ্নিপরীক্ষা হ'য়ে গেলো।

ছেলেরা ফর্‌ব্‌স্‌কেও গুহায় নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তার আঘাত হয়েছিলো মারাত্মক, তাকে কিছুতেই বাঁচানো গেলো না। মরবার আগে তার একটুক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরেছিলো। তাকে দুষ্কর্মের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তখন সে কেটকে আকুলভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলো। অনুশোচনায় তার গলা ভারি আর আতুর হ'য়ে এসেছিলো—ছেলেদের কাছে সে অনুতাপ প্রকাশ ক'রে মার্জনা ভিক্ষা চেয়েছিলো।

ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর কবরের কাছেই তাকে সমাহিত করা হ'লো। দুটি ক্রুশচিহ্ন দ্বীপের উপর দুই শোচনীয় মৃত্যুর অভিজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু দ্বীপ এখনও সম্পূর্ণ শত্রুশূন্য হয়নি। কোপ আর রক এখনও বেঁচে আছে। আর যতদিন তারা স্বাধীনভাবে দ্বীপের উপর চলাফেরা করবে, ততদিন দ্বীপবাসীরা মোটেই নিরাপদ নয়—যে-কোনো সময়ে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। এটা ঠিক যে ওয়ালস্টোনের মৃত্যুতে তারা হালভাঙা নৌকোর মতোই বানচাল অবস্থায় পড়েছে, কারণ সেই ছিলো তাদের মাথা। কিন্তু তবু তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই—কখন যে কী ক'রে বসবে, কেউ জানে না।

তাই ডোনাগান একটু সেরে উঠতেই ইভান্‌স্‌ একদিন গরডন, ব্রিয়াঁ, বাক্সটার আর উইলকক্সকে নিয়ে তাদের খোঁজে বেরুলো। কোপকে অবিশ্যি বেশি খুঁজতে হ'লো না। ট্র্যাপ-উডে ঢুকতেই একটা গাছের তলায় তার গুলিবিদ্ধ আধপচা মৃতদেহ চোখে পড়লো—তখনও যে তা বুনো জানোয়ারদের

চোখে পড়েনি তা-ই আশ্চর্য। কোপ তাহ'লে ওই সংঘর্ষের সময়েই মারা গেছে। কিন্তু রক ? অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

রকের আশা ছেড়ে ওরা সেদিনকার মতো গুহায় ফিরে আসছিলো, হঠাৎ উইলকক্স বললে, 'এতসব ঝামেলায় আর তালেগোলে অনেকদিন ফাঁদের ভিতরটা দেখা হয়নি। একবার দেখা যাক ভিতরে কোনো-শিকার-টিকার পড়লো কি না।'

এই ব'লে উইলকক্স ফাঁদের ডালপালা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখেই স্তম্ভিত! তার বিস্মিত চীৎকার শুনে ফাঁদের ভিতরে তাকিয়ে অন্যদেরও চক্ষুস্থির!

ফাঁদের মধ্যে কোন জন্তু ধরা পড়েনি, পড়েছে স্বয়ং রক। তার দেহে অবিশ্যি প্রাণ নেই। তখন ইভান্স্ বুঝতে পারলো পলায়মান রকের পিছনে সে যখন গুলি ছুঁড়েছিলো, তখন রক কেন অমন অদ্ভুত ও রহস্যময়ভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলো।

যাক, শত্রুরা তাহ'লে নির্মূল হয়েছে দ্বীপ থেকে। এবারে ডোনাগান আরেকটু সেরে উঠলেই যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে দস্যুদের সেই 'স্লুপ' নৌকোটা মেরামত করা দরকার।

একদিন ইভান্স্ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বীয়ার-রক-হারবার থেকে নৌকোটা উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলো।

জানুয়ারি মাসের শেষদিকে নৌকোটা তৈরি হ'য়ে গেলো। নৌকোটা তৈরি হ'য়ে গেলেই প্রথমে তাতে যতটা সম্ভব দরকারি জিনিশপত্র বোঝাই করা হ'লো। খাবারদাবার, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, এমনকি লাইব্রেরির বইগুলো পর্যন্ত বাদ গেলো না। নৌকোটা মস্ত—অনেক জিনিশ ধরবে—অতজন মানুষ গেলেও কোনো অসুবিধে হবে না। ইভান্স্ অবিশ্যি জিনিসপত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দিলে ছেলেদের নোটের তাড়াকে—ছেলেদের জাহাজের সিন্দুকে এই তাড়া-তাড়া নোট ছিলো। দেশে ফেরবার সময় ওই টাকা তাদের সবচেয়ে কাজে লাগবে।

১৮৬২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারা চারম্যান (ওরোফে হ্যানোভার) আইল্যাণ্ড ছেড়ে যাবে ব'লে ঠিক করা হ'লো, ৪ তারিখ বিকেলবেলায় তারা পোষা জানোয়ারগুলিকে ছেড়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে সব গুয়ানাকো, ভিকুনা, অস্ট্রিচ হুড়মুড় ক'রে ছুটে পালালো বনের মধ্যে।

'হতচ্ছাড়াগুলো কী বেইমান দেখেছো!' গার্নেট বললে, 'একটা ধন্যবাদ

দেয়ার তরও তাদের সইলো না! আরে বাপু, ছেড়েই তো দিচ্ছিলুম—তো অত তাড়া কিসের?'

'এই হচ্ছে জগতের নিয়ম!' এমন গম্ভীরভাবে সারভিস কথাটা বললে যে না হেসে আর থাকতে পারলে না কেউ। সারভিস প্রায়ই এইসব আপ্তবাক্য আউড়ে তাদের মধ্যে হাস্যরোল তুলে দিতো।

সে-রাত্তিরে আর কারু চোখে ঘুম এলো না।

এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এতদিন তারা কত চেষ্টাই না করেছে—কিন্তু আজ যখন ছেড়ে যাবার সময় হ'লো, তখন তাদের বড্ড মন-কেমন করতে লাগলো।

সত্যি, দিব্যি ছিলো তারা এই দ্বীপে!

দেশের ডাক

সাল ১৮৬২, তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারি, সময় প্রাতঃকাল। জীল্যাণ্ড রিভারের উপর দিয়ে তরতর ক'রে একটা মস্ত নৌকো স্কুনার উপসাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে, আর নৌকোর গলুইয়ে পাটাতনে কি হালে ব'সে আছে অকল্যাণ্ডের চারম্যান বোরডিঙ স্কুলের ছেলেরা ও মোকো, ইভান্স্ এবং কেট। দেখতে-দেখতে অকল্যাণ্ড হিলের সবচেয়ে উঁচু চুড়োটিও তাদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলো।

সেদিন ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ, সেদিন ভোরবেলায় হঠাৎ সারভিস নৌকোর গলুই থেকে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'ধোঁয়া! ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে!'

এই ক-দিন সমানে ইভান্সের নির্দেশমতো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাদের নৌকোটি ভেসে গিয়েছে। সমুদ্র বেশ শান্ত, আবহাওয়া ভালো—দেখে কে বলবে যে এই সমুদ্রেরই জল একদিন তাদের জাহাজটা তাড়িয়ে নিয়ে এসে দ্বীপে আছড়ে ফেলেছিলো—অথচ এখন সামান্য নৌকোটাকে যেন আলগোছে রক্ষা ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের কিছুই ঠিক নেই। এই খুশি, এই রাগে অস্থির।

সারভিসের চীৎকার শুনে গরডন চটপট জিজ্ঞেস করলে, 'কারু বন্দুকের ধোঁয়া?' ইভান্স্ ততক্ষণে চোখে দুরবিন লাগিয়েছে। বললে, 'না, একটা স্টীমারের ধোঁয়া।'

ব্রিঁয়া তখন একেবারে মাস্তুলের ডগায় উঠে গেছে। সে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জাহাজ, একটা জাহাজ!'

একটু পরেই তারা খালি চোখেই দেখতে পেলে, একটা প্রকাণ্ড কালো সদাগরি জাহাজ জল কেটে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে।

ছেলেরা হাতের কাছে যা পেলো, নিশান রুমাল কি গায়ের জামা—সব ওড়াতে লাগলো। জাহাজ থেকে তারই উত্তরে শোনা গেলো বাঁশির শব্দ। নৌকোটা তবে তাদের চোখে পড়েছে! দশ মিনিট পরেই নৌকোর সতেরোজন আরোহীকে তাদের মালপত্র-সমেত 'গ্র্যাফটন' জাহাজে তুলে নৌকোটা জলে ভাসিয়ে দেয়া হ'লো। নৌকোটা ভাসতে-ভাসতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।

গ্র্যাফটন জাহাজের কাপ্তেনের নাম লঙ। ক্যাপটেন লঙ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে যাচ্ছেন। দু-বছর আগেকার সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কথা সবাই জানতো, পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিলো। এতদিন পরে সেই হারানো জাহাজের বালক আরোহীদের উদ্ধারের গৌরব লাভ ক'রে ক্যাপটেন লঙ আর নাবিকদের আনন্দের সীমা রইলো না।

জাহাজে তখন দস্তুরমতো হৈচৈ প'ড়ে গেছে। নাবিকদের কে আগে চারম্যান আইল্যাণ্ডের গল্প শোনাবে, তাই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে আর কি। গতিক দেখে ক্যাপটেন লঙ বললেন, 'একজন সব গুছিয়ে বলুক।'

অমনি বাক্সটার বললে, 'আমিই বলবো। আমি সব আমার রোজনামচায় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লিখে রেখেছি।'

ক্যাপটেন লঙ বললেন, 'তাই নাকি? তাহ'লে তুমি আমাদের তোমার দিনপঞ্জীটাই না-হয় প'ড়ে শোনাও।'

বলামাত্র বাক্সটার তার দিনপঞ্জী বার ক'রে সবাইকে প'ড়ে শোনাতে লাগলো।

তার একটানা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেদের চোখ স্বপ্নাতুর হ'য়ে উঠলো। সে একেকটা ক'রে ঘটনা বিবৃত করে, আর তাদের চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে ভেসে ওঠে চারম্যান আইল্যাণ্ড। ভূগোল যা-ই বলুক, তাদের কাছে দ্বীপটা চিরকালই চারম্যান আইল্যাণ্ড থেকে যাবে।

গ্র্যাফটন তখন পূর্ণবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বার-বার কী-এক রহস্যময় উচ্চারণে ফেনিল হ'য়ে উঠছে প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূরবিসারী নীল কান্তি।

বোধহয় সমুদ্রও বাক্সটারের মতো তাদের কোনো গল্প শোনাতে চাচ্ছে।

—